চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 77 Friday, 16 February, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৭৭ সংখ্যা ✱ ৩ ফাল্গুন, ১৪৩০, শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সকালবেলায় এক মহিলা তারস্বরে চিৎকার করছিলেন। তাঁকে মাটি থেকে টেনে হিঁচড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন পুলিশ। দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

জমি বিবাদের জেরে উত্তর দিনাজপুরে ভাতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলের ভেতরে ঢুকে স্কুল শিক্ষিকাকে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুন করার চেষ্টা দুই দুষ্কৃতীর। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কুণাল বলেন, ''সন্দেশখালিকে কেন্দ্র করে চরম কুৎসা চলছে। রাজনৈতিক নাটক করছেন কেউ কেউ। কেউ অন্যায় বা জুলুম করলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'' ...বিস্তারিত পাতা ৬

আগামী ১৭ মে ব্যাংককে ফিফার ৭৪তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ছেলে ও মেয়েদের বিশ্বকাপ ট্রফি একই রকম করার প্রস্তাব পেশ করবে ফিফা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'সন্দেশখালিতে আরএসএসের বাসা রয়েছে', দাবি মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি ইস্যুতে যখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, তখন সেই প্রসঙ্গে প্রথমবার বিধানসভায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে এই ইস্যুতে প্রতিবাদ জানিয়ে বিধানসভায় বিক্ষোভ করতে দেখা গিয়েছিল বিরোধী দলের বিধায়কদের। আজ বৃহস্পতিবার বিরোধী দলনেতা যখন সন্দেশখালিতে অবস্থানে বসে, তখন বিধানসভায় মমতা বললেন, ''আরএসএস-এর শক্ত ঘাঁটি এই সন্দেশখালি।'' একসময় ওই এলাকায় দাঙ্গা হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। এদিন তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের নামও। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেন, ''সন্দেশখালি আজকের নতুন নয়, ওখানে আরএসএস-এর একটা বাসা আছে। ৭-৮ বছর আগে ওখানে দাঙ্গা হয়েছিল। কতকগুলি দাঙ্গা-স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট।'' মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, সরস্বতী পুজোয় যাতে গন্ডগোল হয়, সেই পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। মমতা বলেন, ''সরস্বতী পুজোয় আমরা শক্ত হাতে সব হ্যান্ডেল করেছি। নাহলে অনেক প্ল্যানিং ছিল।'' শেখ শাহজাহানের কথাও এদিন উল্লেখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''টার্গেট ছিল শেখ শাহজাহান। ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকল। তারপরই সবাইকে বের করে দিয়ে ওখানে আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।'' মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তিনিই উদ্যোগ নিয়ে প্রশাসন পাঠিয়েছেন সন্দেশখালিতে। ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সঙ্গে মমতার দাবি, বাইরে থেকে লোক এনে গন্ডগোল করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বিজেপি বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে একটা জায়গাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। মমতা এভাবে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে আরএসএস-এর নাম করায় সরব হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস জানেন না বলেই এসব

কথা বলেছেন। সরবেড়িয়ায় অবস্থানে বসেই তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী একজন রাষ্ট্রবিরোধী। তাঁর মুখ থেকে এ কথাই বেরবে। ইতিহাস জানেন না। তাই এ সব বলছেন। এর মধ্যে দিয়ে আরএসএস-এর জনপ্রিয়তা আরও সুদৃঢ় হবে।'' এদিকে উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকার শ্রমিকদের অনেকের আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে বলে খবর এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একথা জানিয়ে বলেন, ''আমি প্রশাসনকে খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''কত টাকা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আধার কার্ড করেছে মানুষ। ইলেকশনের আগেই আমি শুনলাম চা বাগানের অনেকের আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে। শুনেছি আধার কার্ড নাকি বাতিল করে দিতে বলেছে, যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে।'' কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে পাট্টা তুলে দিয়েছে রাজ্য। মাস দেড়েক পরেই লোকসভা ভোট। ভোটে বড় ভূমিকা নিতে পারেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। সেকারণেই বেছে বেছে চা শ্রমিকদের আধার কার্ড বাতিল করা হচ্ছে বলে মনে করছে শাসকদল। বিজেপির নাম উল্লেখ না করে এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ইলেকশন আসলেই চা বাগান, ইলেকশন আসলেই এনআরসি। ইলেকশনের সময় আসলাম আর কুহু কুহু করে ডাকলাম। আর ইলেকশন চলে গেলে আমিও চলে গেলাম। এমন আমরা করি না।'' এই প্রসঙ্গেই টেনে এনেছেন ক্যাগ রিপোর্টের কথা। মমতার দাবি, ''আমি আবার বলছি, ক্যাগ রিপোর্ট টোটালটাই মিথ্যাচার, টোটালটাই অনাচার।'' এদিন বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশন শুরু পরই বয়কট করে বিজেপি। ওই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''অনেকেই আছে নিজেরা কোনও কাজ করে না। কিন্তু একতরফা নেতিবাচক কথা বলে যায়। শুধু ভাঁওতা দেওয়ার জন্য কথা বলে যায় কিন্তু উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। কারণ ওরা সত্যি শুনতে ভয় পায়। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্র পেশ করেছে অন্তর্বর্তী বাজেট। রাজ্যও বাজেট পেশ করেছে। দুই বাজেটের তুল্য মূল্য তুলে ধরে মমতা বলেন, ''আমরা লিঙ্গ ভিত্তিক বাজেটের জন্য ৪৪.৪২ শতাংশ বরাদ্দ করেছি। আর ওদের দেখুন। মাত্র ৬.৬ শতাংশ। আর শিশুদের জন্য আমাদের বাজেটে যখন ১৭.৫৭ শতাংশ বরাদ্দ তখন কেন্দ্রের বাজেট বরাদ্দ মাত্র ২.৩ শতাংশ। ফারাকটা দেখুন।'' বিজেপিকে বিদ্রুপ করে এরপরই মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, ''কি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি চোখে ন্যাবা হয়েছে ? চোখে ন্যাবা হলে আমাদের 'চোখের আলো' প্রকল্প রয়েছে। চোখটা দেখিয়ে নিন।

রামপুরে রাস্তার উপর বসে আদালতে যাওয়ার হুমকি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সকাল থেকেই পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্দেশখালিতে যাতে কোনওভাবেই শুভেন্দু অধিকারী ঢুকতে না পারেন তারজন্য জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। তিন বিধায়ককে নিয়ে সন্দেশখালি রওনা হওয়ার পরেই সায়েন্স সিটির কাছে বিধায়কদের বাস আটকে দেয় পুলিশ। পরে কথাবার্তা বলে আবার রওনা দেন সন্দেশখালির দিকে। তবে রামপুরে ফের বাধার মুখে পড়তে হয়। রামপুরে বাস আসতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন রাজ্যপাল সন্দেশখালি গিয়ে নির্যাতিতা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দলও সেখানে পৌঁছেছে। গেছে রাজ্যের টিমও। কাউকে আটকানো হয়নি। তবে তাঁর বেলায় কেন সন্দেশখালি ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তিনি গেলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

ঘটতে পারে। পুলিশের ব্যুহ ভেদ করে এগোতে না পেরে বিধায়কদের নিয়ে রামপুরে রাস্তার উপরেই বসে পড়েন শুভেন্দু। রাস্তায় বসেই প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জানান, শুক্রবারই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন তিনি। পুলিশের কোনও অধিকার নেই তাঁকে সন্দেশখালিতে ঢুকতে বাধা দেওয়ার। তিনি বলেন, ''আদালতের নির্দেশ নিয়েই আমি সন্দেশখালিতে ঢুকব। আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী। আমি নন্দীগ্রামে আন্দোলন করে আসা লোক। জঙ্গলমহলে আন্দোলন করে আসা লোক। সন্দেশখালিতে আমি ঢুকবই।'' এদিন দীর্ঘক্ষণ রামপুরে রাস্তার উপর বসেছিলেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর সফর ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা ছিল সন্দেশখালিতে। সরবেড়িয়া-ধামাখালি রোডের জায়গায় জায়গায় পুলিশের তরফে বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। যে কোনও ধরনের অশান্তি এড়াতে তৎপর ছিল পুলিশ।

১০০০ কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে তৃণমূলকে । শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত। রাজনৈতিক দলগুলিকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, যে সব বন্ড এখনও ভাঙানো হয়নি, সেগুলির টাকা ফেরত দিতে হবে দলগুলিকে। দীর্ঘ দিন ধরে মামলা চলার পর বৃহস্পতিবার এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায়ে তৃণমূল সমস্যায় পড়বে বলে মন্তব্য করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে তিনি দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ১০০০ কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে তৃণমূলকে। শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, ''আজ তো সুপ্রিম কোর্ট ইলেকটোরাল বন্ড বাতিল করে দিয়েছে। টাকা ফেরত দিতে বলেছে। এক হাজার কোটি টাকা তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে আছে। সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। মমতার প্লেন চড়া বন্ধ।'' শুভেন্দুর দাবি, আগে তৃণমূলের বন্ডে ৮৫৬ কোটি ছিল, সেটা এখন এক হাজার কোটি হয়েছে। তিনি বলেন, ''আমি সব হিসেব রাখি। পাথরের টাকা, কয়লার টাকা, গরু পাচারের টাকা ফেরত দিতে হবে এবার।'' গত বছর অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর-এর প্রকাশ করা রিপোর্টে জানা যায়, ২০২১-২২ আর্থিক বছরে তৃণমূলের সম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। বেড়ে হয়েছে ৪৫৮.১০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৫১.৭০ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। শীর্ষ আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে অবিলম্বে ইলেকটোরাল বন্ড বিক্রি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দল কত আর্থিক অনুদান পেয়েছে, সেটাও জানানোর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কত তারিখে নির্বাচনী বন্ড কেনা হয়েছে, কে নির্বাচনী বন্ড কিনেছেন, কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কত টাকা অনুদান পেয়েছে, তা জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে।

মহুয়া মৈত্রকে এবার তলব করল ইডি, সোমবার হাজিরা দিতে হবে

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে তৃণমূল সাংসদ দেবকে তলব করেছে ইডি। বৃহস্পতিবারই দলের আরও এক নেত্রীকে তলব করা হল। তিনি মহুয়া মৈত্র। বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের বেনিয়মের অভিযোগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ইডি। আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিল্লির ইডি অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন ঘুষ কাণ্ডে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল লোকসভায় প্রশ্ন করার জন্য তিনি নাকি শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে ঘুষ বাবদ নগদ ও নানা ধরনের উপহার নিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এই ব্যাপারে প্রথম সরব হন। তারপর এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ চলে সমান তালে। অবশেষে এথিক্স কমিটির সুপারিশের পর সাংসদ পদ চলে যায় মহুয়ার। এই ইস্যুতে এখনও আদালতে মামলা চলছে। মহুয়ার বিরুদ্ধে ৪৯৫ পৃষ্ঠার রিপোর্ট জমা দিয়েছিল এথিক্স কমিটি। তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুতে সময়ের দাবি করেছিলেন। কিন্তু তা মেলেনি। মহুয়া নিজে জানিয়েছেন, তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন।

'গালাগালি শোনার রুচি নেই আমার', দিদি-র কাছে 'ইস্তফা' মিমি-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফা দিলেন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। মিমি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ''সাধারণভাবে বলছি, আমি দলের কথা বলছি না। আজ পর্যন্ত বিরোধী দলের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। নিজের দলের বিরুদ্ধে কী বলব। কিন্তু এটাই বলব পরিষেবা দিতে গিয়ে যে বাধাগুলি পেয়েছি, বাধাগুলির কথা দিদিকে জানিয়েছি। দিদি স্টেপ নেবেন। বাকিটা সবই দিদির উপর। আমি হৃদয় থেকে বিশ্বাস করি আমি সৎ। আপনারা মিডিয়া বাকিটা আপনারা দেখতে পারেন।'' সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে মিমি এদিন জানিয়েছেন, ''রাজনীতি আমার জন্য নয়। আমি এটা বিশ্বাস করি। কারণ রাজনীতিতে এলে অনেকে একটা লাইসেন্স পেয়ে যায়। জাস্ট র‍্যানডাম গালাগালি দেওয়া হয়, কিছু করো আর না করো। এটা আমার রুচি নয়। এখানে (রাজনীতি) আমি একজন অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করি। আমার সমান দায়িত্ব রয়েছে। যদি আপনি রাজনীতিতে যোগ দেন, আপনি কাজ করুন অথবা না করুন আপনাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। আমি এনিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারেও কথা বলেছি। আমি একথাও বলতে চাই ২০২২ সালেও আমি এমপি পদ থেকে ইস্তফার ব্যাপারে তাঁকে বলেছিলাম। সেই সময় তিনি মানতে চাননি।'' অনেকে বলছেন মিমির এই পদক্ষেপকে দেব মডেল বলে মনে করছেন। দেবও এই ইস্তফার পথে হেঁটেছিলেন। আবার অনেকের মতে মিমি দেবকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। একেবারে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মিমি। তবে তিনি কেবলমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই চিঠি দিয়েছেন। তিনি আর কাউকে এই চিঠি এখনও দেননি বলে খবর। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ইস্তফা দিতে বারণ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে একেবারে শেষ বেলায় এসে কেন তিনি ইস্তফা দিলেন? তবে কি আগামী ভোটে দলের টিকিট নিশ্চিত করার জন্যই তিনি এই পদক্ষেপ নিলেন? তবে এরপর মিমি আদৌ এই ইস্তফা স্পিকারের কাছে জমা দেন কি না, আদৌ তিনি পরের ভোটে দাঁড়ান কি না সেটাই দেখতে চাইছে বাংলা। সম্প্রতি সংসদের দুটি স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন যাদবপুরের সাংসদ। এমনকী তাঁর লোকসভায় থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যানের পদ থেকেই ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। সংসদের শিল্প বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যের পদ থেকে ও কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক ও নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ কমিটির যৌথ কমিটির সদস্য পদ থেকেও সরে গিয়েছেন তিনি। এরপরই মিমিকে ঘিরে জল্পনা একেবারে তুঙ্গে ওঠে। এবার এমপি পদ থেকেই ইস্তফা।

দেবকে দিল্লিতে ডাক ইডির, এখানেও 'প্রতিহিংসার' গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ দেবকে ইডির তলবে এবার 'প্রতিহিংসার রাজনীতির' গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই কথাই তুলে ধরলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, দেব যদি তৃণমূল ছেড়ে দিতেন, কিংবা যদি বলতেন ভোটে দাঁড়াবেন না, তাহলে ইডির নোটিস পেতেন না ঘাটালের তারকা সাংসদ। শাসক দলের মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সম্পাদক কুণালের বক্তব্য, ''দেব যখন বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস করব এবং তৃণমূলের প্রার্থী হয়েই ভোটে দাঁড়াব, তখন নোটিস পাঠানো হচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, দেবের রাজনীতির কেরিয়ার কী হতে চলেছে, তিনি রাজনীতিতে থাকবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে সম্প্রতি। তবে যাবতীয় জল্পনা, বিতর্কে জল ঢেলে রাজনীতির ময়দানে রয়ে গিয়েছেন দেব। রবিবার মমতা-অভিষেকের সঙ্গে বৈঠক। তারপর সোমবার ঘোষণা, 'আমি রাজনীতিতে থেকে গেলাম, দিদির হাত ধরে।' সেদিনে ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই এবার ইডির তলব দেবকে। আগামী বুধবার দিল্লিতে প্রবর্তন ভবনে গিয়ে ইডির অফিসে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। সূত্রের খবর, আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত একটি মামলায় তলব করা হয়েছে ঘাটালের তারকা সাংসদকে। আর এই নিয়েই এবার ফের বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টায় তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, যেদিন দেবকে ডাকা হয়েছে, সেদিন আবার ঘটনাক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সেদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেদিনই দেবকে কেন ডেকে পাঠানো হল, তা নিয়েও প্রশ্ন কুণালের। তৃণমূল মুখপাত্রের বক্তব্য, সেদিন সাংসদ ও শিল্পী হিসেবে দেবেরও বিভিন্ন কর্মসূচি থাকার কথা। কুণালের দাবি, দেবকে দিল্লিতে ইডির অফিসে ডেকে পাঠানো 'প্রতিহিংসার রাজনীতি'। তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, ''দেবকে নানান ভাবে ভয় দেখানো হচ্ছিল, চাপ দেওয়া হচ্ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বার্তা পাঠানো হচ্ছিল। ইডির নোটিস দিয়ে হেনস্থা বা বিব্রত করা হচ্ছিল। দেব মাথা নীচু করেননি। জানিয়ে দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলে আছেন ও লোকসভা ভোটে আবার ঘাটাল থেকে লড়বেন। তারপরই ইডির এই নোটিস প্রমাণ করে দেয়, এজেন্সিকে বিজেপি শাসানোর কাজে ব্যবহার করছে।'' উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় এজেন্সির তলব প্রসঙ্গে তৃণমূলের এই ধরনের তত্ত্ব নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে যখন তৃণমূলের বিভিন্ন ছোট-বড়-মাঝারি নেতাকে তলব করেছে ইডি বা সিবিআই, তখনও এই প্রতিহিংসার তত্ত্ব ও এজেন্সির অপব্যবহারের তত্ত্ব শোনা গিয়েছে তৃণমূলের গলায়। আজ দেবকে ইডি নোটিস পাঠাতেই আবারও সেই ইস্যুতেই সরব তৃণমূল শিবির। যদিও বিজেপি শিবির থেকে বার বার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের প্রতিহিংসার রাজনীতিতে গেরুয়া শিবির বিশ্বাসী নয়।

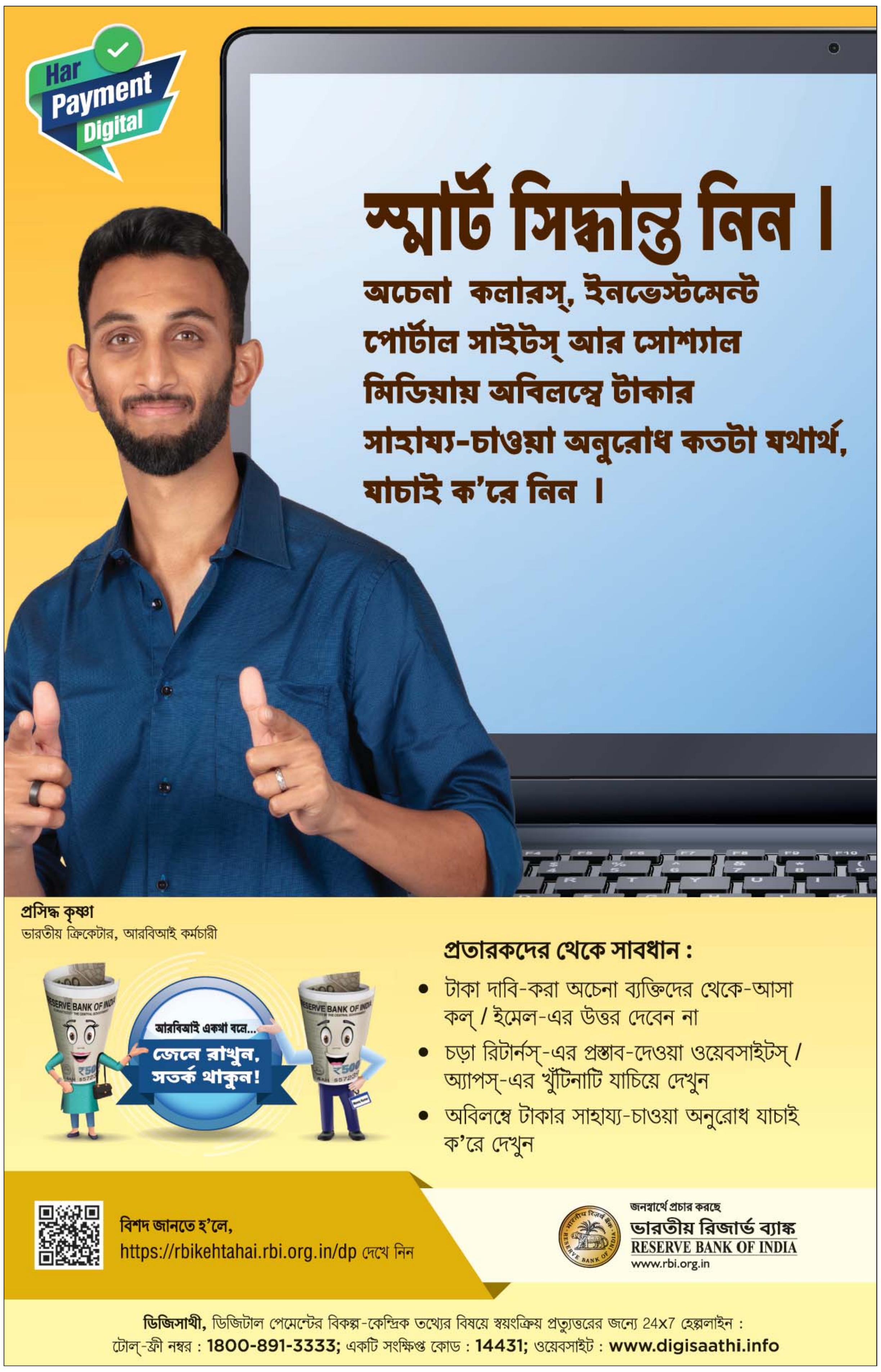

মমতাকে জনগণ কখনও ক্ষমা করবে নাঃদিলীপ ঘোষ

খ্যাগপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালির ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। দিলীপের মতে, মমতাকে জনগণ কখনও ক্ষমা করবে না। বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, শাহজাহান শেখ, শিবুর মতো অপরাধীদের আইনের হাত থেকে আড়াল করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জনগণ তাঁকে ক্ষমা করবে না, তাঁকে হয় (নিজের পদ) ছাড়তে হবে নয়তো মানুষ তাঁকে তা করতে বাধ্য করবে।সন্দেশখালি হিংসা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ এদিন আরও বলেছেন, আমরা সন্দেশখালিতে গিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু পুলিশ জোর করে বাধা দিচ্ছে। গতকাল যেভাবে আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আহত হয়েছেন, তা নিন্দনীয়। আশা করি তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এনডিএ ৪০০ পার ও বিজেপি ৩৭০-র বেশি আসনে জয় প্রত্যাশিত, এটাই লক্ষ্যঃজে পি নাড্ডা

আহমেদাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপি কর্মীদের সামনে লক্ষ্য ঠিক করে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। বৃহস্পতিবার গুজরাটের আহমেদাবাদে এক জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, এনডিএ ৪০০ পার ও বিজেপি ৩৭০-র বেশি আসনে জয় আমাদের প্রত্যাশিত, আর এটাই লক্ষ্য। রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিতে এদিন দিল্লি থেকে আহমেদাবাদে আসেন নাড্ডা, বিমানবন্দরে তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়। পরে ওই জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় নাড্ডা বলেছেন, গুজরাট থেকে মনোনযনপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি। আমি অনেক পদের জন্য অনেকবার মনোনয়নপত্র পূরণ করেছি। তবে গুজরাট থেকে মনোনযন জমা দেওয়া আমার জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং নির্বাচন কমিটিকে আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।নাড্ডা বলেছেন, আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকশিত ভারতের সংকল্প অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একজন সাংসদ হিসেবে, গুজরাট থেকে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান। আমি আপনাদের সবাইকে আশ্বস্ত করছি, একজন আদর্শ সাংসদ হিসেবে আমাকে যে কাজই অর্পণ করা হবে, আমি তা ভালোভাবে পালন করব এবং একজন কর্মী

ওভারহেডের তার ছিঁড়ে বিপত্তি! ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় চলাচল বন্ধে ভোগান্তিতে যাত্রীরা

হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় হুগলির কুন্তিঘাট স্টেশনের কাছে রেলের ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা থেকে ডাউন লাইনে বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল। বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে একাধিক লোকাল। মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন আপ লাইন দিয়ে পাস করানো হয়। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন। কাজের দিন হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। ভোরবেলা বহু কৃষক সবজি নিয়ে স্থানীয় বাজারে আসেন। তাঁরাও সমস্যায় পড়েছেন।রেল সূত্রের খবর, কুন্তিঘাট স্টেশনের কাছে রেলের ওভারহেড তার মেরামতির কাজ চলছে। ৩৭৯১২ ডাউন হাওড়া লোকাল ৫.১৪ মিনিটে জিরাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা হলেও সকাল ৮টার পরেও জিরাট স্টেশন ছাড়েনি। এরপর থেকে ৩ জোড়া ট্রেন পরপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্টেশনে। জিরাটের স্টেশন মাস্টার জানান, ডাউন লাইন বন্ধ থাকার জন্য সকালের দিকে কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন আপ লাইন দিয়ে চালানো হয়েছে। ভোররাতে তার ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য এই বিপত্তি।

রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব, লড়ছেন ওড়িশা থেকে

ভুবনেশ্বর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে ওড়িশা থেকে লড়ছেন তিনি, বুধবারই বিজেপির পক্ষ থেকে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নাম

ঘোষণা করা হয়। তাঁকে সমর্থনের কথা জানায় নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল (বিজেডি)। আর বৃহস্পতিবার তিনি মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে এদিন সকালে ভুবনেশ্বরে বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছন। সেখানে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, এরপর রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে ওড়িশা থেকে লড়ছেন তিনি, বুধবারই বিজেপির পক্ষ থেকে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নাম ঘোষণা করা যেতে পারে বলা হয়েছে

আমিরশাহীতে দাঁড়িয়ে অযোধ্যার জয়গান,মুসলিম দেশে গিয়ে মন্দির উদ্বোধন করলেন মোদী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃউত্তর প্রদেশের অযোধ্যার পরে এ বার পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু'দিনের সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরের দ্বিতীয় দিনে বুধবার আবু ধাবিতে বিএপিএস (বোচাসনবাসি শ্রী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থা)-এর উদ্যোগে তৈরি হিন্দু মন্দিরের উদ্বোধন করেন তিনি। সেখানে হাজির ছিলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার, বিবেক ওবেরয় এবং গায়ক শঙ্কর মহাদেবন।মোদি বলেন, আজ আবু ধাবির আনন্দের ঢেউ অযোধ্যায় অপরিসীম আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা আমার সৌভাগ্য যে আমিই প্রথমে অযোধ্যার রাম মন্দিরের সাক্ষী হয়েছি এবং তারপর আবু ধাবির এই মন্দিরেরও সাক্ষী হলাম। আবু ধাবিতে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্বের এজেন্ডা নিয়েই মুসলিম বিশ্বকে সৌহার্দ্যের বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদি।লোকসভা ভোটের আগে অযোধ্যায় মন্দির উদ্বোধনকে বিজেপি

বড় চাল বলে মনে করা হচ্ছিল। একই কারণে বিরোধীরা ওই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। আবু ধাবিতে প্রথম, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দ্বিতীয় হিন্দু মন্দিরটি উদ্বোধন করে এক অর্থে আন্তর্জাতিক কুটনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিলেন মোদি। মন্দির তাসেই মুসলিম বিশ্বকে বন্ধুত্বের বার্তা দিলেন। মোদি বলেন, গত মাসেই অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বহু পুরনো স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। রামলালা উপবিষ্ট হয়েছেন ভবনে। সমগ্র ভারত তথা প্রত্যেক ভারতীয় এখনও ভালবাসার সেই অনুভূতিতেই নিমজ্জিত। মোদি যোগ করেন, এটা কেবল ভারতের ' কাল' নয়, দেশের বিশ্বাস ও সংস্কৃতিরও ' কাল'। রামমন্দির নির্মাণের সাফল্যে নিয়ে বলতে গিয়ে আবেগ বিহ্বল ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেকে বলছেন ' সবচেয়ে বড় পুরোহিত'। আমি জানি না আমার মন্দিরের পুরোহিত হওয়ার যোগ্যতা আছে কি না, তবে আমি মা ভারতীর (মাদার ইন্ডিয়া) পুরোহিত হতে পেরে গর্বিত। আবু ধাবির মন্দির নিয়ে বলেন, আজ সংযুক্ত আরব আমিশাহী মানব ইতিহাসের একটি সোনালী অধ্যায় রচনা করেছে। এখানে একটি সুন্দর ও ঐশ্বরিক মন্দির উদ্বোধন করা হচ্ছে। এই মুহূর্তের পিছনে রয়েছে বহু বছরের পরিশ্রম। বলেন, আমি আশা করি বিএপিএস মন্দির সমগ্র বিশ্বের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বৈশ্বিক ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠবে।উল্লেখ্য, দুই দিনের আমিরশাহী সফরে গিয়ে মঙ্গলবার সে দেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বিন জায়েদ আল নহয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, বুধবার দ্বিপাক্ষিক প্রতিনিধি স্তরের বৈঠকে আমিরশাহীর বিদ্যু উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ এবং আরব সাগর অঞ্চলের নিরাপত্তায় দু'দেশের সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থা একদিকে মন্দির উদ্বোধন, অন্যদিকে কূটনৈতিক সম্পর্কে জোর, দুই ক্ষেত্রে ভারসাম্য রেখে চলতে চাইছে নয়াদিল্লি।

'আইসিইউতেই সুকান্ত স্যালাইন ছাড়া কিছুই নিতে পারছেন না',সুকান্তকে দেখে বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অসুস্থ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার থেকে বসিরহাটে ছিলেন তিনি। বুধবার পুলিশের গাড়িতে উঠে বিক্ষোভ দেখানোর সময় হঠাৎ জ্ঞান হারান। সেখান থেকে প্রথমে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুকান্তকে ভর্তি করা হয় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। গতকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস ও বিধান সভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংবাদ মাধ্যমে শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, বমি ভাব রয়েছে সুকান্তর। তবে বিশ্রাম নিলে ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে হয়ে যাবেন তিনি।টাকিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে বসিরহাট স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, সুকান্ত মজুমদারের অবস্থা স্থিতিশীল নয়, তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে।বুধবার সকাল থেকেই টাকি থেকে সন্দেশখালি যাওয়ার কর্মসূচিতে পুলিশি বাধার অভিযোগ করেছে বিজেপি। ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সেখানে তাঁদের যেতে দেওয়া হবে না বলে জানায় পুলিশ। এরপরই বিজেপি রাজ্য সভাপতি এবং বাকি কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় তাঁদের। তার মধ্যেই পুলিশের গাড়ির বনেটে উঠে যান সুকান্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়িতে উঠেই তিনি কিছুটা অচেতন হয়ে পানে। বিজেপি নেতাকে গাড়ি থেকে নামানোর চেষ্টা করা হয়। এরপরই তিনি জ্ঞান হারান। সেখান থেকে প্রথমে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুকান্তকে ভর্তি করা হয় কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে। গতকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দু বলেছেন, সুকান্ত আইসিইউতে আছেন। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। স্যালাইন ছাড়া কিছু নিতে পারছেন না। বমি ভাব আছে। ওনার রেস্ট দরকার। ভালো চিকিৎসা হচ্ছে। আমরা ক্রস চেক করেও চিকিৎসার উপর নজর রাখছি।বিজেপি কর্মীরা গতকালই জানিয়েছিলেন, বসিরহাটের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না সুকান্ত মজুমদারের। প্রাথমিক চিকিসার পর তিনি কিছুটা সুস্থ হন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নয় বলেই জানান হয়। এরপরই তাঁকে কলকাতায় আনার পরিকল্পনা করে বিজেপি। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, লিখিত জানিয়েছেন, আমিও মেল করেছি পাল্টা। কমউনিনাল লোক আছে। এক এস পি মেহেদী হাসান! আর আমিনুল ইসলাম। নাম শুনলেই বুঝতে পারছেন! ৯২০ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। আজ রাত ঘুমিযে নিন। কাল বিজেপি দেখাবে।

ক্যান্সার ভ্যাকসিন তৈরির কাছাকাছি রাশিয়াঃপুতিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মস্কোয় ভবিষ্য প্রযুক্তি বিষয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কথা বলছিলেন পুতিন। টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষণে তিনি বলেন, রুশ বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন যা শিগগিরই রোগীদের জন্য সহজলভ্য হবে। মস্কো ফোরাম অন ফিউচার অনুষ্ঠানে পুতিন বলেছেন, আমরা ক্যানসারের জন্য তথাকথিত টিকা তৈরির খুব কাছে চলে এসেছি। আমি আশা রাখছি খুব শীঘ্রই তা ব্যক্তিগত চিকিসার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হবে। টিকা তৈরির কথা জানালেও কোন ধরনের ক্যানসারের টিকা রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন তা খোলসা করেননি পুতিন। এর কার্যপদ্ধতি বিষয়েও কিছু জানা যায়নি।ন্তাত এক দশক ধরেই ক্যানসারের টিকা তৈরি নিয়ে গবেষণা চলছে বিশ্বের সর্বত্র। তবে কোভিড পরবর্তী সময়ে সেই তপরতা আরও বেড়েছে। বিশ্বের প্রথম সারির একাধিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা টিকা তৈরির কাজ করছে। গত বছর ব্রিটেন সরকার জার্মান ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা বায়োএনটেকের সঙ্গে চুক্তি করেছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার ক্যানসার রোগী মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে। মডার্না এবং মার্ক অ্যান্ড কো-র মতো ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাও ক্যানসারের টিকা তৈরির কাজ করছে।ন্তকরোনাভাইরাসের জন্যই নিজস্ব টিকা বানিয়েছিল রাশিয়া। সেই টিকার নাম ছিল স্পুটনিক। ওই টিকা প্রচুর দেশকে বিক্রিও করেছিল

'নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক, বাতিল হওয়া উচিত'!বন্ধ করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দেওয়া অসাংবিধাধিক। ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দিল, মোদি জমানায় চালু ইলেক্টোরাল বন্ড পদ্ধতি সংবিধানের ১৯-এর এ ধারার পরিপন্থী। এই ইলেক্টোরাল বন্ড পদ্ধতি বন্ধ হওয়া উচিত।নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাগুলির শুনানিতে গত নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছিল, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কারা শাসক দলকে আর্থিক সাহায্য করছে, সেই তথ্য গোপন রাখা গেলেও একই প্রকল্পে বিরোধীদের পাওয়া টাকার সূত্র প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে ' দলগুলোর আর্থিক অনুদানের উৎস সম্পর্কে ভোটারের কিছুই জানার অধিকার থাকতে পারে না'- মোদী সরকারের ওই যুক্তিও খারিজ করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ভোটে কালো টাকার খেলা বন্ধ করার কথা বলে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে প্রয়াত অরুণ জেটলি নির্বাচনী বন্ডের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০১৭-র অর্থ বিলের মাধ্যমে আইনে একগুচ্ছ সংশোধনী এনে মোদী সরকার ২০১৮ থেকে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল। এর ফলে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে চাইলে, বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে। ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলগুলি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে, কত টাকা দিচ্ছেন তা বোঝা যাবে না।ন্তনির্বাচনী বন্ড চালু হওয়ার পর বিষয়টির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিরোধী দল এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে আঃদালনকারীরা অভিযোগ করেন, এতে অস্বচ্ছতাই বাড়বে। বিশ্বের কোনও দেশেই এমন ব্যবস্থা নেই, যেখানে বন্ড ভাঙাচ্ছে রাজনৈতিক দল। ফলে কোন কর্পোরেট সংস্থা কাকে ভোটে সাহায্য করছে, তার বিনিময়ে ক্ষমতাসীন দলের থেকে কী সুবিধা আদায় করছে, তা জানার কোনও উপায় নেই।ন্ততা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বন্ড-বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, কেঃদ্র এবং অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে নির্বিবাদে অর্থ আমদানির কার্যত ' বঃেদাবস্ত' করে ফেলতে চাইছে গেরুয়া শিবির। আর সে কারণেই তারা নির্বাচনী বন্ড চালু রাখতে মরিয়া। প্রায় ৫ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকা মামলা চলাকালীন ৫ জন প্রধান বিচারপতি এসেছেন। প্রতি বারেই মোদী সরকারের বন্ড-প্রীতি স্পষ্ট হয়েছে শীর্ষ আদালতে।

মোদী সরকারের নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প কি বৈধ?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের অন্যতম উৎস ইলেক্টোরাল বন্ড কি বৈধ? দীর্ঘ শুনানির বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গত ২ নভেম্বর এ সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষে রায় সংরক্ষিত রেখেছিল।ন্তনির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাগুলির শুনানিতে গত নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছিল, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কারা শাসক দলকে আর্থিক সাহায্য করছে, সেই তথ্য গোপন রাখা গেলেও একই প্রকল্পে বিরোধীদের পাওয়া টাকার সূত্র প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে ' রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক অনুদানের উৎস সম্পর্কে ভোটারের কিছুই জানার অধিকার থাকতে পারে না'- মোদী সরকারের ওই যুক্তিও খারিজ করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ওই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র। গত ২ নভেম্বরের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, বর্তমান ব্যবস্থায় অনুদানদাতা এবং অনুদানপ্রাপ্ত দল উভয়েই জানে দেওয়া-নেওয়ার কথা। বিচারপতি খন্না তখন মন্তব্য করেন, ' ভোটারই জানেন না! এটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন! সবটা খুলে দিচ্ছেন না কেন?''ন্তভোটে কালো টাকার খেলা বন্ধ করার কথা বলে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে প্রয়াত অরুণ জেটলি নির্বাচনী বন্ডের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

নগর পরিকাঠামো উন্নয়নে হরদীপ সিং পুরীর কাজ প্রশংসনীয় ঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরীকে তাঁর জন্মদিনে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা-বার্তায় তাঁর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন, নগর পরিকাঠামো উন্নয়নে হরদীপ সিং পুরীর কাজ প্রশংসনীয়। হরদীপ সিং পুরীর সর্বদা সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে তাঁর জন্মদিনে হার্দিক শুভেচ্ছা। নগর পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁর কাজ প্রশংসনীয়। ভারতকে পেট্রোলিয়াম সেক্টরে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রেও তিনি সর্বাগ্রে রয়েছেন। তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

কাশ্মীরে রাতের তাপমাত্রা রয়েছে হিমাঙ্কের নীচেই, কনকনে ঠান্ডা গুলমার্গ ও পহেলগামে

শ্রীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন হিল স্টেশনে রাতের তাপমাত্রা রয়েছে হিমাঙ্কের নীচেই। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে গুলমার্গ ও পহেলগাম। শ্রীনগরও শীতে জবুথবু। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গুলমার্গে মাইনাস ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মুতে তাপমাত্রার পারদ চড়ে ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৭ তারিখ বিকেলের পর থেকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা জম্মু ও কাশ্মীর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে। শনিবার গভীর রাতের পর সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯-২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কুপওয়ারা, বারামুল্লা, বান্দিপোরা, গান্ডেরওয়াল, বদগাম, শোপিয়ানের কোথাও কোথাও বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত।

বিহারে সমাবেশের মাধ্যমে শুরু হবে রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'

পাটনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' বিহারে সমাবেশের মাধ্যমে ফের সূত্রপাত হবে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার বিহার রাজ্যের রাজধানী থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় এই যাত্রা শুরু করবেন। একটি জনসভার মাধ্যমে তাঁর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু হবে।কংগ্রেস দলের সিনিয়র নেতা এবং এমএলসি প্রেম চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, এই সমাবেশে মল্লিকার্জুন খাড়গে ভাষণ দেবেন। রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গের গয়া পৌঁছানোর এবং ঔরঙ্গাবাদ যাত্রার কারণে হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।প্রেম চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, সমাবেশের পরে গান্ধী সম্ভবত টেকারি বিধানসভা এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলবেন। গান্ধী সাসারামে রাত কাটাবেন। এরপর শুক্রবার তিনি কাইমুর জেলায় ভ্রমণ করবেন। সেখান থেকে সকলে মিলে আমরা উত্তর প্রদেশের পার্শ্ববর্তী রাজ্য দেখতে যাবো।

১৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, ছাত্রের তুলনায় এবার সংখ্যায় বেশি ছাত্রী

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃশুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক। প্রশ্ন ফাঁস এবং টোকাটুকি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ১৭৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রকে ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাত লক্ষ ৯০ হাজার। তার মধ্যে ৫৬.৬২ শতাংশ ছাত্রী। ৪৩.৪৮ শতাংশ ছাত্র।অর্থা ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা এক লক্ষ ৩৫৩ বেশি। প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৮৩৭। তার অধীনে রয়েছে ২,৩৪১টি কেন্দ্র। ১৭৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রকে ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে মালদহের ৫৭টি কেন্দ্র। কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনও কেন্দ্রকেই ' ঘোষণা করা হয়নি। ' কেন্দ্রগুলিতে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করানো হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রত্যেক ঘরে দু'জন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন।

আমেরিকায় ক্রীড়াপ্রেমীদের মিছিলে গুলিবৃষ্টি,কানসাসে চলল এলোপাথাড়ি গুলি, নিহত এক, আহত ২১

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আমেরিকায় আবারও বন্দুকবাজদের হামলায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। আহত আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বুধবার আমেরিকার কানসাস শহরে ' সুপার বোল' প্রতিযোগিতার বিজয় উৎসবের মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটে।এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১ জন। আহত কমপক্ষে ২১ জন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশুও রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সন্দেহজনক তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ক্যান্সাস সিটি চিফ নামে স্থানীয় এক ফুটবল দলের বিজয়উসব উপলক্ষে একটি ব। মিছিল বেরিয়েছিল শহরটিতে। ছোট থেকে বড় সকলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। ওই সময় গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই সেসময় সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। এই হামলায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হন কমপক্ষে মধ্যে ২১ জন। এদের মধ্যে ১১টি শিশুও রয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জনের চোট গুরুতর। রয়টার্স সূত্রে খবর, গুলি চালানোর পর ওই বন্দুকবাজ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন দুই সমর্থক। ছিনিয়ে নেন বন্দুক। তাঁদের এই সাহসী পদক্ষেপের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। এনিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এই হামলার পিছনে কোন কারণ রয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

হলিউড থেকে ভাল কাজের ডাক আসে না, হুঙ্কার শাহরুখের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ একের পর এক ফ্লপে ডুবতে বসেছিল শাহরুখের ফিল্মি কেরিয়ার। তার উপর ছেলে আরিয়ানের মাদককাণ্ড। শাহরুখের জীবনে রীতিমতো ঝড় উঠেছিল। তবে বলিউডের বাদশা বলে কথা। ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। শাহরুখ ফিরে এলেন ফিনিক্স পাখির মতো। ফের উঠল ঝড়। তবে এবার তাঁর জীবনে নয়, বরং বক্স অফিসে সুনামি আনলেন শাহরুখ। ' পাঠান ও জওয়ান ' ছবি দিয়ে বলিউডের ডুবন্ত নৌকার পাল ধরলেন তিনি। ফের প্রমাণ করলেন, তিনিই বলিউডের আসল বাদশা।বলেন, ' অ্যামেরিকান আর ইংলিশ সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক চেনাজানা আছে। কিন্তু তাঁরা আমাকে কোনওদিন ভাল কোনও কাজের জন্য ডাকেননি।' এছাড়াও অভিনেতাকে ওঁর প্রিয় চরিত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে স্বভাবসিদ্ধ রসবোধের সঙ্গে শাহরুখ জানান, ' জেমস বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। আমার গায়ের রং যেহেতু ব্রাউন, তাই আমাকে মানাবেও

বেশ!'মেকিং অফ স্টার- আ কনভারসেশন উইথ শাহরুখ খান' সেগমেন্টে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন একজন সাংবাদিক। তাঁর একটি প্রশ্নে শাহরুখ হেসে জানান, ' লেজেন্ড নই, আমি জেমস বন্ড'। শাহরুখ যে একজন মজার মানুষ তা সবারই জানা। তাই এরপর তিনি আরও বলেন, ' জেমস বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। তবে আমার মনে হয় চরিত্রটার জন্য আমি খুব বেঁটে!'ন্ত' ডগ মিলিয়নিয়র' ছবিটিকে না বলেছিলেন অভিনেতা। সেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে জানান, ' সিনেমাটিতে গেম শো-য়ের সঞ্চালকের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়। আর সেটা আমি চাইনি। চরিত্রটা পছন্দ হয়নি।'২০২৩-এ মুক্তি পেয়েছে শাহরুখের তিনটি ছবি, পাঠান, জাওয়ান ও ডানকি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে **কর্কট রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে। শুভদিন **সিংহরাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রযোজন, কিন্তু অতীতে করা । **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিযন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দুঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময় যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে। উজ্জ্বল দিকে

বারুইপুর এস পি অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি বিচার চাই দাবিতে বারুইপুরে এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলো বৃহস্পতিবার বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা ও জয়নগর সংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেত্রী শর্বরী মুখার্জি,যাদবপুর সংগঠনিক জেলা সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়াদার, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বও কর্মী সমর্থকেরা, আর এই বিক্ষোভ ও বারুইপুর এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি কে ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়েছিল প্রচুর।

জয়নগরে বেপরোয়া যান চলাচলে দূর্ঘটনা বেড়ে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার রাতে জয়নগর ১ নং ব্লকের গোচরনের সরবেড়িয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতির সামনে একটি মোটরসাইকেল ও একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যানের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেল চালক। আহত ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম গাজী,বাড়ি জয়নগর থানার জয়নগর হাটপাড়া এলাকায়।এদিন রাতে মোটর সাইকেলটি জয়নগর থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল ও বোলেরো পিকআপ ভ্যানটি বারুইপুর থেকে জয়নগরের দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে স্থানীয় পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়।বৃহস্পতিবার ও সেখানে ভর্তি আছে আহত ব্যক্তিটি।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ।তবে বেপরোয়া যান চলাচলে জয়নগরে দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে।

একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া টাকা মেটানোর দিন পরিবর্তন

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সরকার একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া টাকা মেটানোর দিন পরিবর্তন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ বিধানসভায় বলেন, এই প্রকল্পে রাজ্যের একুশ লক্ষ বঞ্চিত শ্রমিকের পাওনা একুশে ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে পয়লা মার্চ থেকে তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পাঠানোর কাজ শুরু হবে। এপ্রিল মাসের মধ্যে কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পে বকেয়া অর্থ না দিলে রাজ্য সরকার ই তা মিটিয়ে দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য একশো দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের শ্রমিকদের প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলাকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টার অভিযোগ

বনস্পতি দে, হরিপাল হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সকালবেলায় এক মহিলা তারস্বরে চিৎকার করছিলেন। দৃশ্যত তাঁকে মাটি থেকে টেনে হিঁচড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন পুলিশ কর্মীরা। দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় দোকানি, বাসিন্দারা। মহিলা চিৎকার করে বলতে থাকেন তাঁকে পুলিশ জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু একজন আপাতত সবজি বিক্রেতা মহিলাকে কেন পুলিশ গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে? উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মহিলার অভিযোগ শুনে ক্ষেপে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের ওপরেই চড়াও হয়। পুলিশের ওপরেও হামলা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হুগলির হরিপালের মালিয়া। পুলিশের জিপও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে বলে অভিযোগ। পুলিশ

শেষমেশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে জিপ উদ্ধার করে। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন পুলিশ কর্মী। চার জনকে আটক করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, ওই মহিলা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলেন। পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করতে

হরিপাল

মালিয়ার বাসিন্দা অসীমা বাগ। তিনি সকালে বস্তায় ফুলকপি নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছিলেন ট্রেন ধরতে। তারপর হঠাৎই এই ঘটনা। থাকেন। যদিও পুলিশের দাবি, ওই মহিলা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে হাত ধরে তুলছিলেন পুলিশ কর্মীরা। এখানে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টার কোনও ঘটনাই ঘটেনি। মহিলার চেঁচামেচিতে অনেকেই জড়ো হন। মহিলার অভিযোগ শুনে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হরিপাল থানার বিশাল বাহিনী। পুলিশ লেখা গাড়ি আটকে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। চরম উত্তেজনা মোকাবিলা করতে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়াও করেন। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন জানিয়েছেন , ''চুরির ঘটনায় একজনকে আটক করা হচ্ছিল। সেই সময় গ্রামবাসীরা পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় এবং পুলিশকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে। তখনই পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে।

সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে হাওড়াতেও পুলিশ কমিশনারের অফিস ঘেরাওয়ের ডাক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিজেপির হাওড়া সদরের কর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনারের অফিস ঘেরাও করে। এদিন হাওড়া ময়দান থেকে হাওড়া সদরের বিজেপি সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বঙ্গবাসী মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে তাঁরা পুলিশ কমিশনারের অফিসের কাছে আসেন। এই ঘেরাও নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আগে থেকেই ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী, র‍্যাফ এবং কমব্যাট ফোর্স। বিজেপি কর্মীরা জোর করে ব্যারিকেড টপকে পুলিশ কমিশনারের অফিসের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। বিজেপির মহিলা কর্মীরা ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ সন্দেশখালির ঘটনা প্রমাণ করছে বাংলায় নারীদের নিরাপত্তা নেই। পুলিশ এখনও পর্যন্ত সন্দেশখালির ঘটনার মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ সেই পুলিশ তাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে হেনস্থা করছে। এটা বিজেপি কখনই বরদাস্ত করবে না। হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য জানান, সন্দেশখালিতে যে ঘটনা ঘটেছে তা বাংলার সংস্কৃতির পক্ষে নিন্দাজনক। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শাহজাহান এলাকার মানুষদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এই সংস্কৃতি আগে বাংলায় ছিলনা। দলের কর্মীদের মদত দিয়ে বাংলায় অশান্তির সৃষ্টি করছে। তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এরই প্রতিবাদে জেলায় জেলায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি হচ্ছে। লাগাতার চলবে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি।

ডোমজুড়ের নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে জানলা ভেঙে পালিয়ে গেল বেশ কয়েকজন আবাসিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে জানলা ভেঙে পালিয়ে গেল বেশ কয়েকজন আবাসিক। জানলা ভেঙে পালানোর সময় দোতলার ঘর থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙে এক আবাসিকের। সেই সুযোগেই পালাতে সক্ষম হয় কয়েকজন আবাসিক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ডোমজুড়ের মাকড়দহে। জানা গিয়েছে, সেখানে একটি বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিল ৭৬ জন। এদিন দোতলার একটি জানলা ভেঙে দলবলে পালায় বেশ কয়েকজন। তবে এক আবাসিক উপর থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে নিচে পড়ে পা ভাঙে। তাকে উদ্ধার করেই পুরো ঘটনা জানা যায়। পুলিস জানিয়েছে, পলাতকদের মধ্যে কয়েকজন বাড়ি চলে গেলেও রাত পর্যন্ত নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। রাতেই খবর দেওয়া হয় নিখোঁজদের পরিজনদের। সূত্রের খবর, মাত্র দু-তিনজন থাকেন ওই কেন্দ্রের নজরদারিতে। ফলে সুযোগ বুঝে ঘরের দরজা ভিতর দিয়ে বন্ধ করে জানলা ভেঙে তারা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজ চলছে। ওই নেশা মুক্তি কেন্দ্রের জনৈক কর্মী বলেন, নেশা করার কারণে এখানে বাড়ির লোকেরা ওদের নিয়ে এসেছিল। এখানেই তারা ছিল। নেশা করার জন্য পালাতে পারেনি। ঘটনার সময় দরজা বন্ধ ছিল। দরজা বন্ধ থাকায় তারা জানালা ভেঙে পালায়। ওই সময় তিন চার জন কর্মী ছিল। কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেকজন ছিল। পরিকল্পনা করে তারা এই কাজ করেছে। তারা প্রত্যেকেই নেশাগ্রস্ত। এখানে মোট ৭৬ জন আছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন পালিয়ে ছিল। পলাতকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গিয়েছে। এই সেন্টারে নেশাগ্রস্তদের সময়মতো ওষুধ এবং খাবার দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় মনোনীত তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ ও মমতা বালা ঠাকুর বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা রিটার্নিং অফিসার শ্রী সুকুমার রায়ের কাছে জমা দিলেন তাদের মনোনয়ন পত্র। ছবি-সুবল সাহা

'গর্ভধারণ জেলের বাইরেই' রিপোর্ট জমা পড়ল সুপ্রিম কোর্টে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা বন্দিরা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন জেলের বাইরে থাকাকালীন। পশ্চিমবঙ্গের জেল সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানালেন আইনজীবী। অভিযোগ উঠেছিল, এ রাজ্যের একাধিক জেলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছেন মহিলা বন্দিরা। আদালত-বান্ধব প্রবীণ আইনজীবী গৌরব আগরওয়াল শীর্ষ আদালতকে জানান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা সংশোধনাগারে আসার আগেই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। গর্ভধারণের ঘটনা সংশোধনাগারের বাইরেই ঘটেছে। এ মাসের ৮ তারিখে কলকাতা হাই কোর্টে মহিলা সংশোধনাগারে সন্তান জন্মের বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে মহিলাদের গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাগুলি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই বিষয়ে আদালত-বান্ধবের বক্তব্য জানতে চায়। ১২ ফেব্রুয়ারি আইনজীবী আগরওয়াল সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, ''যত দূর জানা যাচ্ছে, তাতে বেশির ভাগ মহিলা বন্দি আগে থেকেই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা যখন প্যারোলে বেরিয়েছিলেন, তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ফিরে আসেন।'' পশ্চিমবঙ্গের এডিজি এবং আইজি (কারা)-র হিসেব অনুযায়ী, গত চার বছরে রাজ্যের মহিলা সংশোধনাগারে ৬২টি শিশুর জন্ম হয়েছে। এই তথ্যও আদালত বান্ধব আদালতে পেশ করেছেন। যদিও এর আগে হাই কোর্টে নিযুক্ত আদালত বান্ধব বলেছিলেন, মহিলা সংশোধনাগারে পুরুষ কর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হোক। তিনি ১৯৬টি শিশুর জন্মের হিসেব দেন।সুপ্রিম কোর্টের কাছে আদালত বান্ধবের পরামর্শ মহিলা সংশোধনাগারের বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখুন জেলার প্রবীণতম মহিলা বিচারবিভাগীয় অফিসার। সঙ্গে নিন জেলার প্রবীণতম মহিলা পুলিশ অফিসার ও মহিলা সংশোধনাগারের সুপারকে। তাঁরা সংশোধনাগারে মহিলা কর্মীর সংখ্যা পর্যাপ্ত কি না, তা দেখবেন। মহিলা বন্দিদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় কি না, দেখবেন সেটাও। সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও মজবুত করার জন্য নির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে সব সংশোধনাগারে শিশুরা রয়েছে, সেখানে জেলার শিশু কল্যাণ কমিটির একজন মহিলা সদস্যকে ওই শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রেশ, স্কুল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

নির্যাতিতা মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ ও চিকিৎসার জন্য গড়ে তোলা হবে আরও দুটি ওয়ান স্টপ সেন্টার

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ নির্যাতিতা মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ ও চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার আরও দুটি ওয়ান স্টপ সেন্টার গড়ে তোলা হবে। বিধানসভায় আজ নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দফতরের বাজেট আলোচনার শেষে জবাবী ভাষণে বিভাগীয় মন্ত্রী শশী পাঁজা একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান শিলিগুড়ি ও কলকাতাতে এই কেন্দ্র দুটি তৈরি করা হবে। যার জন্য খরচ হবে পাঁচ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ভয়া তহবিলের আওতায় এই টাকা খরচ হওয়ার কথা। শশী পাঁজা বলেন, নারী ও শিশু কল্যাণ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দ কমছে। বরাদ্দ টাকার পুরোটা খরচ হচ্ছে না বলে তাঁর অভিযোগ। অন্যদিকে এই সব মানুষের সামাজিক কল্যাণে বরাদ্দ বহুগুণে বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। বার্ধক্য ভাতা খাতে রাজ্য সরকারের বাজেট ২৪ গুণ বেড়েছে বিধবা ভাতা বেড়েছে ৪০ গুন বেড়েছে। মানবিক প্রকল্পের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অর্থ সাহায্য ১৭ গুন বাজেট বেড়েছে বলে নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বারবার টাকা চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। নারী শিশু ও পিছিয়ে পড়া মানুষ কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

স্নেহের বন্ধন আবাসিক দের পাশে নিউ বারাকপুর থানা

নববারাকপুর,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ মানুষ মানুষের জন্য। জীবন জীবনের জন্য। একটু সহানুভূতি কি পেতে পারে না ও বন্ধু!শিল্পী ভূপেন হাজারিকার জনপ্রিয় গান আজ ও বাঙালির মনে দোলা দেয়। পুলিশ সমাজের বন্ধু।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউ বারাকপুর থানার উদ্যোগে পুরসভার স্নেহের বন্ধনের আবাসিকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রীতি পোষাক পরিধান করিয়ে দুপুরে মধ্যাহ্ন মটন বিরিয়ানি খাবার তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের মানবিক উদ্যোগে খুশি, আনন্দিত ও আপ্লুত শহরে স্নেহের বন্ধনের আবাসিকরা। নিউ বারাকপুর থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান আমরা সকলে যদি সবাই একটু একটু করে এগিয়ে আসি। মনে হয় সবাই মিলে কিছু করতে পারব সমাজের জন্য। অনেক সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। বাবা মায়ের আশীর্বাদ এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি সাহেবের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় নিউ বারাকপুরে স্নেহের বন্ধনে পুরুষ ও মহিলা আবাসিকদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রীতি পোষাক পরিয়ে দুপুরের মধ্যাহ্ন খাবার(বিরিয়ানি মটন) তুলে দেওয়া হল। পুলিশ আবাসিক দের একসাথে নিয়ে প্রীতিভোজ। মানসিক সম্প্রীতি। সমস্ত মহিলা মাতৃ শক্তি স্বরূপমাতৃ স্বরূপ মহিলাদের হাতে ভবতারিণী মায়ের প্রতিচ্ছবি দিয়ে বরণ করা হয়। এক মহিলা আবাসিকের চাহিদা মতো রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা বই তুলে দিলেন ওসি। একটা সুন্দর পরিবেশ।

খাবারের পর একটু গল্প আড্ডার মধ্যে দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত পুলিশ আবাসিক দের অতিবাহিত করে। খুব স্বল্প সময়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি সবাই মিলে। আগামী দিনে আবাসিক দের নিয়ে আরো কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান থানার ওসি। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন থানার ওসির নেতৃত্বে অভিনব উদ্যোগ এর আগে থানার অনেক ওসির সাথে কাজ করেছেন।

কারো মাথায় এটা আসে নি। অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান স্বপ্না বিশ্বাস সহ পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, রাজ্য নগর জীবিকা মিশনের সিটি ম্যানেজার ড. তপন কুমার জানা।

আরামবাগে অ্যাম্বুলেন্স চালকদের কর্মবিরতিতে চরম বিপাকে পড়েছে রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ অ্যাম্বুলেন্স চালকদের কর্মবিরতিতে চরম বিপাকে পড়েছেন গর্ভবতীরা। বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আরামবাগের ১০২ অ্যাম্বুলেন্স চালকরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। এর প্রভাবে প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুদের নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন পরিজনরা। জানা গিয়েছে, আরামবাগ মহকুমায় যে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স আছে তার প্রায় সবগুলোই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে ১০২ অ্যাম্বুলেন্সগুলি গ্রিন এমআরআই হেল্প সার্ভিস নামের একটি কোম্পানিকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছে।

চালকদের অভিযোগ, ওই বেসরকারি কোম্পানির পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্সগুলি ঠিকমত মেরামত করা হয় না। ফলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পরিষেবা দিতে গিয়ে তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অ্যাম্বুলেন্সের হর্ন, হুটার, উইল রেঞ্জ, এমনকি স্ট্রেচারও ঠিক নেই। চালকদের আরও অভিযোগ, অ্যাম্বুলেন্সগুলির ফিটনেস ঠিকঠাক নেই। তাঁরা ঠিক সময়ে বেতন পাননা বলেও অভিযোগ। তাই তাঁদের অ্যাম্বুলেন্সগুলি নিয়ে পরিষেবা দিতে চরম সমস্যায় পড়তে হয়, তেমনই সংসার চালাতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে দাবি। এইসমস্যার কথা বার বার ওই কোম্পানির মৌখিকভাবে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে চালকরা জানিয়েছেন। তাই বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন তাঁরা।আর তাতেই চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গর্ভবতী মহিলা থেকে শুরু করে অন্যান্য রোগীদের। রোগীর আত্মীয়রা জানান, অ্যাম্বুলেন্সে পরিষেবার জন্য ফোনে যোগাযোগ করা হলেও পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রিন এমআরআই হেল্প সার্ভিস কোম্পানির আধিকারিকরা বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তবে কবের মধ্যে এই সমস্যা মিটবে সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

জয়নগর থানার উদ্যোগে মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জাঁকজমক ভাবে থানা চত্বরে সরস্বতী পুজো এবং তাঁর পাশাপাশি এলাকার মেধাবী পড়ুয়াদের পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতন কাজ করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল।

তারই উদ্যোগে বুধবার রাতে জয়নগর থানায় সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এলাকার ২৫ জন মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।এদিন এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র

ঢালী,বারুইপুর অতীশ বিশ্বাস,বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, এস আই উত্তম ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক সহ আরো অনেকে। এদিন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন,এই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দশ বছর প্রতিনিধি আছি। এই প্রথম দেখলাম কোনো থানাতে সরস্বতী পুজো হচ্ছে ও তাঁর পাশাপাশি পড়ুয়াদের পাশে এগিয়ে এলো পুলিশ।ধন্যবাদ জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনকে এই ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য। বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন,মানবিক সরকারের মানবিক মুখ পুলিশ। তাদের এই ধরনের উদ্যোগে আসতে পেরে খুশি আমি। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী বলেন,আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি পুলিশ সামাজিক কাজে ও অংশ নেন। পড়ুয়াদের পাশে ও থাকে পুলিশ। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এই ভালো দিনে পড়ুয়াদের পাশে এগিয়ে এলো পুলিশ। এধরণের উদ্যোগ আগামীদিনেও নেওয়া হবে।

কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখায় ব্যাহত হয় ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় সকাল থেকে অনিয়মিত কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখায় ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল। আপ লাইনেও অনিয়মিত ট্রেন। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ডাউন কাটোয়া-হাওড়া ও কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল। ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বিপত্তি, ফের দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের। কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় সকাল থেকে অনিয়মিত কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখায় ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল। আপ লাইনেও অনিয়মিত ট্রেন। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ডাউন কাটোয়া-হাওড়া ও কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল। ৩৭৯১২ ডাউন হাওড়া লোকাল ৫.১৪ মিনিটে জিরাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা হলেও ৮.০০ টার পরও ও ছাড়েনি। এরপর থেকে ৩ জোড়া ট্রেন পরপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্টেশনে। জিরাটে স্টেশন মাস্টার জানান, ডাউন লাইন বন্ধ থাকার জন্য বৃহস্পতিবার সকালের দিকে কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন আপ লাইন দিয়ে

চালানো হয়েছে। ভোররাতে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে পড়ায় এই বিপত্তি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। তাই ডাউন লাইনে ট্রেন বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

তাঁরা অপেক্ষা করছেন কখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে। সকালের ট্রেনে কাটোয়া থেকে শেওড়াফুলি হাটে সবজি নিয়ে যান চাষিরা। কিন্তু, ট্রেনের সমস্যার কারণে তাঁরা যেতে পারেননি। এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, কুন্তিঘাটে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তা সারানোর কাজ চলছে। জানা গিয়েছে, কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফটি ছিঁড়ে যায়। এরফলেই বিপত্তির সূত্রপাত। কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখাতে ট্রেন চলাচল অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আপ লাইনেও দেখা যায় সমস্যা। একের পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীদের। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য চরম তৎপরতার সঙ্গে করা হয় কাজ। ট্রেনের এই সমস্যার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। এক নিত্যযাত্রী বলেন, প্রতিদিন ভেন্ডারে করে কাটোয়া থেকে শেওড়াফুলির হাটে যাই। কিন্তু, আজকের সমস্যার জন্য তা হয়নি। এভাবে ভোগান্তিতে পড়তে হবে ভাবিনি। একটা গোটা দিনের আয় নষ্ট হল। অন্যদিকে, অপর এক নিত্যযাত্রী বলেন, আজ অফিসে যাওয়ার তাড়াহুড়ো ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেন নিত্যদিনের মতো আমাদের ভরসার অন্যতম জায়গা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিভ্রাটে বিস্তর ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। দ্রুত রেলের তরফে এই সমস্যার সমাধানের জন্য পদক্ষেপ করা হোক, এই দাবি জানাচ্ছি। রেল সূত্রে খবর, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও সমস্যার মধ্যে না পড়তে হয় সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৭৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ ফাল্গুন ১৪

ডলার মাধ্যম থাকবে ?

আন্তর্জাতিক মাধ্যম হিসাবে ডলারের প্রাধান্য কমতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সবাই যে যার দেশের টাকা দিয়ে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম তৈরি করতে শুরু করেছে। ভারত এখন আর রাশিয়ার সঙ্গে ডলার দিয়ে কাজ করে না। ভারতের টাকা এবং রাশিয়ার রুবল দিয়ে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে উভয় দেশের টাকা দিয়ে। তার ফলে ডলারের মর্যাদা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। আগে বিশ্ব শেয়ার বাজারে ডলারের দাম ওঠানামার ওপরে নির্ভর করতো। ডলারকে মাধ্যম করে কেনাকাটা হতো আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে। সেই যুগ ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ ডলার এখন বলতে গেলে আর্থিক সংযোগের মাধ্যম হিসাবে থাকতে পারছে না। কোনও কোনও দেশ ডলারকে প্রাধান্য দেয় বটে। তার মধ্যে নেটো দেশগুলি রয়েছে। নেটো দেশগুলি এখনও ডলারকে তাদের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে বিশ্ব শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবহার করে চলেছে। তবে যেভাবে ক্রমশ আর্থিক লেনদেনের গতিপথ বদলাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে বিশ্বায়নের যুগে ডলারের দাম ক্রমশ পড়তে থাকবে। সংযুক্ত আরব আমির শাহি দেশের সঙ্গে ভারত এখন রুপিয়ার মাধ্যমে লেনদেন করার ওপরে জোর দিয়েছে। তার ফলে মার্কিন প্রভাব এখন ক্রমশ ইসলামিক দেশ থেকে কমতে শুরু করেছে। যদিও বিশ্ব ব্যাঙ্ক এখনও ডলারকে আর্থিক মাধ্যমের প্রধান হাতিয়ার তৈরি করে রেখে দিয়েছে। তবে আগামি দিনে দেখতে পাওয়া যাবে যে যে যার নিজেস্ব দেশের টাকার লেনদেনকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ডলার তখন প্রধান মাধ্যম হিসাবে থাকতে পারছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে নারাজ। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক নিবিড় থাকবে। সেখানে কোনও রকম রকম অসুবিধা দেখা দেবে না। ডলার দিয়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্র পরিমাপ করা না গেলেও ডলার কিন্তু বিশ্ব যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বজায় থাকবে। তবে বিশ্ব বাজারের ববসার উন্নতি করতে এখন নিজ নিজ দেশের টাকার মাধামে লেনদেনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার মানে এটা ঠিক নয় যে ডলার তার মূল্য হারাতে শুরু করেছে। ডলার দিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার পরিমান মাপতে থাকবে। আগামি দিনে ডলার লোপ পাবে বলে যারা ভাবতে শুরু করেছেন তারা কিন্তু ভুল পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছেন। এটা আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম থাকা উচিত। সেই মাধ্যম হচ্ছে ডলার। ডলারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আজও সারা বিশ্বে আমেরিকা ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং শিল্প জগতে আমেরিকার প্রভাব এখনও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রয়েছে। তার ফলে ডলারকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর সঙ্গে আমেরিকার কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বা অর্থনৈতিক প্রভাব জড়িত নয়। মার্কিন রাজনীতি এবং আর্থিকনীতি অন্য পথ ধরে চলে। সেখানে কারোর সঙ্গে কোনও রকম সংঘাত নেই। বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যন্ত মার্কিন ডলারকে আন্তর্জাতিক মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা আমেরিকার নিজস্ব কৌশল নয়। ডলারকে আন্তজার্তিক আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি বিশাল মাধ্যম বলা যেতে পারে। বিশ্বের সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি এই লেনদেনের উপরে নির্ভর করে থাকে। বিশ্বের সমস্ত স্তরের শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসা এখনও ডলারের ওপরে নির্ভরশীল। যদিও কোনও কোনও দেশ তাদের টাকার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তবুও বলা যেতে পারে ডলারকে পরাস্ত করাটা সহজ হবে না। তবে ভারত এখন ডলারের ওপরে নির্ভর না করে নিজস্ব টাকার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

যুদ্ধ সত্যিই থামছে না

জ্বালানি বা পেট্রো পণ্যের ওপরে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। । আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন, চিন, ভারত, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্সের বৈঠক হওয়া খুবই প্রয়োজন। । সবাই যদি এক জোট হয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে প্রেডিন্টে পুতিনকে অনুরোধ করে তাহলে বিষয়টা নিস্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে সবাই শুরু করে দিয়েছে। মরছে ইউক্রেনের বাসিন্দারা। তারা কোনও অপরাধ করেনি। তারা শরনার্থী হয়ে বসবাস করছে এই ঠাণ্ডার মধ্যে। ইতিমধ্যে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। ইসরায়েলও বলেছিল তারা মধ্যস্থতা করতে পারে যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে। কিন্তু ইসরায়েলের কথায় কর্ণপাত করেননি পুতিন। পুতিনের শিষ্যরা বলতে শুরু করে দিয়েছিল ইসরায়েল যদি মধ্যস্থতা করে তাহলে আমেরিকার হাত শক্তিশালী হবে। সেই কারণে ইসরায়েলের কথাকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছিলেন পুতিন। এদিকে আবার ইসরায়েল যদ্ধে জুড়য়ে পড়েছে। হামাস সহ ইসলামিক দেশগুলির বিরুদ্ধে ইসরায়েল একাই লড়াই করছে। ইউক্রেন এবং ইজরায়েল যুদ্ধ চলছে। চিন চাইছে যুদ্ধ চলুক। আমেরিকার শক্তি ক্ষয় হোক। আমেরিকার যত শক্তি ক্ষয় হবে ততই চিনের লাভ। রাশিয়ার লাভ। চিন রাশিয়া এখন তাদের লাভের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইউক্রন এবং ইসরায়েল পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি বেশ উদ্বিগ্ন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

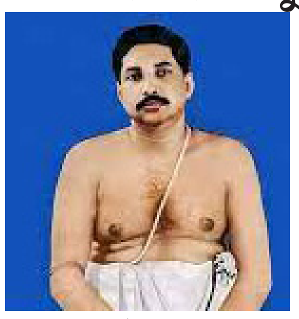

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না।

সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। সেই শক্তিকে ধারন করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

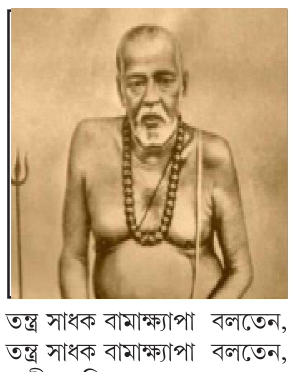

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই

বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে। জাগতিক শক্তি উৎস হচ্ছে মা। মা তার সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মনে সাহস প্রদান করেন। ভক্তি দান করে থাকেন। ভক্তি, শক্তি, সাহস দিয়ে জীবনকে স্ব.ংস্পূর্ণ করতে হবে। তবেই নিজেকে মহান করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২০৩ তম জন্মদিনে ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে স্মরণ করাটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য

রবীন্দ্র কুমার শীল

রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) বাংলার নব জাগরণের প্রথম পথিকৃত বলা হয়ে থাকে। রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দান করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০-১৮৯১)। রাজা রামমোহন রায় যেখানে তাঁর কাজ সমাপ্ত করেন সেখান থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজের আরম্ভ। রাজা রামমোহন রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে সতীদাহ প্রথা রোধ করেছিলেন। কিন্তু তারপরে বিধবাদের মুক্তির উপায় বের করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে যে রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। রাজা রামমোহন রায় বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করা নিয়ে একবার চিন্তা করেননি বটে। তিনি এ ব্যাপারের দিকটার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি বা সময় পাননি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সতীহাহ প্রথাকে আগে রোধ করতে হবে। সতীদাহ প্রথা রোধ করার পর ঘরের মধ্যে যে সব বাল্য বিধবা মহল তৈরি হল তাদের মুক্তি উপায় কি হবে? সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা আইন করে রোধ করা যাবে না সেটা জানতেন। সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইংরেজ সরকার চাইছিল আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হবে। নাহলে কিন্তু সতীদাহ প্রথা সমাজ থেকে বিতারিত হতে সময় নেবে। সেই কারণে ইংরেজ সরকার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন তৈরি হল। কিন্তু রক্ষণশীলপন্থীরা ইংল্যাণ্ডে পিভি কাউন্সিলে আবেদন করে সতীদাহ প্রথা চালু রাখার পক্ষে সাওয়াল করলে বাধ্য হয়ে রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে যেতে হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে সতীদাহ প্রথাকে একেবারে রোধ করে দেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা তো রোধ হল। ঘরের বিধবারা এখন কী করবে? তারাদের মুক্তির উপায় কি? সেই পথটা খুঁজে বের করতে বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত হলেন। বলা হয়ে থাকে রাজা রামমোহন রায় তাঁর কাজ সমাপ্ত করে যাওয়ার পর যে কাজগুলি পড়ে ছিল সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি বিধবা বিবাহ আইন তৈরি করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করালেন। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। জানা যায় তাঁকে সেই সময়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসন তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়। পরে দুই বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল। এঁদের মাঝখানে যিনি উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাংলার নবজাগরণের সময়ে জ্ঞান চর্চার পথটাকে খুলে দিয়েছিলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এবছর তাঁর ২০৩ তম জন্মদিন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাঙালিরা একেবারে ভুলে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর নাম একেবারে জানে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও প্রকাশ হয়নি বলে সকলেই আক্ষেপ করে থাকেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর নামে একটি ভবন তৈরি করেছে। এটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন ভারততত্ত্ববিদ, পুরাতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার পুরোধা পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইতে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে লিখেছেন-' রাজেন্দ্রলাল সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। এ পর্যন্ত বাংলা দেশে বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের সাথে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।' রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাই চেনার উপযুক্ত পরিধি হলেও তিনি আর বেশি বিস্তৃত এবং ব্যাপক। ১৮২২ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি উত্তর চবিশ পরগনার শুড়া এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা জনমেজয় মিত্রের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু তিনি ব্রজবুলি এবং উর্দু ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন। রাজেন্দ্রলালের পড়াশুনা শুরু হয়েছিল গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ফ্রি স্কুলে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে তিনি ১৮৪১ সালে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেন। তারপরে তিনি আইন পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি আইনজীবীও হলেন না। মনোনিবেশ করলেন ভাষাশিক্ষায়। ফরাসি এবং জার্মান ভাষা শিখতে শুরু করলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি এশিয়াটিক

সোসাইটির সহকারী সম্পাদক এবং গ্রন্থগারিক নিযুক্ত হন। এবং আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তার ফলে তিনি সহ সম্পাদকের পদটি থেকে সরে গিয়েছিলেন। তবে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাননি। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সমকালীন বহু ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন ইউরোপের মণ্ডিত মহলে যত বেশি পরিচিতি লাভ করেছিলেন বাংলার পণ্ডিত সমাজে তিনি ততখানি পরিচিতি লাভ করতে পারেননি। তাঁকে মূল্যায়ন করতে পারেনি বাংলার পণ্ডিত সমাজ। তাঁর ফলে আজকে তাঁর ২০৩ জন্মদিনে কোনও সভা অনুষ্ঠিত করতে প্রায় কারোরেই আগ্রহ দেখা যায় না। তবে এশিয়াটিক সোসাইটি ১৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪ সালের এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে তাঁর নামাঙ্কিতত ভবনে। সেখানে বক্তব্য রাখতে উপস্থিত থাকছেন অধ্যাপক ডক্টর রামকুমার মুখোপাধ্যায়। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে সত্যব্রত চক্রবর্তী এবং সভাপতি স্বপন প্রমাণিক যতদিন রয়েছেন ততদিন এই সব বিস্মৃত পণ্ডিতদের নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ থাকবে। তারপরে কী হবে তা এখনই বলা খুবই মুশকিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক খননকার্য। একের পর এক শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, প্রাচীন স্থাপত্য, মুদ্রা আবিস্কার হচ্ছে এবং অক্লান্তভাবে সেই সব বিষয়ের পাঠোদ্ধার কাজ শুরু করে দিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি অন্ধকার পথ ধরে আলোর পথ খুঁজে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ইন দ্য ফিল্ড (অব ইণ্ডিয়া আর্কিওলজি)..আই অ্যাম হাম্বল লেবাবার।' প্রবন্ধকার অলোক রায় বলেছেন, 'রাজেন্দ্রলাল একক প্রয়াস-প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রস্তুত করে দেয়। তাঁর অনেক মতামত পরবর্তীকালে গৃহীত হয়নি সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার পূর্ববর্তী মতামতের সত্যতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই চিরকাল অগ্রসর হয়েছে।.. রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী মন, তথ্যনির্ভরতা, যুক্তিপারম্পর্য, সত্যনিষ্ঠা এ-যুগেও ঐতিহাসিকদের শ্লাঘার বস্তু।' ১৮৫১ সালে তিনি ভার্নাকুলার লিটারেটর সোসাইটির সভ্য হন। তারই অর্থানুকুল্যে নিজস্ব সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি সেই সময়ে আর একটি ঐতিহাসিক কাজ করলেন। একজন মুলসমান চিত্রকরকে রাজপুতানার মানচিত্র আঁকার বরাত দিলেন। তাপরে তিনি বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ভারতের সভ্যতার আদির সন্ধান করতে গেলে নেপালে খনন কার্য করতে হবে। সেখান থেকে প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করে তার পাঠোদ্ধরা করা খুবই প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি নেপালের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৮৬২ সালে 'ভার্নাকুলার লিটারেটর' এবং 'স্কুল বুক সোসাইটি' একত্রিত হয়। তারপরের বছর রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটিতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা প্রকাশিত করতে থাকেন। গ্রন্থাগার, আগ্নেয়গিরি, মিশরের পিরামিড, বৌদ্ধদের মঠ, ভূতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ হতে থাকলো। তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে শব্দের রূপ এবং ধ্বনির পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করছেন। বাঙালিকে তিনি চিঠি লেখাও শিখেয়েছেন। তিনি 'পত্রকৌমুদী' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় আইনী চিঠি লেখার পদ্ধতি তিনি বাঙালিদের শিখে গিয়েছেন। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমান ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগী আছে; কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই।' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পথকে অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব লিখিত চিঠিপত্রগুলিকে নিয়ে বই তৈরি করেন। চিঠিপত্র সাহিত্য সম্ভার হতে পারে তারই পথটা তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৮০ সালে বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সারস্বত সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে বিদ্যাসাগরকে সেখানকার সভাপতি হতে অনুরোধ করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে-' আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো।' ফলে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সভাপতি করা হলো। কবি দীনবন্ধু মিত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবদ্দশাতেই তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখে ফেললেন-'বিজেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান আধার, বিলাত পর্যন্ত খ্যাতি বিস্তার, ভূতপূর্ব -বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়..''। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় এই সংস্থা থেকে ১৩টি সংস্কৃত এবং ২১টি ইংরেজি বই প্রকাশিত করে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,-'যে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল এক সময়ে সামান্য বেতনে কৰ্ম্মজীবন শুরু করেন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও যোগ্যতাবলে কালক্রমে সেই বিদ্বৎসভার সভাপতির পদ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙালীই এই উচ্চ সম্মানে অধিকারী হন নাই।' মেডিকেল কলেজে ছাত্র এবং আইন কলেজে ভর্তি হয়েও তিনি সে সব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এই সব পড়াশুনা ত্যাগ করে ভারতীয় ভাষা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক নিদর্শনের চর্চার কাজে ব্যস্ত থাকাতে মহান কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। তার পথটা তৈরি করে গিয়েছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্সের অনুসরণকারী ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। সারা জীবন ধরতে তিনি স্যার উইলিয়াম জোন্সের (১৭৪৬-১৭৯৪) পথকে নিজের চলার পথ বলে গ্রহণ করেন।

মাছভক্ত বাঙালি দেখে বিশ্ব বাসিন্দারা এখন প্রায় মাংস ত্যাগ করে 'ফিস লাভার'-এ পরিণত হয়েছে

বাঙালিরা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে গিয়ে অবস্থান করুক না কেন মাছ তাদের দরকার। বাঙালিদের মাছ খাওয়া দেখে আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে শুরু করে জার্মান এবং ফ্রান্স সহ সারা ইউরোপ এখন বলতে গেলে মৎস্য প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন কৌটা করে স্টেশনারী দোকানে মাছ বিক্রি হয়। ভাজা মাছ থেকে শুরু করে কাঁচা মাছও। প্যাকেটে করে চিংড়ি ইলিশ মাছও বিক্রয় বিদেশে। রান্না করা মাছের প্যাকেট খেতে খেতে গাড়ি চালায় কেউ কেউ। বাঙালিরা মৎস্য প্রীতি হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে বাংলায় বহু নদনদী প্রবাহিত যা অন্য কোনও রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তার ওপরে বাংলায় গরমকালে বাঙালিদের মৎস্যমুখী হয়েছে। বাংলার চেয়ে আরও বেশি গরম পড়ে অন্য রাজ্যে। কিন্তু তারা সেখানে নিরামিষ খেয়ে গরম কাল কাটায়। কিন্তু বাঙালিরা তা পারে না। গরমকালে মাছ চাই। নাহলে মনে ভরে না। মাছ ভাজা থেকে শুরু করে মাছের ঝাল, মাছের অম্বল সবই চাই বাঙালিদের। বাঙালির উৎসবে মাছ না থাকলে সবার মন একেবারে বেজায় অখুশি হতে থাকে। বাঙালিরা কোথাও বেড়াতে গেলে থলি হাতে বাজারে গেলেই আগে মাছের সন্ধান করে। মাছ না থাকলে মাংসের কদর হয় না বাঙালিদের কাছে। মাংসের চেয়ে এক টুকরো মাছ বাঙালিদের মনকে একেবারে জুড়িয়ে দিতে পারে। বাংলার নদীতে এক সময়ে নানা রকমের মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু নদী নালাকে বুঁজিয়ে যেভাবে বড় বড় বহুতল বাড়ি হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বাঙালিরা এখন একেবারে দিশাহারা। চাষযোগ্য জমিতে এখন বাড়ি হতে শুরু করেছে। বাংলার বহু নদী হারিয়ে গিয়েছে। সরস্বতী নদীকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। গঙ্গার ইলিশ একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন বাজারে যেসব মাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা চালানি মাছ। সেই সব মাছের কোনও স্বাদ নেই। বাংলার নদনদীদতে যে মাছগুলি ছিল তার স্বাদই আলাদা রকমের। এই সব মাছ রান্না করলে তার সুস্বাদু গন্ধতে পাড়ার লোক টের পেয়ে যেত যে মাছ রান্না হচ্ছে। আর চালানি মাছ রান্না করলে তার থেকে কোনও রকম গন্ধ আশা করা যায় না। বরফে ঢাকা দিয়ে দূর রাজ্য থেকে নিয়ে আসা হয়। বিশেষ করে মাদ্রাজি মাছ এখন বাজার ছেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে দেশি মাছ নেই বলতে গেলে চলে। আগে কাতলা রুই কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠত নদ নদীতে। সেই সব মাছের স্বাদ এবং গন্ধ মনকে ভরিয়ে দিত। কিন্তু আজকে চালানি মাছের কোনও স্বাদ নেই। নেই তার কোনও সুস্বাদু গন্ধ। বাংলার নিজস্ব বহু মাছের দর্শন এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। বাজারে দেশি কই মাছ কোথায়? যেসব কই মাছ দেখতে পাওয়া যায় তা হাইব্রিড কই। মোটা কই। কিন্তু সেই ছোট আকারে কই বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না। একেবারে হারিয়ে যেতে বলেছে সেই সব দেশি জাতের কই। বর্ষাকালে বাড়ির উঠানে পাশের ধান ক্ষেত থেকে কই ঘরের মধ্যে এসে লাফিয়ে পড়তো। সেই সব দিনের কথা এখন তো রূপকথায় পরিণত হয়েছে। মৎস্যজীবী বাঙালিরা এখন বাধ্য হয়ে মাংসভোজীতে পরিণত হচ্ছে। মুরগীর মাংস। তাও আবার পোলট্রি। দেশি মুরগী পাওয়া গেলেও তার দাম বলতে গেলে পোলট্রি মুরগীর চেয়ে দাম দ্বিগুণ। তাই বাঙালিরা অল্প দামের পোলট্রি মুরগী খাওয়া শুরু করেছে। তাতে কি বাঙালিদের মন ভরে? মাছের বদলে

বাঙলিরা এখন পোলট্রি মুরগীর ভক্ত হলেও মন বিষন্ন। যতদিন যাচ্ছে দেশি মাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। সামুদ্রিক মাছ বাজারে আসছে বটে। কিন্তু সেই সব সামুদ্রিক মাছ খেয়ে বাঙালিদের মন ভরাতে হয়। বাঙালিরা নদীর মাছ খুবই পচ্ছন্দ করে। তার স্বাদ বলতে গেলে একেবারে অতুলনীয়। সমুদ্রের মাছের চেয়ে নদীর মাছের স্বাদ খুবই মধুর। সেই কারণে বহু বাঙালির পরিবার নদীর মাছ খেতে খুবই পচ্ছন্দ করে। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে থাকতেন তিনি তখন রোজ মাছ খেতেন। ভাজা মাছ, ঝেলের মাছ থেকে শুরু করে আম দিয়ে চুনো মাছের টকও খেতে খুবই ভলোবাসতেন। পদ্মার ইলিশ তাঁর প্রিয় মাছ ছিল। তিনি বর্ষাকালে পদ্মায় থাকার সময়ে সেখানকার ইলিশের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। মাছ না হলে কবিগুরুর চলতো না। তিনি মাংসের ভক্ত ছিলেন না। তিনি প্রায় সময়ে মাছ খেতে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। লেখক শঙ্কর (মণি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়) মুখোপাধ্যায় নববর্ষার প্রাক্কালে বাঙালিদের মৎস্য প্রীতির কথা না বলে থাকতে পারেন না। তিনি বলেছেন মাছ থেকে মেছুয়া বাজার কথাটা এসেছে। আগে কলকাতায় বহু মাছের বাজার ছিল। বৈঠকখানা বাজার থেকে শুরু করে মেছুয়া বাজারে মাছ বিক্রি হতো। শিয়ালদহ বাজারে রেলগাড়ি করে মাছ আসতো খুব ভোরে। সেই সব মাছ ভোর বেলাতেই বিক্রি হয়ে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতো। ঘুম থেকে উঠেই বাঙালি বাবুরা হাতে থলি নিয়ে মাছ কিনতে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতেন। বহু ইংরেজি সাহেব মাছ খাওয়া খুবই পচ্ছন্দ করতো। জব চার্নক কলকাতায় থাকার সময়ে ভাত মাছ খেতেন। বাংলার ছোট লাট থেকে শুরু করে বড় লাটরা পর্যন্ত মাছের তারিফ করে গিয়েছেন। বাঙালিরা কেন মাছকে প্রিয় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলো তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বহুজন বলেছেন, মাছ খেতে বাঙালির কোনও অসুবিধা হয় না। বহু বাঙালি পরিবারদের নিজস্ব ছোট পুকুর ছিল। সেই সব পুকুরে মাছ থাকতো। সকাল বেলায় জাল ফেলে মাছ ধরে বাড়ির গিন্নির হাতে তুলে দেওয়া হতো। বাড়ির কর্তা ফেরার পথে বাজার থেকে সবজি কিনে ঘরে ফিরতো। মাছ কিনতে তখন বড় একটা কাউকে বাজারে যেত না। তবে যাদের পুকুর ছিল না। তারা বাজার থেকে মাছ কিনতো। এখন বিশ্বের নাগরিকেরা মাংসের বদলের মাছ কিনতে শুরু করে দিয়েছে। ফিস লাভার হচ্ছে

উদার হিন্দু ধর্ম প্রসারিত আরবের আবু ধাবিতে

াকুর রামকৃষ্ণদেব বলে গিয়েছিলেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের কোনও ভাগ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ একই কথা বলতেন। আর আজকে ভারতের প্রধামন্ত্রী আবু ধাবিতে দাঁড়িয়ে সেই কথাই উচ্চারণ করলেন। সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে গিয়ে উপস্থিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেখানে আবু ধাবিতে বিএপিএস-এর উদ্যোগে তৈরি একটি মন্দিরের উদ্বোধন করলেন। সমগ্র ইসলামিক দেশগুলির দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি বার্তা দিলেন যে ধমনিরপেক্ষতা হচ্ছে ভারতের লক্ষ্য। আজকে সেই লক্ষ্যকে সফল করতে সংযুক্ত আরব আমির শাহি ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আজকে আবু ধাবিত হিন্দুদের কাছে একটি পবিত্রস্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করলো। বিশ্বের সমস্ত হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল আবু ধাবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সে দেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেন। প্রধানমন্ত্রী সফর কালে বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতম বাড়ি বুর্জ খলিফা ভারতের তেরঙ্গা সাজে সজ্জিত হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি দিকে লক্ষ্য রেখে এবারে দুই দেশ সামনের দিকে প্রসারিত হতে থাকবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পিপিআইয়ের রাজ্যসভার সাংসদ বিনয় বিশ্বম অবশ্য সমাজ মাধ্যমকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে একটি ইসলামিক দেশ সেখানে হিন্দু মন্দির স্থাপন করে ভারতের প্রধামন্ত্রীকে উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আর ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে চারশো বছরের বেশি প্রাচীন মসজিদ ভেঙে ফেলে সেখানে তৈরি করা হল মন্দির। তার উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি দলের নেতা এর উত্তরে বলেছিলেন, ইতিহাস পড়ুন। কেন বাবরি মসজিদে মন্দির তৈরি করা হল তা সকলের জানা উচিত। আজকে জ্ঞানবাপীতে মন্দির তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অতীতের ইতিহাস। অতীতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেই সময়কার ইসলামিক রাজারা ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না। তাদের রাজত্ব কালে ভারতের বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। বাদ পড়েনি বৌদ্ধ মন্দির। তারা উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করে ফেলেছে তালিবানরা। সেই সময়ে কোনও প্রতিবাদ হয়নি কেন? সবাই তখন চুপ করে ছিলেন কেন? আজকে বাবরি মসদিজ ভেঙে ফেলে মন্দির তৈরি করতেই সবাই চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমির শাহি প্রেসিডেন্ট তো এ ব্যাপারে কোনও প্রতিবাদ করেননি। তিনি আসল সত্যটা জানতেন। আসল সত্যটা হল যে বাবরি মসজিদ তৈরি হওয়ার আগে সেখানে হিন্দুদের রাম মন্দির ছিল। কাশীতে বহু মন্দির ছিল। সেই সব মন্দিরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। সেই ইতিহাস খুঁজে পড়লে এর উত্তর পাওয়া সম্ভব। আজকে হিন্দু ধর্ম সত্যিকারে একটি উদার ধর্ম। যে ধর্মের তলার সব ধর্ম আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। হিন্দু ধর্ম তো কোনও সময়ে বলেনি ইসলাম ধর্ম অচ্ছ্যুত। হিন্দু ধর্ম তো কোনও সময়ে বলেনি বৌদ্ধ ধর্ম অচ্ছ্যুত। ভারত বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করেছে। অশোক স্তম্ভ এবং অশোক চক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান লাভ করেছে। সেখানে কোনও হিন্দুদের নিশান নেই। সেই কারণে বলা উচিত যে হিন্দু ধর্ম উদার। এটাকে স্বীকার করতে বহু লোকের কষ্ট হয় সেটা বোঝা যেতে পারে। আসলে ধর্ম হচ্ছে সবার জন্য। ধর্ম কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় সেটাই প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করে দিলেন।

বিশ্ববাংলার ঐতিহ্য ঃ শতবর্ষে সরস্বতী মন্দির

হাওড়ার পঞ্চাননতলা উমেশচন্দ্র দাস লেনের প্রাচীন সরস্বতী মন্দিরটি নির্মাণ হয়েছিল ১৯২৩ সালে। গত বছর শতবর্ষে পদার্পণ করে। চার ফুট দীর্ঘ সরস্বতী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরস্বতীর দেবীর নিত্য পুজা হয়ে থাকে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি পুরসভায় আয়ত্ত্বাধীন হাতাবাড়ি মৌজায় সরস্বতী তলা অবস্থান। দারুয়া মৌজার কৃষ্ণ প্রসাদ মাইতি নামে এক জমিদার হাতাবাড়িতে ছিলেন। সেখানেই তিনি মাটির তৈরি একটি সরস্বতী মন্দির তৈরি করেন। এই মন্দিরে নিত্য পুজো হতো। প্রতি বছর মেলা বসতো। 'সারদামঙ্গল' থেকে গান পরিবেশন করা হতো। ১৯৪০ সালে কাঁথির সিভিল বার অ্যাসোসিয়েশন হাতে এই মন্দিরের দায়ত্ব এসে পড়ে। ১৯৪২ সালে সাইক্লোনে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরে ১৯৪২ সালের বন্যায় মন্দিরের কাগজপত্র নষ্ট হয়। ১৯৮৬ সালে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মণীন্দ্রনাথ বিশুই রাজস্থানের পুস্কর থেকে শ্বেত পাথর আনিয়ে দৈবী মূর্তি নির্মাণ করেন। বেদীর সমানে রয়েছে সরস্বতী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ। কৃষ্ণ প্রসাদ মাইতির সময়ে আদি প্রথা মেনে পুজোর দিন উপস্থিত হতো সাধু জানা পুকুরে' সেখানকার জল এনে মন্দির ধোঁয়া হতো। তাপররে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হতো।

৮ মিলিমিটার দেবী সরস্বতীর মূর্তি তৈরির শিল্পীকে সংবর্ধনা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে এসেছেন নবদ্বীপের শিল্পী গৌতম সাহা। তিনি তার নিপুন শিল্পকলায় বিভিন্ন সময়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব - দেবী ও মনিষীর মনিষীদের মূর্তি, কখনো চালের ওপর, কখনো ডালের ওপর তো কখনো দেশলাইকাঠির ওপর। আর সরস্বতী পুজোর প্রাকমুহূর্তে তিনি তৈরী করেছিলেন আট মিলিমিটারের দেবী সরস্বতীর মূর্তি। একটি ৬ সেন্টিমিটারের কাঠপেন্সিলের ওপর মাটি, রং দিয়ে যা তৈরী করেছিলেন। আর তার এই সৃষ্টির কথা সামনে এসেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। সংবাদ মাধ্যমে খবর সম্প্রচারিত হওয়ায় তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছে নবদ্বীপ শহরের গানতলা এলাকার ইয়াং স্টাফের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার তারা তাদের পুজো মন্ডপেই শিল্পী গৌতম সাহাকে সংবর্ধনা জানান। ইয়াং স্টাফের তরফে জানায় এবছর তাদের সরস্বতী পুজো পা দিলো তিরিশ (৩০) তম বর্ষে। এবারের থিম বাগদেবীর রথ বাগদেবী বিদ্যার দেবী। বিদ্যা যেমন জীবনের চাকা অর্থাৎ শিক্ষার বুনিয়াদ। জীবনকে ঠিকপথে চালনা করে , ঠিক তেমন চাকা রথকে চালনা করতে সাহায্য করে, রথ এগিয়ে যায়। সেইরকম আমাদের জীবন ও চাকার মাধ্যমে এগিয়ে যায়। এটাই ভাবনা এবারের। তারা আরও জানায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে শিল্পী গৌতম সাহার এই সৃষ্টির কথা জানতে পারি ও আমরা সকলে তাকে তার এ হেন ব্যাতিক্রমী ও দৃষ্টিনন্দন মূলক শিল্পকলার জন্য সংবর্ধনা দেবার কথা ভাবি, পাশাপাশি আমরা তার এই আট মিলিমিটারের দেবী সরস্বতীর মূর্তি আমরা আমাদের পুজো মন্ডপে রাখার ব্যাবস্থাও করেছি, যাতে আমাদের এই পুজো মন্ডপে আগত সকলেই তার এই সৃষ্টি দেখতে ও জানতে পারে। আমরা চাই আগামী দিনে তিনি আরও নতুন নতুন কিছু সৃষ্টি করে নবদ্বীপের নাম বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিক। পুজো কমিটির তরফে সংবর্ধনা পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে শিল্পী গৌতম সাহা জানান ইয়াং স্টাফের তরফে আমাকে সম্মান জানানো হলো এতে আমি আনন্দিত ও আগামীদিনে আরও কিছু করার উৎসাহ পেলাম, পাশাপাশি তিনি আয়োজক পুজো কমিটি শিল্প কলাকে তুলে ধরার যে প্রচেষ্ঠা করেছে তারও ভুয়সী প্রশংসা করেন।

খাঁচায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার ফালাকাটার দলগাঁও চা বাগানের ফোর টু নম্বর সেকশনে পাতা খাঁচায় চিতাবাঘটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা। আপাতত ওই চিতাবাঘটিকে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখা হবে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে এলাকাবাসী। তবে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটি সেই মানুষখেকো কিনা, তা নিয়ে সংশয়ে বাসিন্দারা। একইসঙ্গে বন দপ্তরের তরফে টহলদারিরও দাবি জানান তাঁরা।

পিস্তল সহ গ্রেফতার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে দেশি পিস্তল সহ গ্রেফতার হল এক যুবক। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার সন্ধ্যায় বাগরাকোর্ট বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। সেখানে সন্দেহজনক এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার কথায় অসঙ্গতি মেলে। এরপর তল্লাশি চালাতেই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় এক রাউন্ড কার্তুজ ও দেশি পিস্তল। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হয় যুবককে। ধৃতের নাম রাজকুমার পাসওয়ান (২০)। টিকিয়াপাড়ার মাতঙ্গিনী কলোনির বাসিন্দা। ধৃত যুবককে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Road under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: **24/02/24 up to 5.00 P.M.** Tender ID No. **2024_ZPHD_665364_1 to 04. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

পুরোনো স্টীল গার্ডার ব্রিজ এবং স্টাফ কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./০৭ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০৯-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে পুরোনো স্টীল গার্ডার ব্রীজ নং. ১১৭ আপ এর প্রতিস্থাপন এবং সুরক্ষা কাজের মেরামত ও ফ্লোর, এপ্রন স্টেপস আদির মেরামত। **টেণ্ডার রাশিঃ ২,৭৩,৬৫,৭১৭.৪৯/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ২,৮৬,৮০০/-** টাকা। **টেণ্ডার নং. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কিশানগঞ্জে- এসএসই/ওয়ার্কস/কিশানগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীন টাইপ-II (১৮ ইউনিট) স্টাফ কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপন (টাইপ-II ০৮ ইউনিট)। **টেণ্ডার রাশিঃ ১,৬৭,৮৩,৪৯৫.৩০/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ২,৩৩,৯০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ০৭-০৩-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা হবে ০৭-০৩-২০২৪** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৩-২০২৪ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রাইমার অটো ফিন্সাস লিমিটেড
CIN: L65921WB1990PLC048885
রেজি অফিস ঃ ১৪ ফ্লোর, সুইট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা -৭০০০৭১
ফোনঃ + ৯১-২২-৬৬৩০১১৫৬, ই-মেলঃ **abhishek@pafl.in**, ওয়েবসাইটঃ **www.pafl.in**

অনিরীক্ষিত নির্যাস জন্য স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং ৯ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১৭৮৫৬.২২	১২০৬১.৯২	৩৮৯৪৪.৪২	৪৩৩৫৩.৬৬
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭৫২৪.২৩	১১২৬০.১০	১৯২৫২.৯২	-১২৭৮.২৪
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে (ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭৫২৪.২৩	১১২৬০.১০	১৯২৫২.৯২	-১২৭৮.২৪
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (ব্যতিক্রমী পরে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৫৫০৩.৯৮	১১৩১১.৪২	১৪০২৮.১০	-২৭৫৪.৮২
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত সময়ের জন্য (ক্ষতি) (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (পরে ট্যাক্স)]	৫৫০৩.৯৮	১১৩১১.৪২	১৪০২৮.১০	-২৭৫৪.৮২
৬.	অপরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা)	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) মূল ও মিশ্র	১.০৮	২.২৩	২.৭৬	-০.৫৪

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ড দ্বারা ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালকরা।
২. উপরোক্তটি আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া মাসটি রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে CSE লিমিটেডের কাছে দায়ের করা হয়েছে সেবি (LODR) রেগুলেশনস, ২০১৫. উল্লিখিত ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসে পাওয়া যাচ্ছে স্টক বিনিময় ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafl.in-এ।

প্রাইমার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেডের পক্ষে,
ভানা রাম গুপ্তা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 00798945

তারিখ ঃ ১৬.০২.২০২৪
স্থান ঃ মুম্বই

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেড
CIN: L17232 WB 1981 PLC 034372
রেজি অফিস ঃ ৪০বি, থার্ড ফ্লোর প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৭২
ই-মেলঃ **skjpl1981@gmail.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.skjpl.in**
ফোনঃ + ৯১ ৯০৭৩৯৬৫৫০৩
স্বতন্ত্র অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্টেটমেন্টের নির্যাস ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য

পার্ট ১ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষের ৩১.১২.২২ (অনিরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	০.০০	০.০০	০.০০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / ক্ষতি) ট্যাক্স, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	-০.৮৮	-০.৮৮	-০.১০
৩.	আগের সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) কর (অসাধারণ এবং/ বা পরে অসাধারণ আইটেম)	-০.৮৮	-০.৮৮	-০.১০
৪.	পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) কর (অসাধারণ এবং/ বা পরে অসাধারণ আইটেম)	**-০.৮৮**	**-০.৮৮**	**-০.১০**
৫.	মোট ব্যাপক আয়ন্ত্সময়কাল [এর জন্য লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত সময়কাল (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে আগের বছরের	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা)			
	১. মূল	(০.৩৬)	(০.৩৬)	(০.০৪)
	২. মিশ্র	(০.৩৬)	(০.৩৬)	(০.০৪)

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরেরটি স্টকের সাথে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস SEBI (লিস্টিং এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে এক্সচেঞ্জ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
২. অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নিট লাভ/ ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোন প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেমের উপর প্রভাব প্রকাশ করা হবে পাদটীকা।
৩. # ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে Ind-AS নিয়ম / AS নিয়মের সাথে, যেটি প্রযোজ্য।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
নাম ঃ সুরজ কুমার ঝা
পোস্ট ঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 10197854

তারিখঃ ১৪.০২.২০২৪

মোথাবাড়িতে যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার, ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ি থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ভুট্টাখেত থেকে মিলল এক যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ। কুপিয়ে খুন করার আগে যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অনুমান করছেন পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরাও। বৃহস্পতিবার দেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালদার মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনা ঘিরে আরও একবার নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধর্ষণ করে খুন কি না, তা জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় পুলিশ। বৃহস্পতিবার মোথাবাড়ি থানার একটি গ্রামে ভুট্টাখেত থেকে উদ্ধার হয় বছর পঁচিশের এক যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ। শরীরের নীচের অংশ ছিল সম্পূর্ণ অনাবৃত। সারা শরীর ধারালো অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। এমনকি গোপনাঙ্গেও আঘাত রয়েছে। তিনি বিবাহিত। তবে স্বামীর সঙ্গে থাকতেন না। তাঁর কোনও সন্তান নেই। এ দিন স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জমিতে ওই যুবতীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। নিহত যুবতীর বাবা পেশায় কৃষিশ্রমিক। নিতান্ত গরিব পরিবার। তার বোন আর দুই ভাইয়ের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর মা বলেন, গতকাল গ্রামে ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হয়েছে। বিকেলে পুজো মণ্ডপে সবাই গানের সঙ্গে নাচছিল। আমার মেয়েটাও সেখানে খুব আনন্দ করছিল। সন্ধ্যের সময় ও আমার এক নাতনিকে বলে যায়, বাথরুম যাচ্ছে। তারপর থেকেই ওর কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। মৃতার মায়ের কথায়, রাতে আমার ছেলে খিচুড়ি রান্নার জন্য দিদির খোঁজ করে। কিন্তু তখনও খোঁজ মেলেনি তার। তখন থেকেই আমরা ওকে খুঁজতে শুরু করি। সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও ওর হদিশ মেলেনি। আজ সকালে ওর দেহ উদ্ধার হয়েছে। আমরা ক'বছর আগে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু জামাইয়ের মাথার গোলমাল। তাই স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও বাপের বাড়ি চলে আসে। ওর সঙ্গে কারও প্রেমের সম্পর্কও নেই। কে বা কারা, কেন ওকে এভাবে মারল জানি না। প্রসঙ্গত, গত ৩১ জানুয়ারি মালদা শহরের এক প্রান্ত থেকে উদ্ধার হয় ১১ বছরের এক কিশোরীর ধড় ও মুণ্ড। এই নৃশংস খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ওই কিশোরীরই জ্যেঠতুতো দাদাকে। এখনও সেই খুনের মোটিভ বের করতে পারেনি পুলিশ।

জমি বিবাদের জের, স্কুল শিক্ষিকাকে এলোপাথাড়ি কোপ দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ জমি বিবাদের জেরে উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত ভাতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলের ভেতরে ঢুকে স্কুল শিক্ষিকাকে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুন করার চেষ্টা করল দুই দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে প্রথমে ভাতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে জনা গেছে, জখম শিক্ষিকার নাম রত্না খাতুন (৩৫)। ভাতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা তিনি। এদিন দুপুরে স্কুলের বাথরুমে ঢুকে আচমকাই দুই দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় কোপাতে শুরু করে। যদিও দুষ্কৃতীদের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখায় দুষ্কৃতীদের চিনতে পারেননি ওই শিক্ষিকা। তবে জমি বিবাদের জন্যই ওই শিক্ষিকাকে স্কুলের ভেতরে ঢুকে খুন করার চেষ্টা করে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় স্কুলে ও এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ও ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

Office of The Beldih Gram Panchayat
At-Juradih, PO-Tumbajhalda, PS-Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting E-Tender No.-09(E)/BGP/2023-24/XVFC
For and on behalf of the Beldih Gram Panchyat Authority, the Pradhan Beldih Gram Panchyat, tenders are invited. Bid submission (online) starting from 12/02/2024 at 17.00 Hrs. Bid submission closing (online) on 19/02/2024 up to 16:00 Hrs. Time and Date of Opening of Bid(Online): 21/02/2024 at 14:00 Hrs. For details please visit website www.wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

OFFICE OF THE AMGURI GP
MAYNAGURI JALPAIGURI
NIT NO: 08/AGP/2023-24
Prodhan AMGURI G.P, Maynaguri, Jalpaiguri invites Tender for 3nos. different works. Last date of submission of Bids: **22.02.2024 up to 17.00 Hours**. Date of Opening of Bid: **24.02.2024 at 17.00 Hours**. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
AMGURI GP

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1." Temporary IT infrastructural work at Suri & Bolpur in the district of Birbhum in connection with VVIP visit on & from 18.02.24 onwards." 2. "Temporary sound system at Suri & Bolpur in the district of Birbhum in connection with VVIP visit on & from 18.02.24 onwards" **SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-54 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-55 of 2023-24**. Last date of submission of Quotation: **16.02.2024 up to 4:30PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/-EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

তারাপীঠে বাগদেবীর অকাল বোধন

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধান শিক্ষক প্রণব কুমার দাস গত চার পাঁচদিন ধরে অসুস্থ থাকায় তারাপীঠ থানার অন্তর্গত তারাপুর নিম্নবুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার হয় নি সরস্বতী পূজা। আর তাতেই এলাকায় অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাজির করে সরস্বতী পূজা না করার কারণ জিজ্ঞেস করে। তারপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অসুস্থতার কথা শুনে অভিভাবক ও শিক্ষকেরা মিলে প্রতিমা ও পুরুতঠাকুর এনে দেবীর অকাল বোধন হয়। এই ঘটনায় কোন ঘোঁট পাকে নি, কারণ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রণব কুমার দাস তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা বলেন। অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁর অনুপস্থিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। আর তাছাড়া সব শিক্ষকই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

দাম না মেলায়, পেট্রোল পাম্প বন্ধ রেখে প্রতিবাদে সোচ্চার মালিকপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বকেয়া জ্বালানি দাম না মেলায় উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার সমস্ত পেট্রোল পাম্প বন্ধ রেখে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন মালিক পক্ষ।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার ১২৫ টি পেট্রোল পাম্প ২৪ ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়। এই বন্ধের ফলে নাকাল হন গাড়ি চালকেরা। এদিন পুরাতন মালদার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলি বন্ধ থাকার কারণে দুর্ভোগে পড়েন সাধারন মানুষ। সব পেট্রোল পাম্পের মুল ফটক রয়েছে এমনকি তেল দেওয়ার মেশিনের কাছে কোন অপারেটর চোখে পড়েনি। পাশাপাশি পাম্পের সামনে একটি করে নোটিশ বোর্ড লাগানো রয়েছে। জানা গেছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেট্রোল পাম্প মালিক থেকে পুলিশ প্রশাসন সেন্ট্রাল বাহিনীর গাড়িগুলোতে তেল দিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন বিল মেটানো হয়নি। এর ফলে সাড়ে ১৯ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। টাকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার টালবাহানা করছে। তাই বাধ্য হয়ে উত্তরবঙ্গের ১২৫ টি পেট্রোল পাম্প মালিকরা এদিন পাম্প বন্ধ রেখে তাদের দাবি জনসম্মুখক্ষে তুলে ধরে। এই বিষয়ে মালদা জেলা পেট্রোল পাম্প সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জল সাহা জানিয়েছেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে তেল দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে, সেই তেলের বকেয়া টাকা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পাওনা টাকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা ২৪ ঘন্টা পেট্রোল পাম্প বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার সন্ধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় পড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির, ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এক ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের হেমায়েতপুর অটো স্ট্যান্ডের কাছে। জানা যায় কৃষ্ণনগরের দিক থেকে নাদনঘাট এর খরম টিয়ার পঞ্চায়েতের জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব সোম নিজের বাড়ি ফিরছিলেন বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিপ্লব সোম নামের ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা নাগাদ জানান নাদনঘাট থানার পুলিশ সূত্রে খবর পেয়ে তারা দেখেন বাইক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে তাদের পরিবারের সদস্য মারা গেছে। বাইক দুর্ঘটনা কিভাবে হলো তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার কালনা হাসপাতালে হয় মৃতদেহের ময়নাতদন্ত। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বুধবার সন্ধ্যায় একটি লরি তাকে ধাক্কা ধাক্কা মেরে চলে গেলেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বিপ্লব সোমের।

বিজেপির পুলিশ সুপার অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার!

কল্যাণ দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার সন্দেশখালিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, আর এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি গৃহীত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির তরফে।

বৃহস্পতিবার বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের আটকানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যারিকেড করা হয়, তবে সেই ব্যারিকেড ভেঙে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক পুলিশ সুপারের অফিসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। এরপরই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কার্জন গেট চত্বর এর গোটা এলাকা। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এরপরে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপির সভাপতি অভিজি তা এর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা জেলার পুলিশ সুপারের অফিসে যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ইঁটের আঘাতে দুইজন সিভিক ভলেন্টিয়ার আহত বলে জানা গেছে।

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-5364/WS/SD Dated-15/02/2024
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT3/2e/24** and Tender Id No-**2024_MAD_667278_1 to 3** for Renovation of Tube well in w-3 & 27 and supply of D.I. pipe under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **26/02/2024 at 11:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট

ইওআই-বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২২-III তারিখ ঃ ১২-০২-২০২৪
ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য এবং পক্ষে, এতদ্বারা আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের **৩৬**টি সংখ্যক স্টেশনে **ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পে** অংশগ্রহণের জন্য দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করা ব্যক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি-গুলি), প্রান্তিক বা সমাজের দুর্বল অংশ ইত্যাদির কাছ থেকে সিল করা প্যাকেটে (একক) এবং নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।
কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ৩৬টি সংখ্যক স্টেশনে দেশীয়/স্থানীয় পণ্য প্রদর্শন/বিক্রয় করে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন। **প্রকল্পের নির্বাচিত স্টেশন এবং শুরুর তারিখ:** ১) আলিপুরদুয়ার জং. = ০৩ ইউনিট, ২) নিউ আলিপুরদুয়ার = ০৪ ইউনিট, ৩) নিউ কোচবিহার = ০৫ ইউনিট, ৪) ধূপগুড়ি = ০২ ইউনিট, ৫) জলপাইগুড়ি রোড = ০২ ইউনিট, ৬) নিউ মাল জং. = ৪ ইউনিট, ৭) কোকরাঝাড় = ০৩ ইউনিট, ৮) হাসিমারা = ০২ ইউনিট, ৯) ফালাকাটা = ০২ ইউনিট, ১০) নিউ ময়নাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ১১) কামাখ্যাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ১২) গুলমা = ০১ ইউনিট, ১৩) ফকিরাগ্রাম = ০১ ইউনিট, ১৪) দিনহাটা = ০১ ইউনিট, ১৫) কোচবিহার = ০১ ইউনিট, ১৬) বামনহাট = ০১ ইউনিট, ১৭) তুফানগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ১৮) মাথাভাঙ্গা = ০১ ইউনিট, ১৯) গোসাইগাঁও = ০১ ইউনিট, ২০) হ্যামিল্টনগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ২১) গোলকগঞ্জ = ০১ ইউনিট, ২২) সেবক = ০১ ইউনিট, ২৩) রাজা ভাত খাওয়া = ০১ ইউনিট, ২৪) দেওয়ানহাট = ০১ ইউনিট, ২৫) চালেকাটি = ০১ ইউনিট, ২৬) আলতাগ্রাম = ০১ ইউনিট, ২৭) বিন্নাগুড়ি = ০১ ইউনিট, ২৮) দলগাঁও = ০১ ইউনিট, ২৯) চালসা = ০১ ইউনিট, ৩০) বানারহাট = ০১ ইউনিট, ৩১) মাদারিহাট = ০১ ইউনিট, ৩২) ধুবড়ি = ০১ ইউনিট, ৩৩) সালবাড়ী = ০১ ইউনিট, ৩৪) নিউ চ্যাংরাবান্দা = ০১ ইউনিট, ৩৫) ঘোকসাডাঙ্গা = ০১ ইউনিট, ৩৬) বাসুগাঁও = ০১ ইউনিট। ৩৬টি স্টেশনে ৫৪টি ইউনিট। **ইওআই** ফর্ম/কাগজপত্র প্রদানের শুরু হওয়ার তারিখ ঃ **১৬-০২-২০২৪**, সিল করা কভার জমা করার শেষ তারিখ ও সময় (ইওআই) ঃ ০৫-০৩-২০২৪ তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা, সিল করা ইওআই বক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫-০৩-২০২৪ তারিখে **১৬:০০** ঘন্টায়, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) অফিস/ এসিএম/।/ চেম্বার, আলিপুরদুয়ার জংশন -এ। ইওআই নথির বিশদ বিবরণ এবং শর্তাবলী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট, যথা **www.nfr.indianrailways.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender & Paper Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers vide **(I)NI(e)T No.- 09/Bitu. Rd(DMA)/2023-24(3rd Call), Date -12/02/2024 (2) NI(e)T No.- 14/DEV/ 2023-24, Date-12/02/2024 (3) NI(e)T No - 15/DEV/ 2023-24, Date 12/02/2024 (4) NIT No.-16/DEV/23-24, Date - 12/02/23.** Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**
Sd/- Chairman,
Egra Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Market), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/MKT/HOGG/20/2023-24 (1st Call)
Name of the work: **Installation of grill gate, repair of passage, room and manhole cover near the Stall No. EN-164 at S. S. Hogg Market.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,93,898.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **27.02.2024 - 10.30 a.m.** Date and time of opening of bid: **01.03.2024 - 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.02.2024 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The OSD & Ex-officio Controlling Officer (Lighting & Electricity), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/688
Name of the work: **Repairing of fan, replacement of lights and other related accessories at Borough-VIII Office and other Instituation under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **1,43,659.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **22.02.2024 (9 a.m.).** Bid opening date for technical proposal on: **22.02.2024 (9.30 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **15.02.2024 (9 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/283/2023-2024 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of roads with hotmix laying at Creek Row, Fenwick Bazar Road, G. C. Avenue and surrounding areas under BR-VI.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,99,100.50.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **02.03.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.02.2024 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/25
Name of the work: **MS jacketting of leaky part of 1500 mm dia PSC SS primary grid of CESC Taratala Sub-station opposite K. P. Booth on Santoshpur Road with other allied works.** Estimated amount: ₹ **2,36,627.00.** Earnest money: ₹ **4,733.00.** Period of completion: **8 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **02.03.2024 at 2 p.m./04.03.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, IGWTP (Water Supply), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
(1) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/219/23-24, DT - 10/02/2024
Name of the work: **Development of the surrounding areas around the eastern side Chemical House and surrounding inspection pits at 60MGD Plant, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,59,297.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **75 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/220/23-24, DT - 10/02/2024
Name of the work: **Restoration of the suction-bell mouths of the HTP No.-1 and 2 by cleaning of the accumulated hyacinths with other floating particles etc. from old pumping station jetty structures at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,54,520.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **80 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/221/23-24, DT - 10/02/2024
Name of the work: **Refurbishing of the 1325CFM capacity vacuum exhauster at Raw Water Old Intake Pumping Station under IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,60,406.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **35 days.**
(4) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/222/23-24, DT - 10/02/2024
Name of the work: **Reconditioning of the flow control arrangement of the 30KG/HR rated chlorinators at Chlorine Plant No.-2, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,57,515.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **90 days.**
(5) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/223/23-24, DT - 10/02/2024
Name of the work: **Repairing and maintenance of corroded gland water tank (1500 mm dia) along with the pedestal and surrounding surface of Intake Station-3, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,84,112.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **45 days.** Cost of tender & tender documents (₹): **NIL (For Sl. No. 1 to 5).** Last date & time of online submission of tender: **07.03.2024 up to 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 5).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/West/W72/T04/2023-24
Name of the work: **Augmentation of F.W. supply by laying of 100 mm dia. D.I. pipe from 25A Chakraberia Road (S) to 3A Ashu Biswas Road along with other works in Ward No.-72.** Estimated amount: ₹ **2,83,904.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **24.02.2024 - 1 p.m./27.02.2024 - 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BPS), KMC invites tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/23-24/10/1st Call
Name of the work: **Supply and installation of pressure gauges at Chetla BPS.** Estimated cost: ₹ **1,73,548.50.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **3 days.** Last date of submission of bid: **29.02.2024 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **02.03.2024 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.02.2024 - 2 p.m.**
(2) NIT No. : KMC/WS/DSPBPS/23-24/09/1st Call
Name of the work: **Construction of guard wall beside road inside Daspara BPS.** Estimated cost: ₹ **1,75,406.90.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Period of completion: **12 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/BBPS/23-24/21/1st Call
Name of the work: **Supply and installation of 10 HP submersible dewatering pump for 900 mm dia valve chamber at Behala BPS.** Estimated cost: ₹ **2,81,964.73.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **7 days.** Start date of submission of bid: **17.02.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 2 & 3).** Last date of submission of bid: **04.03.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 2 & 3).** Tender will be opened on: **06.03.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **17.02.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 2 & 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

CORRIGENDUM
NIT No. : KMC/WS/WPS/05/2023-24 (1st Call) published in this Newspaper on **03.02.2024** (Key No. 1378/23-24) of **W.S. (WPS) Department.** The last date and time of submission of bid (online) will be read as **29.02.2024 at 11 a.m.** instead of 20.02.2024 at 11 a.m. Other terms and condition remain unchanged.

NIT No. : KMC/DYCE(PS)/I/02/GYM/23-24R1 (2nd Call) published in this Newspaper on **07.02.2024** (Key No. 1403/23-24) of **P&S Department.** The last date and time of submission of bid will be read as **21.02.2024 at 1 p.m.** instead of 15.02.2024 at 1 p.m. Other terms and condition remain unchanged. (1445/23-24)

ডোমকলে মৃত বাম কর্মীর বাড়িতে সেলিম

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বহরমপুরে এক বাম সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ, সিপিএম-এর আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশের ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসের শেলে মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় আনারুল ইসলাম নামে ওই বাম সমর্থকের। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত রয়েছে এলাকা। আনারুলের বাড়ি ইসলামপুর থানার সারাংপুর অঞ্চলের সাহাবাজপুরে। বাম কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, পুলিশের ফাটানো টিয়ার গ্যাসের সেলের কারণেই মঙ্গলবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আনারুল। বহরমপুর আসার পথে রাত ১০টা নাগাদ আনারুলের মৃত্যু হয় বলে সূত্র মারফত খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ডোমকলে গিয়ে মৃত ওই বাম সমর্থকের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। গোটা এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি দেখেন তিনি। সেলিম বলেন, আমরা সকলে পাশে আছি। মৃত কর্মীর স্ত্রী, দুই ছেলে, মেয়ে, জামাই রয়েছে। আমাদের তরফ থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য করব। পাশে আছি।

কেজরির পিছু ছাড়ছে না ইডি, আবগারি মামলায় কেজরিওয়ালকে ফের সমন ইডির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে রীতিমতো তাড়া করে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিল্লির মদ কেলেঙ্কারিতে ষষ্ঠবারের জন্য কেজরিকে তলব করল ইডি। আগামী সোমবার তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে দিল্লির ইডি দপ্তরে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। আগের পাঁচটি সমন এড়িয়ে গিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। বারংবার ইডির সমন নিয়ে আম আদমি পার্টি দাবি করেছে, কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সমন। অরবিন্দ নিজে দাবি করেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি যাতে প্রচার করতে না পারেন তার চেষ্টাই করা হচ্ছে। এসবের পরেই কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে আইননত ব্যবস্থা নিতে নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

দিল্লির আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ৬৩(৪) ধারায় অভিযোগ জানায়। ইডির এই অভিযোগের পর কেজরিওয়ালকে আদালতে হাজির হয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমন এড়ানোর কারণ ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেয় দিল্লি পাতিয়ালা হাউস কোর্ট। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি আপ সুপ্রিমোকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। গত বছরের ২ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বরের পর চলতি বছরে ৩ জানুয়ারি, ১৯ জানুয়ারি আপ প্রধানকে ইডি দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তারপর আরও দুবার সমন। ষষ্ঠবার ইডি ডাকার পর কেজরিওয়াল কী করেন তা জানার কৌতূহল বাড়ছে। প্রসঙ্গত, প্রায় দুবছর হতে চলল দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া মদ দুর্নীতির মামলায় জেলে রয়েছেন। বিগত কয়েক মাস ধরে জেল বন্দি আপের আর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংও। এই পরিস্থিতিতে তাই কেজরিওয়ালও গ্রেফতারির আশঙ্কা করেছেন।

সন্দেশখালিতে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ 'বঙ্গ-বিরোধী প্রচার'ঃ কুণাল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তপ্ত সন্দেশখালির অলিগলিতে ঘুরে মহিলাদের অভিযোগ শুনেছিলেন গত সোমবার। তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট জমা দিলেন রাজ্যপাল বোস। সূত্রের খবর, তাঁর রিপোর্ট কার্ডে ছত্রে ছত্রে 'অত্যাচারিত' মহিলাদের অভিযোগের কথা। শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার নামও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে বলেই খবর। যদিও রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ডের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূলদলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপরে 'হামলা ও নিগ্রহে'র অভিযোগ সামনে রেখে আক্রমণের ধার বাড়াচ্ছে বিজেপিও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বুধবার বলেছেন, ''তৃণমূলের আমলে দলদাস পুলিশের ভূমিকা বাম আমলকেও ছাপিয়ে গিয়েছে! পুলিশের অত্যাচার সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়েছে। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় পুলিশ সুপারের অফিস, কমিশনারেট এলাকায় ডিসি অফিসে অবস্থান চলবে।'' অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সুকান্ত অবশ্য বলে রেখেছিলেন, ''আগামী কাল (বৃহস্পতিবার) প্রত্যেকটি এসপি অফিসের সামনে দুপুর দু'টো থেকে বিক্ষোভ হবে দুর্নীতির প্রশ্নে।'' পরে সেই কর্মসূচিকে সুকান্তের উপরে 'পুলিশি হামলা'র প্রতিবাদে বদলে নিয়েছে বিজেপি। সেখানে পুলিশের তরফে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলকে পাঠানো রিপোর্টে অবশ্য একটি ভিডিয়ো ক্লিপ দিয়ে বলা হয়েছে, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক ও মহিলা মোর্চার নেত্রী সিরিয়া পরভিন বিবির হ্যাঁচকা টানেই পুলিশের গাড়ির বনেটে পড়ে যান সুকান্ত। দুই পুলিশ-কর্মীকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ আছে সিরিয়ার বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে প্রাথমিক ভাবে দলের এক নেতাকে সাসপেন্ড করলেও সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তৃণমূল পাল্টা আক্রমণেই নেমে পড়েছে। মন্ত্রী শশী পাঁজা ও রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ দলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। কুণালের দাবি, ''জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা এলাকা ঘুরে বলেছেন, ধর্ষণ বা মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনও অভিযোগ পাননি। তার পরেও বিজেপি ও সিপিএম পরিকল্পিত ভাবে বাংলা-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।'' মন্ত্রী শশী বলেন, ''মণিপুরের ঘটনার পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন? বিজেপি নেতারা ঘৃণা ছড়াচ্ছেন।''

এমতাবস্থায় বসে নেই সিপিএম ও কংগ্রেসও। কেন বারবার সন্দেশখালির নানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধীদের আটকানো হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এ দিন বলেছেন, ''তৃণমূল বলেছিল, খেলা হবে! খেলা বন্ধ করার জন্য মহিলারা রাস্তায় নেমেছেন। তৃণমূলের মহিলা কংগ্রেস এখন বলছে সমাবেশ করতে যাবে, কী করেছে এত দিন? চোরের মায়ের বড় গলা জানতাম, মহিলা কমিশন কী করছে?'' সিপিএম সূত্রের খবর, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দেবলীনা হেমব্রমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ, বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি যাবে। বসিরহাটে দলের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে আদালতে পেশ করা উপলক্ষেও মিছিল ও জমায়েতের ডাক দিয়েছে সিপিএম। সেখানে থাকার কথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীরও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীরও সন্দেশখালি যাওয়ার কথা কাল, শুক্রবার। তার আগে অধীর এ দিনও বলেছেন, ''কেউ কোথাও কোনও দিন ১৪৪ ধারা জারি করে কুকীর্তি চেপে রাখতে পারেনি, তৃণমূলও পারবে না! স্বামী ও বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে মহিলাদের নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে সন্দেশখালিতে। পুলিশ সব জানে। তৃণমূল নেতাদের বলব, আপনারা আয়নায় মুখ দেখতে পারেন? বাড়ির মা-বোনেদের কথা মনে পড়ে না?''তৃণমূল যে 'চক্রান্তে'র অভিযোগ তুলছে, তার জবাবে রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের পাল্টা প্রশ্ন, ''ওখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদে কেউ মনোনয়ন দিতে পারেনি। যাঁরা মনোনয়ন দিয়েছেন, তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা হলে চক্রান্ত করল কারা? যে মহিলারা অভিযোগ করছেন, তাঁদের সিংহভাগ নিজেদের তৃণমূল বলে প্রকাশ্যে দাবি করছেন। আর কলকাতায় বসে বললে হবে বিজেপি চক্রান্ত করছে?'' জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রসঙ্গ টেনে কুণাল যে দাবি করেছেন, তার প্রেক্ষিতে শমীকের পাল্টা দাবি, ''যাঁরা অভিযোগ করছেন, আদৌ তাঁদের সঙ্গে মহিলা কমিশনের সদস্যারা কথা বলতে পেরেছেন কি না, সন্দেহ আছে।''

মহিলারা প্রকাশ্যে নিজেদের নির্যাতনের কথা বলছেন। এর পর কে কী বলল, কিছু যায় আসে না!''তৃণমূল এ দিনই একটি অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ করে দাবি করেছে, সেখানে বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এবং বিজেপির 'আইটি সেল'-এর কো-অর্ডিনেটর নেতার কথোপকথন শোনা যাচ্ছে। সেখানে সন্দেশখালির ঘটনার প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা ওই অডিয়ো ক্লিপ যাচাই করেনি। অগ্নিমিত্রার যদিও পাল্টা বক্তব্য, ''যে কথোপকথনের কথা বলা হচ্ছে, সেটা মোটেও গোপন নয়! সমাজমাধ্যমে প্রায় এক হাজার অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে কথোপকথন চলছিল।''

তৃণমূলের নেতারা রোজ রাতে গ্রামের মহিলাদের সম্মান লুট করতে তাঁদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতেন, এই বর্ণনা আমরা বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। বাংলার মা-বোনেদের গিয়ে গিয়ে বলব তৃণমূল এক হাজার টাকার বিনিময় মহিলাদের সম্ভ্রম লুট করে। এটা কি অপরাধ?''কুণাল এ দিন বলেন, ''সন্দেশখালিকে কেন্দ্র করে চরম কুৎসা চলছে। রাজনৈতিক নাটক করছেন কেউ কেউ। কেউ অন্যায় বা জুলুম করলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। নিচ্ছেও। কিন্তু বঙ্গ-বিরোধী প্রচার চলছে।'' তার দাবি, ''কেন্দ্রের বিভিন্ন রিপোর্টেই বলছে, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারই জঙ্গল-রাজ চালাচ্ছে!''

লাকসভা ভোটে বাংলার জন্য কত বাহিনী চাইল কমিশন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটে বাংলার জন্যই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠানো চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, লোকসভা ভোটে বাংলায় তারা ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে চায়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি বিজেপি। অন্য দিকে, কংগ্রেস বা বামেদের বক্তব্য, শুধু বাহিনী মোতায়েন করলেই হবে না, তারা যাতে সক্রিয় থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। শাসকদল তৃণমূল অবশ্য এখনই এবিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। লোকসভা ভোটে দেশে আর কোনও রাজ্যের জন্য এত বিপুল বাহিনী চায়নি নির্বাচন কমিশন। সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতার ঝুঁকি নিয়ে চলা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ৬৩৫ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হয়েছে। যা বাংলার থেকে অনেক কম। মাওবাদী সমস্যা কবলিত ছত্তীসগড়ের জন্য চাওয়া হয়েছে ৩৬০ কোম্পানি। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকসভা আসন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে লোকসভার আসন সংখ্যা ৮০। অর্থাৎ বাংলার প্রায় দ্বিগুণ। অথচ সেই উত্তরপ্রদেশের জন্য মাত্র আড়াইশ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবকে চিঠি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব। তাতে তিনি বলেছেন, সব মিলিয়ে ৩৪০০ কোম্পানি বাহিনী লাগবে লোকসভা ভোটের জন্য। তার অর্থাৎ হল মোট বাহিনীর এক চতুর্থাংশই মোতায়েনের কথা বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

জনমত যাচাইয়ে পূর্ব রেলের অভিনব উদ্যোগ প্যাসেঞ্জার ফিডব্যাক সংগ্রহ করলেন জনসংযোগ দপ্তরের কর্মীরা

কলকাতা ,১৫ ফেব্রুয়ারীঃ বিধাননগর স্টেশনে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এবং তাঁর টীম একটি অভিনব উদ্যোগ নেন। বিধাননগরের যাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা সরাসরি আলোচনা করেন। বিধাননগরে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে যে যাত্রীদের ট্রেন ধরার ক্ষেত্রে নানারকম অসুবিধে হচ্ছে। সেই কথা গুলি মানুষদের কাছ থেকে শোনার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ। যাত্রীরা ঘোষণা, ট্রেন লেট , বেআইনি দোকানপাট ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের অভিমত মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এবং তাঁর টীমকে জানান। যাত্রীদের ফিডব্যাক ফর্ম দেয়া হয় এবং তারা খুব উৎসাহের সাথে সেগুলিতে নিজেদের অভিমত জানান। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, শ্রী কৌশিক মিত্র এবং তাঁর টীম কথা বলেন খড়দহ থেকে ছেলে কে পড়াতে নিয়ে আসা এক মায়ের সাথে, যাত্রীদের মধ্যে কেউ ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মী, দু একজন চিকিৎসক, উকিল, স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। কিছু ছেলে যারা প্রতিদিন ক্রিকেট প্র্যাক্টিস করতে যায়, তাদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে - অর্থাৎ সব স্তরের যাত্রীদের অভিমত রেল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে শুনেছে। এই উদ্যোগে বেশিরভাগ মানুষই খুব খুশি এবং তারা পূর্ব রেলের সাথে সবরকম সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে। তাদের প্রধান দাবি ট্রেন সঠিক ভাবে চলুক, সঠিক প্লাটফর্মে আসুক এবং তারা চায় যেন সমস্ত লোকাল ট্রেন যেন ১২ বগির হয়, বিশেষত সকালে অফিস সহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় এবং সন্ধেয় সেখান থেকে ফেরার সময়। সঙ্গে তাদের এটাও অনুরোধ প্লাটফর্মসহ স্টেশন চত্বরে যেন আগুন না জ্বালানো হয়, এতে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। রেল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে তারা সাদর আমন্ত্রণ জানান।

টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইনের দিন শেষ হতে চলেছে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারী ঃ ডিজিটাল লেনদেন শুরু হওয়ার পর থেকে পেমেন্ট পদ্ধতি বদলে গিয়েছে বিস্তর। বাড়িতে ওয়ালেট ভুলে ফেলে এলেও কোনো সমস্যা নেই, এমনকি টিকিটের ভাড়াও মোবাইলের স্ক্রিনের ছোঁয়াতেই পেমেন্ট করা সম্ভব। অনেক আগেই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অঙ্গ হিসেবে কিউআর ভিত্তিক টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করেছে পূর্ব রেল। অত্যাধুনিক টিকিটিং প্রযুক্তি যেমন, মোবাইল টিকিটিং, এটিভিএম এবং কিউআর-ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে অন্যতম শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। কিউআর-ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পূর্ব রেলওয়ে কেবলমাত্র টিকিটিং প্রক্রিয়াই সহজ করেনি, বরং স্পর্শহীন লেনদেনের মাধ্যমে যাত্রীদের সুরক্ষাকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে টিকিট কাটার ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ এবং সাবলীল পদ্ধতি হলো ইউপিআই ব্যবহার করে স্ক্যানের মাধ্যমে টিকিট কাটা, যা কাটা যায় কোনপ্রকার অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই।ইউটিএস অন মোবাইল পদ্ধতিতে যাত্রীরা পকেটের মুঠোফোনের সাহায্যে স্টেশনের নির্দিষ্ট এর মধ্যে থেকেও সুবিধামত খুব সহজেই টিকিট কাটতে পারেন। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই এই পরিষেবা পাওয়া যায়। এই নতুন পদ্ধতিতে যাত্রীরা ইউটিএস অ্যাপের সাহায্যে অসংরক্ষিত আসনের জন্য তাদের টিকিট বুকিং করতে পারবেন। এই কিউআর কোড পদ্ধতির সাহায্যে কাটতে ও পুনর্নবীকরণ করতে পারবেন। দ্রুত টিকিট কাটার অন্য আরেকটি উপায় হলো, স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বা এটিভিএম। যাত্রীরা এটিভিএম থেকে সাধারণ টিকিট বা প্ল্যাটফর্ম টিকিট ইত্যাদি পেতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পেমেন্ট করতে পারবেন। এতে খুচরো পয়সার কচকচানি থেকে যাত্রীরা মুক্তি পাবেন শুধু তাই নয় এই সমস্ত টিকেটিং ব্যবস্থার ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করার বিড়ম্বনা এড়াতে পারবেন। বিভিন্ন এটিভিএম মেশিন গুলির সামনে টিকিট কাটার ফেসিলিটেটরের সাহায্য নিয়ে অথবা আপনি নিজেই খুব সহজ পদ্ধতিতে আপনার গন্তব্যস্থলের টিকিট কাটতে পারবেন। এইসব মাথায় রেখেই পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্টেশনে এই ধরনের টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করেছে। সর্বোপরি যাত্রীদের জন্য প্রত্যেকটি স্টেশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকিট কাউন্টার রয়েছে। এই টিকিট কাটার পদ্ধতি সম্পূর্ণই অফলাইন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র বলেন, ''এই সমস্ত টিকেটিং ব্যবস্থায় যাত্রীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে আমরা আশা রাখি ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী যাতে আরো বেশি ঝামেলাবিহীন টিকেটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ''বর্তমানে পূর্ব রেলওয়েতে মোট এটিভিএম-এর সংখ্যা ৫৭৪টি। হাওড়া ডিভিশন (১৭৫), শিয়ালদহ ডিভিশন (২৯০), আসানসোল ডিভিশন (৭৬) ও মালদা ডিভিশন (৩৩)। পূর্ব রেলের সমস্ত ইউটিএস কাউন্টারে ভিত্তিক পেমেন্ট চালু আছে। বর্তমানে পূর্ব রেলওয়েতে মোট এর সংখ্যা ৯৪৯টি। হাওড়া (৩২৪), শিয়ালদহ (৩৮৫), আসানসোল (১৩০) ও মালদা ডিভিশন (১১০)।

নাম পরিবর্তন

আমি Subrata Goswami, পিতা Mahendra Nath Goswami, ঠিকানা Akshay Sarani, A. P. Nagar, Rajpur Sonarpur (M), 24 Pgs (S), Pin-700150, W.B., ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট, ২৪ পরগণা (সাউথ), এর affidavit দ্বারা Subrata Kumar Goswami নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 6702, dated ০৭.০২.২০২৪, Subrata Goswami (পুরাতন নাম) ও Subrata Kumar Goswami (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MOHAMMAD SHAHJAN ALI DHABAK, SON OF MOHAMMAD ABDUL HOSSAIN DHABAK, RESIDING AT KAYA, MAMJOYAN, HANSKHALI, NADIA-741121,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAJAHAN ALI DHABAK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT MOHAMMAD SHAHJAN ALI DHABAK AND SAHAJAHAN ALI DHABAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Varun Agrawal S/O Suresh Kumar Agrawal, residing at 391, S.N. Roy Road, P.O.- Sahapur, Kolkata- 700038, West Bengal, INDIA, do hereby declare that my minor son Dev (name) Manaksia Agrawal (Surname) shall henceforth be known as Dev Manaksia (Name) Agrawal (Surname), vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/02/2024 and that Dev (name) Manaksia Agrawal (Surname) and Dev Manaksia (Name) Agrawal (Surname) both are one and same identical person.

Name Change

I SARMISTA MAJUMDER & SARMISTHA MAJUMDAR, D/O SWAPAN MAJUMDER, R/O 91/3/H/88, DR. SURESH CHANDRA BANERJEE ROAD, PS BELIAGHATA, KOLKATA -700010, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARMISTHA MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024, THAT SARMISTHA MAJUMDER AND SARMISTA MAJUMDER & SARMISTHA MAJUMDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Abu Bakkar (old name) S/O Abdul Jalil, residing at Vill- Uttar Debipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abu Bakkar Siddique (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Abu Bakkar Siddique (new name) and Abu Bakkar (old name) both are same identical person.

Name Change

I SANJAY KUMAR GHOSH,SON OF PRAFULLA KUMAR GHOSH, RESIDING AT 23 B.N. PAUL STREET,GURUDWARA, PO-NAWABGANJ, ICHAPUR, NORTH 24 PARGANAS -743144, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJOY KUMAR GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT SANJAY KUMAR GHOSH AND SANJOY KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Sameer and Sameer Haidar (old name) S/O Md Shabbir, residing at 3rd floor,flat-C 15, Bediadanga Masjid Bari Lane, P.S.- Kasba, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sameer Haider (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Sameer Haider (new name) and Md Sameer and Sameer Haidar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Khadija Bibi (old name) W/O Nasiruddin Gazi, residing at Vill- Baikara, P.O.- Arbalia, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743437, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khadija Khatun (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Khadija Khatun (new name) and Khadija Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I BILAL SAIFULLAH TAGALA, SON OF KHURSHID AHMED TAGALA, RESIDING AT 15/1,COLOTOLA LANE, KOLKATA - 700073,WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME TO BILAL AHMED TAGALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT BILAL SAIFULLAH TAGALA AND BILAL AHMED TAGALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I LUTFAR ALI KHAN KHAN, S/O FARHAD KHAN, R/O VILL MALLICK PARA, PO JOYPUR, PS JOYPUR, HOWRAH -711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUTFAR KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024, THAT LUTFAR ALI KHAN KHAN AND LUTFAR KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Sahidul Islam Molla & Md Sohidul Islam (old name) S/O Md Hazer Ali Molla, residing at Vill- Chinipukur, P.O.- Shonepur, P.S.- Kashipur, Kolkata-700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sahidul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Md Sahidul Islam (new name) and Md Sahidul Islam Molla & Md Sohidul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I MD AHAMMAD ALI GAZI,SON OF CHUBAN GAZI, RESIDING AT VILL-BANKRA, HINGALGANJ, NORTH 24 PARGANAS -743435, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHAMMAD ALI GAZI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT MD AHAMMAD ALI GAZI AND AHAMMAD ALI GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KRISHNA PADA MANDAL, S/O JAMINI MONDAL, R/O VILL MOUGRAM, PO KASBA, PS BUDBUD, PURBA BARDDHAMAN, PIN-713403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA PADA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024, THAT KRISHNA PADA MANDAL AND KRISHNA PADA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Chandana Tapan Kumar Bhattacharya (old name) W/O Tapan Kumar Bhattacharya, residing at Emami City, BL-C-1, 12th FR, FL-1203, 2, Jessore Road, P.O. & P.S.- Dum Dum, Dist- North 24 Pgs, Pin-700028, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chandana Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Chandana Bhattacharya (new name) and Chandana Tapan Kumar Bhattacharya (old name) both are same identical person.

Name Change

I, MASURA BIBI, WIFE OF SK GOLAM MUSTAFA, RESIDING AT VILL-GOURANGAPUR, PO-TAJNAGAR, EAST MEDINIPUR - 721635, WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME TO MASUDA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT MASURA BIBI AND MASUDA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FIROZ AHMED, S/O ABDUL SATTAR ANSARI, R/O 3/5/B, TALTOLLA LANE , PS TALTALA, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FEROZ AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024, THAT FEROZ AHMED AND FIROZ AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Salim Gain (old name) S/O Nurjamal Gain, residing at Vill- Kamargaria, P.O.- Humaniapota, P.S.- Ganga pur, Dist- Nadia, Pin- 741238, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Selim Gain (new name) vide an affidavit sworn In The Court of Ld. Judicial Magistrate (1st class) at Ranaghat on 12/02/2024. Selim Gain (new name) and Salim Gain (old name) both are same identical person.

Name Change

I,UMESH KAMANI, SON OF KANHAIYALAL KAMANI, RESIDING AT CD-29,SALT LAKE, SECTOR-1, NORTH 24 PARGANAS - 700064, WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME TO UMESH KUMAR KAMANI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT UMESH KAMANI AND UMESH KUMAR KAMANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BHANU CHANDRA GAIN, S/O HARADHAN GAIN, R/O DHUTURA DAKSHINA, DHUTURDAHA, MINAKHAN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743425, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHANU GAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BASIRHAT NORTH24PARGANAS ON 22/01/2024, THAT BHANU CHANDRA GAIN AND BHANU GAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Vishal Gupta (old name) S/O Raj Bardhan Gupta, residing at 205, Maharaja Nanda Kumar Road (N), Alambazar, Kolkata- 700035, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vishal Kumar Gupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Vishal Kumar Gupta (new name) and Vishal Gupta (old name) both are same identical person.

Name Change

I,Taslima Khatun W/o SkMonirUddin R/oVill.- Green, Park Machael Nagar, P.O.- Machael Nagar, P.S.- Airport, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700133 shall henceforth be known as Taslima Bibi. I declare that Taslima Bibi and Taslima Khatunis same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before theNotary Public at Kolkata on 15-02-2024.

Name Change

I PRANAY MAJUMDER & PRONOY MAJUMDER, S/O PARIMAL MAJUMDER, R/O BARABARIA COLONY, BARABARIA, DHANTALA, NADIA, PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANOY MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024, THAT PRANOY MAJUMDER AND PRANAY MAJUMDER & PRONOY MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nakib Uddin (old name) S/O Mosharaf Hossain Molla, residing at Dahakanda, P.O.- Dahakanda, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743354, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nakib Uddin Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Nakib Uddin Molla (new name) and Nakib Uddin (old name) both are same identical person.

Name Change

I Ravi Sardana S/o. Manohar Lal Sardana Residing at 305/8, Krishna Colony, Bhiwani, HR 127021 have changed my name and shall henceforth be known as Ravi Shankar Sardana as declared before the Notary Public Bhiwani court, District Bhiwani, Haryana Vide affidavit no. 962/10 Dated 15/02/2024. Ravi Sardana and Ravi Shankar Sardana both are same and identical person.

Name Change

I,NAVIN KUMAR SINGH, SON OF SHRINET SINGH, RESIDING AT 2/1, GOSWAMI BAGAN LANE,SHEORAPHULI, BAIDYABATI(M), PIARAPUR(P),HOOGHLY, SHEORAPHULI, 712223, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAVIN SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SERAMPORE COURT ON 29/01/2021.THAT NAVIN KUMAR SINGH AND NAVIN SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Auranjeb Khan (old name) S/O Nawab Khan, Residing at 5, Abdul Halim Lane, P.O.- Park Street, P.S.- Taltala, Kolkata- 700016, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aurangzeb Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Aurangzeb Khan (new name) and Auranjeb Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I Khushboo D/o. Ravi Shankar Sardana Residing at M.T. Hall, IIT P.O. - Kharagpur, P.S. - Kharagpur(T) Dist. - Paschim Medinipur PIN 721302 have changed my name and shall henceforth be known as Khushboo Sardana as declared before the First Class Judicial Magistrate Kharagpur court, Paschim Medinipur, WB vide affidavit no. 437/03 Dated 07/02/2024. Khushboo and Khushboo Sardana both are same and identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD ALTAF, SON OF MD ASLAM,, RESIDING AT 73/B KHATIR BAZAR LANE, SERAMPORE, HOOGHLY-712202, WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME TO MD ALTAF ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT MOHAMMAD ALTAF AND MD ALTAF ANSARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Lorran Khan (old name) W/O Aurangzeb Khan, Residing at 5, Abdul Halim Lane, P.O.- Park Street, P.S.- Taltala, Kolkata- 700016, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Loraine Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Loraine Khan (new name) and Lorran Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I,Munjamal Seikh (Old Name)S/O-Jafar Sk,residing at, Vill-Dahakula, Po-khidirpur, Ps-Beldanga, Murshidabad,742134, West Bengal,I have changed my name toMonijamal Sk vide an affidavit before the S.D.E.M. (S) Berhampore Courton20/12/2023Monijamal Sk & Munjamal Seikh,same and oneidentical person

Name Change

I, RAJESH BOR AND RAJESH BAR AND RAJESH JOHAN BAR, S/O LATE SUSHANTA BOR, RESIDING AT CHAK JALASI, JALASI PARA, PURBA RAMNATHPUR PS- MOGRAHAT,DIAMOND HARBOUR-743355, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJESH JOHN BOR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT RAJESH BOR AND RAJESH BAR AND RAJESH JOHAN BAR ALSO RAJESH JOHN BOR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Junaid (old name) S/O Md Nasim Ahmed, residing at 7/H/4, Kasai Para Lane, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Junaid Mallick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/02/2024. Md Junaid Mallick (new name) and Md Junaid (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Jafur (Old Name) S/O- Rupchand sk residing at, Vill-Dahakula, Po-khidirpur, Ps-Beldanga, Murshidabad,742134, West Bengal, I have changed my name toJafar Sk vide an affidavit before the notary Berhamporeon12/02/2024 Jafar Sk&Jafur,same and oneidentical person

Name Change

I,MD NIJAMUDDIN, S/O LATE ABDUL GANI HAZI , RESIDING AT BANKRA KABARAPARA PURBO, PO-BANKRA, PS- DOMJUR, HOWRAH-711403, WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME TO MD NIJAMUDDIN RANGREJ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024.THAT MD NIJAMUDDIN AND MD NIJAMUDDIN RANGREJ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SHIPRA RAHA, WIFE OF AMAL CH RAHA, RESIDING AT W/NO-5 NETAJI COLONY, MAL, JALPAIGURI-735221, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIPRA RAHA ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/02/2024. THAT SHIPRA RAHA AND SHIPRA RAHA ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Previously Called RAJIA KHATOON.w/o MD.KALIMULLA MONDAL R/o, T/21/9A, Alimuddin Street. Kolkata-700016, P.S.Park Street. I Have Changed My Name as RAZIA KHATOON. so that RAJIA KHATOON and RAZIA KHATOON both are same and one identical person not a different persons, By The Notary Public affidavit Kolkata on-15/02/2024.

নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার দাবিতে মিছিল মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদা জেলা জুড়ে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার দাবিতে ইংরেজবাজার শহরে মিছিল করল মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে। সেখান থেকে ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধির দল জেলা শাসকের কাছে তাদের দাবী সনদ তুলে দেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠান তারা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ড, সহ-সভাপতি কমলেশ বিহানি, সম্পাদক উত্তম বসাক, স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি মালদা জেলা জুড়ে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে হবে। এর পাশাপাশি ব্যবসায়ী খুন ও ডাকাতের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার দাবি এবং চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর অলংকার উদ্ধার করে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি সহ বিভিন্ন দাবি তুলে তারা বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

আইন অমান্য আন্দোলন করলো মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে হিংসা এবং অপরাধের ঘটনা বেড়ে যাওয়াই আইন অমান্য আন্দোলন করলো মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি এদিন সন্দেশখালির ঘটনা নিয়েও প্রতিবাদে সোচ্চার হন জেলা বিজেপির নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনেই পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করে বিজেপি নেতা কর্মীরা। কিন্তু বিজেপির এই বিক্ষোভ প্রতিবাদের আগে থেকেই নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা জেলা প্রশাসনিক ভবন। উল্লেখ্য, মালদা জেলার পাশাপাশি গোটা রাজ্যজুড়ে অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেই এদিন এই আইন অমান্য আন্দোলন চালায় বিজেপি নেতৃত্ব। জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করার সময় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গেও রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়, বিক্ষোভকারীদের। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে আন্দোলন, বিক্ষোভ। অবশেষে বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা।

মেট্রো রেলওয়েতে এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট মেট্রো কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা ও

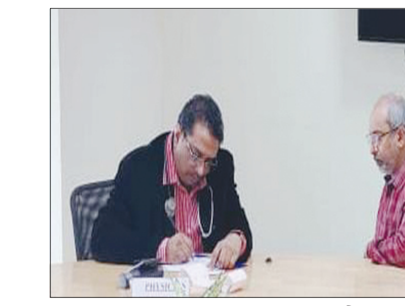

চেক-আপ সুবিধা আনতে নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, আজ ১৫.০২.২০২৪ তারিখে একটি এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হযেছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে বৃহস্পতিবার সকালে এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। তিনি এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ক্যাম্পে অংশ নেন। মোট ৬৩ জন কর্মকর্তা এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে অংশ নেন। এই ক্যাম্পে লিপিড প্রোফাইল ও লিভার ফাংশন টেস্ট, সম্পূর্ণ হিমোগ্রাম ও ব্লাড সুগার, চোখের পরীক্ষা, ইসিজি সহ হার্টের অবস্থা পরীক্ষা এবং চিকিৎসা অনুসরণ করাসহ রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

ভালুকা রোড স্টেশনে নতুন স্টপেজ-এর শুভ উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রেল যাত্রীদের সুবিধা প্রদানের একটি পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ভালুকা রোড স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩০৫৩ / ১৩০৫৪ (হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া)

কুলিক এক্সপ্রেসের দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ভালুকা রোড স্টেশনে কুলিক এক্সপ্রেসের পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে নতুন স্টপেজের শুভ উদ্বোধন করেন মালদা নর্থ-এর লোকসভা সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মু। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিভিশনের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া থেকে রওনা দেওয়া ট্রেন নং. ১৩০৫৩ (হাওড়া-রাধিকাপুর) কুলিক এক্সপ্রেস এখন থেকে ভালুকা রোড স্টেশনে ১৬.২৫ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ১৬.২৭ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৩০৫৪ (রাধিকাপুর-হাওড়া) কুলিক এক্সপ্রেস রাধিকাপুর থেকে যাত্রা শুরু করে ০৭.২৯ ঘণ্টায় ভালুকা রোড স্টেশন পৌঁছাবে এবং ০৭.৩১ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। এই নতুন স্টপেজটি স্থানীয় জনসাধরণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ট্রেনটির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পূর্ব বর্ধমানে অস্বাভাবিক মৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পৃথক কয়েকটি ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ৫ জনের। প্রথম ঘটনায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সৌরভ গন (২৪)। তার বাড়ি মেমারির পালসীটে। তিনি বর্ধমান শহরের কল্যাণী মার্কেটের একটি দোকানে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে ফ্যানের হুকে গামছায় তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আত্মহত্যার কারণ নিয়ে পরিবারের লোকজন সঠিক কিছু জানাতে পারেননি। অন্যদিকে, সরস্বতী পুজোর দিন স্ত্রী অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে যাওয়ায় অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম মন্টু মালিক (৪৩)। তার বাড়ি বর্ধমান শহরের ১৮ নং ওয়ার্ডের ভাতছালা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে বাঁশের কাঠামোয় তার দেহ উদ্ধার হয়। তাকে বর্ধমান মেডিক্যালে আনা হলে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। স্ত্রী অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে যাওয়ায় মানসিক অবসাদে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের দাবি। অন্যদিকে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। মৃতার নাম কৌশল্যা সরকার (৫৫)। তার বাড়ি কালনার কাঁসারিপাড়ায়। দিনকয়েক আগে, ঠাকুর পুজো করার সময় তিনি প্রদীপের শিখা থেকে অগ্নিদগ্ধ হন। তাকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মারা যান। অন্য একটি ঘটনায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়র। মৃতের নাম সুজিত কুমার ঘোষ (৫৮)। তার বাড়ি বর্ধমান শহর লাগোয়া মেঘনাদ সাহা পল্লী এলাকায়। বুধবার বাইক নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তালিত স্কুলের কাছে বর্ধমান সিউড়ি রোডে তাকে একটি অজানা গাড়ি ধাক্কা মেরে পালায়। আহত অবস্থায় তাকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আর একটি ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম রাজেশ দাস (২৫)। তার বাড়ি বীরভূমের বোলপুর থানার মকরামপুরে। দিনকয়েক আগে, পাশের বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান হাসপাতালে আনা হলে সেখানেই বুধবার বিকালে তিনি মারা যান।

জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার অফিস অভিযানে ধুন্ধুমার বর্ধমানেঃ চলল জল কামান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান সদর জেলা বিজেপির পুলিশ সুপার অফিস অভিযানে বৃহস্পতিবার প্রায় রণক্ষেত্র চেহারা নিল কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বর। বিজেপির বিক্ষোভ ও এস পি অফিস অভিযান কর্মসূচিকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহৃত হল জলকামানও। উল্লেখ্য, লোকসভার ঠিক মাসখানেক আগে রাজ্য রাজনীতিতে সন্দেশখালির ঘটনা বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে এই রাজ্যের শাসকদলের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে। বর্তমানে সন্দেশখালি নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস। তবে সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ময়দানে এই মূহূর্তে সবথেকে বেশী আন্দোলন শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মরিয়া হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে চলেছে। বুধবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে পুলিশ সুপারের অফিসে অভিযান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য নেতৃত্বের আহ্বানে এই কর্মসূচি পালন করে বর্ধমান সদর জেলা বিজেপি। সেই মতো বৃহস্পতিবার বর্ধমান জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বর্ধমান টাউন হল থেকে মিছিল করে এসে এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত তা ও দুর্গাপুরের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই। বিজেপির অভিযান ঠেকাতে এদিন সকাল থেকেই এস পি অফিস সংলগ্ন রাস্তায় এবং কার্জনগেট থেকে কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ বাহিনী। বিজেপির অভিযান আটকাতে তৈরী করা হয় বেশ কতগুলি ব্যারিকেড। মোতায়েন ছিল র‍্যাফ, মহিলা পুলিশ বাহিনী। ছিল জলকামানও। এদিন টাউন হল থেকে মিছিল করে এসপি অফিস যাওয়ার সময় কার্জন গেট চত্বরে অবস্থিত নেতাজি মূর্তির পাদদেশে বিজেপির মিছিল আটকায় পুলিশ। দুটি ব্যারিকেট ভেঙে বিজেপির মিছিল এগোতে থাকে এসপি অফিসের দিকে এবং তারপরই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশের কাছে বাধা পেয়ে কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরেই পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। পরে ফের বিজেপি কর্মীরা তৃতীয় ব্যারিকেডকে অতিক্রম করে এগোতে গেলে শুরু হয় পুলিশ বনাম বিজেপির ঠেলাঠেলি ও ধ্বস্তাধস্তি। শেষে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে জল কামান চালানো হয়। খানিকক্ষণ এর মধ্যে রনক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা কার্জন গেট চত্বর। বিজেপির মহিলা নেতৃত্বরা অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ আমাদের গায়ে হাত দিয়েছে, আমাদের এই শান্তিপূর্ণ মিছিলে ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশ আমাদেরকে হেনস্থা করেছে। আমরা এই তীব্র প্রতিবাদ জানাই।এছাড়াও মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধীর রঞ্জন সাউ, বিজেপি নেতা খোকন সেন, যুব মোর্চার নেতা পিন্টু সাম সহ অসংখ্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিতে কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরে ঘন্টাখানেক বন্ধ ছিল যান চলাচল।

চোপড়া নিয়ে রাজ্যপালের আশ্বাস পেল প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় ৪ শিশুর প্রাণহানি হয়েছে। জেসিবি দিয়ে মাটি খোঁড়ার সময়ে চাপা পড়ে যায় তারা। এই ঘটনায় বিএসএফ-এর গাফিলতি আছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তৃণমূলের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় ডেপুটেশন দিতে রাজভবনে গেছিল। তাঁরা চান, রাজ্যপাল চোপড়ায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুন। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, অরূপ বিশ্বাস, কুণাল ঘোষ, ব্রাত্য বসু, উদয়ন গুহ। রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা আশ্বস্ত বলেই জানিয়েছেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যপালকে চোপড়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে যাতে তিনি তদন্ত করেন। একই সঙ্গে যেন ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অবগত করা হয়। কারণ বিএসএফ- এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। রাজ্যের মন্ত্রী জানান, রাজ্যপাল বোস চোপড়া যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। চোপড়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে

সন্দেশখালি প্রসঙ্গ উঠে আসে। তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্যপাল কোনও অভিযোগ পেলেই সেখানে চলে যান। সন্দেশখালির ঘটনাতেও তিনি তাই করেছেন। কেরল সফর কাটছাঁট করে ঘটনাস্থলে গেছিলেন। চোপড়াতেও তাঁর যাওয়া উচিত বলে দাবি কুণাল, ব্রাত্যদের। পাশাপাশি তাঁরা এও বলেছেন, সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যপাল যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা ভুল তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। কুণালের বক্তব্য, রাজ্যপালের সন্দেশখালির রিপোর্ট ভিত্তিহীন কিছু অভিযোগের ওপর দাঁড়িয়ে, তা পক্ষপাতদুষ্ট। তাঁর উচিত রাজ্যের কাছ থেকেও রিপোর্ট নেওয়া এবং খতিয়ে দেখা যে কী হয়েছে সেখানে। এই ব্যাপারে রাজ্যের কাছে ইতিমধ্যে রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার সন্দেশখালি গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে ফেরার আগে রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, কথা দিচ্ছি, যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। আমার যা ক্ষমতা আছে, তা দিয়েই আমি ব্যবস্থা নেব।'' সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে কড়া রিপোর্ট জমা দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তিনি।

ঐতিহ্যের উরস উৎসব! ২৫ বগির ট্রেনে ২৫০০ বাংলাদেশি ঢাকা থেকে মেদিনীপুরের মাটিতে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৫ টি বগি ২০৫৬ জন যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ট্রেন প্রবেশ করল ভারতে। উদ্দেশ্য মেদিনীপুর শহরের বিখ্যাত উরস উৎসবে যোগ দেওয়া। বাংলাদেশ থেকে প্রায় আড়াই হাজার তীর্থযাত্রী বিশেষ ট্রেনে করে গেদে সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করল আজ সকালে। সেই বিশেষ ট্রেন গেদে পৌঁছাল। ওই একই ট্রেনে চড়ে সন্ধ্যেয় মেদিনীপুর পৌঁছে যাবেন তীর্থযাত্রীরা। উরস উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে মেদিনীপুর বিশেষ ট্রেনের বন্দোবস্ত প্রথম হয়েছিল ১৯০৩ সালে। সেই রীতি আজও চলে আসছে। মোটামুটি শিশু-সহ প্রায় আড়াই হাজার তীর্থযাত্রী বাংলাদেশ থেকে যোগদান করতে আসেন এ উৎসবে। সুফি-সাধক হজরত সৈয়দ মুরশেদ আলি আলকাদেরি আল বাগদাদির স্মৃতিতে প্রতি বছর এই উরস উৎসব মেতে ওঠে মেদিনীপুর শহর। শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও বহু তীর্থযাত্রী এই সময় মেদিনীপুরে আসেন। সুফি সাধক হজরত সৈয়দ মুরশেদ আলি মওলা পাক নামে সুপরিচিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই নামেই তাঁকে মনে রেখেছেন। এই উরস উৎসব উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদে মেতে ওঠে আনন্দে। মওল পাকের বাসস্থান দায়রাপাকে ও সাধনাস্থল কাঁসাইনদীর তীরে অবস্থিত স্ত্রীগঞ্জ পাকে ভক্ত ও পুণ্যার্থীর ঢল নামে। এই উৎসবে যোগ দিতেই বাংলাদেশের ঢাকা, কুষ্টিয়া, খুলনার মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে পুণ্যার্থীরা বিশেষ ট্রেনে করে ভারতে আসেন। এবারও এসেছেন। ২৫ বগির ট্রেনে চড়ে এবার তাঁরা মেদিনীপুরে আসছেন। গেদে সীমান্তে এই ট্রেন দেখার জন্য স্থানীয়রা ভিড় করেন প্রতি বছরই। আজ সকাল ১০ টায় পৌঁছায় গেদে স্টেশনে, দুপুর ৩ টেতে ট্রেন গেদে ছেড়ে মেদিনীপুরের জন্য রওনা দেবে। ১৯ ফেব্রুয়রি এই উরস ট্রেন ফিরে যাবে বাংলাদেশে।

চোপড়ায় শিশুমৃত্যুতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর চাপ বাড়াল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে ফের চোপড়ার চেতনাগছে যেতে দেখা গেল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদের। কথা বলেন স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি বিএসএফের সঙ্গেও। কথা বলেন স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও। শিশু সুরক্ষা কমিশনের দাবি, নিজেদের দোষ কবুল করে নিয়েছে বিএসএফ। এমনকী নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে। প্রসঙ্গত, ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছ এলাকায় মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যুর খবর ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাপানউতোরও হয় রাজনৈতিক মহলে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে এলাকায় একটি হাইড্রেন কাটার কাজ চলছিল। সেখানেই ধস নেমে এই বিপত্তি। ধসে চাপা পড়ে চার শিশু। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে চোপড়ার দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। এদিন চোপড়া থেকেই শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা রায় বলেন, ঘটনার সত্যতা জানার জন্য আমরা এসেছিলাম। গ্রামবাসী, স্বজনহারা পরিবার, স্থানীয়

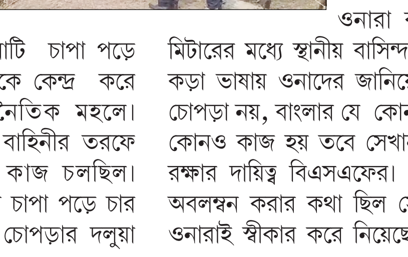

প্রশাসন এবং বিএসএফের কর্তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলতে পেরেছি। কলকাতায় বসে আমরা যেটা আন্দাজ করেছিলাম সেটাই এখন সত্য হিসাবে আমাদের কাছে এল। তাঁর দাবি, ভয়ঙ্কর একটা গাফিলতি হয়েছে। বিএসএফের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, যেখানে ওনারা কাজ করছেন তার ৫০ মিটারের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারা বাস করছেন। আমরা কড়া ভাষায় ওনাদের জানিয়েছি এটা চলবে না। শুধু চোপড়া নয়, বাংলার যে কোনও জায়গায় বিএসএফের কোনও কাজ হয় তবে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের। যে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার কথা ছিল সেটা ওনারা নেননি। এটা ওনারাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

মালদায় চলন্ত ট্রেনে কাটা পরল যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয় মালদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত হ্যান্টা কালী মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন রেল পুলিশ। স্থানীয় ও রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে হ্যান্টা কালি মোড় এলাকায় প্রথম স্থানীয়রা দেখতে পায় রেল লাইনের ধারে খন্ড খন্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই যুবকের দেহ। রেল পুলিশের অনুমান, রেললাইন পারাপার হতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে যুবকের। তবে এখনও পর্যন্ত যুবকের নাম বা পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে রেল পুলিশ।

বাঁশ বাগানে চলছে ইন্টারভিউ! বাংলায় সরকারি চাকরির আরেক ক্ষেত্রের কেলেঙ্কারি ফাঁস

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁশবাগানে প্যান্ডেল খাটানো রয়েছে। সেখানে রাখা একটি টেবিল, সামনে পাঁচ-ছ'টা চেয়ার, ডেকরেটর্সের সাদা কাপড়ে মোড়ানো। সেটাই রাজ্য সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ! আর সেখানেই বসে ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা। চলছে চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ। কিন্তু সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ কী এভাবে হয়ে থাকে নাকি! খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় গ্রামে। লোকের মুখে মুখে খবর পৌঁছে যায় থানাতেও। গ্রামের নিতান্ত সাধারণ মানুষদেরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রতারণারই ফাঁদ পাতা হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় পুলিশ। জালে ধরা পড়ে অভিযুক্ত। চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে জলঙ্গির ফরিদপুর অঞ্চলের পাকুরদিয়ার এলাকায়। পুলিশ এই ঘটনায় আপাতত তিন জনকে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা সাহাবুল ইসলাম কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে আসেন বাঁশবাগানের ওই প্যান্ডেলে। সেখানে তাঁদের ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য হিসাবে পরিচয় দেন। খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার বিশাল বাহিনী । পুলিশ জানতে পেরেছে, এই চক্র আগেই প্রতারণার জাল বিছিয়েছিল। বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকাও তুলেছে এই দল। তাঁরাই এদিন ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি সেখান থেকে ল্যাপটপ এবং প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে। এই প্রতারণা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমেছে জলঙ্গি থানার পুলিশ। সাহাবুক ঠিক কোন চক্রের সঙ্গে জড়িত, এভাবে ঠিক কত টাকার প্রতারণা তাঁরা করেছেন, এই সব বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

তাজা বোমা উদ্ধারে এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য

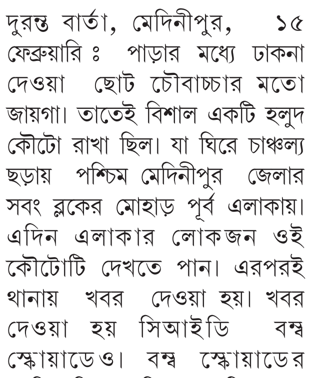

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পাড়ার মধ্যে ঢাকনা দেওয়া ছোট চৌবাচ্চার মতো জায়গা। তাতেই বিশাল একটি হলুদ কৌটো রাখা ছিল। যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের মোহাড় পূর্ব এলাকায়। এদিন এলাকার লোকজন ওই কৌটোটি দেখতে পান। এরপরই থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় সিআইডি বম্ব স্কোয়াডেও। বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা গিয়ে ৬টি তাজা উদ্ধার করে। কে বা কারা গ্রামের মধ্যে এভাবে কৌটো ভর্তি বোমা রেখে গেল, উদ্দেশ্যই বা কী ছিল, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা কৌটোটি উদ্ধার করে স্থানীয় নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করে। স্থানীয় এক বাসিন্দা যুগল মাইতি বলেন, ওটা ঢাকনা ঘেরা একটা চৌবাচ্চা। ওখানে কিছু আছে আমরা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কী আছে তা তো আমরা বুঝিনি। যদি বোমা থাকে, সেই ভয় কাজ করছিল। জনবহুল এলাকা। একেবারে পাড়ার মধ্যে এই চৌবাচ্চা। পাড়ার মধ্যে চৌবাচ্চা। তার দেওয়াল ভোটপ্রচারে যে কাজে লাগানো হয় বোঝা গিয়েছে। দেওয়ালে শাসকদলের প্রতীক, প্রচার। সেই চৌবাচ্চার ভিতর থেকে ছ'টি তাজা বোমা উদ্ধার হয় এদিন। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

BAKHRAHAT GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR-II PANCHAYAT SAMITY
BAKHRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS

NIeT No. BKT/158/2024, dated 08.02.2024
The Prodhan, Bakhrahat Gram Panchayat invites e-tender for **4(Four)Nos.** similar nature of works. **(Sl. No. 1 to 4)**.

NIeT No. BKT/159/2024, dated 08.02.2024
The Prodhan, Bakhrahat Gram Panchayat invites e-tender for **8(Eight)Nos.** similar nature of works.**(Sl. No. 1 to 8)**. Bid submission(online) starting from **09.02.2024 (10.02.2024 for NIeT No. BKT/158/2024) at 10.00 AM. Up to 19.02.2024 up to 11.50 A.M.(as per corrigendum Ref. No. BKT/166/2024 & BKT/167/2024)**. Date for opening of Financial Bid(Online) **19/02/2024 at 01.15 PM**. For details please visit office of the undersigned or visit **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
BISHNUPUR-II PANCHAYAT SAMITY

OFFICE OF THE CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Notice Inviting e-Tender No: 06(e)/CGP/2023-24

Pradhan, Chitmu Gram Panchayat invites E-tender for 08 (Eight) Nos. different works. Source of Fund: 5 th SFC. Last Date of submission of Bid (Online) is 21.02.2024 up to 05-00 pm. Date of Opening of Technical Proposal(online) 24.02.2024 from 09.30 AM. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Sankarhati-II Gram Panchayat, Howrah, N.I.T MEMO NO. SANK-II/687/2023-24, Date: 15/02/2024, Last date of Tender droping: 24/02/24 at 3.00PM, Date of opening of Bids: 26/02/24 at 3.00 PM. Details Contact: wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Sankarheti-II Gram Panchayet
Krishnendapur, Munshirhat, Howarh

ইউজি ক্যাবলের প্রতিস্থাপন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৩২ তারিখঃ ১৩-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ ক্রম নং. ১। ই-টেণ্ডার নং. এপি-এসটি-৩২-২০২৩-২৪। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ ইন্টারলকড এলসি গেটে ইউজি ক্যাবলের প্রতিস্থাপন এবং সহযোগী কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,২৫,৮৮,৬৬৮/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা ২,১৩,০০০/- টাকা। টেণ্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ০৮-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০৮-০৩-২০২৪ তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। সবিশেষের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ দেখুন।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the
Danrra Gram Panchayat
Chandkuri Batitaki :: Sabang :: Paschim Medinipur
NIT No.: WB/PMZP/SBG/DGP/NIET-09/23-24

For and behalf of Danrra Gram Panchayat, the Pradhan invites e-Tender for total 05(Five) Nos. different works. Date & time for Downloading Tender documents (online) from 13.02.2024 at 09.00 Hrs. up to 20.02.2024 at 16.10.Hrs. Date of Opening of technical BID: 22.02.2024 after 16.30 Hrs. For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Danrra Gram Panchayat
Sabang, Paschim Medinipur

আমমোক্তার ক্যান্সেলনামা

লিখিতংঃ- ১) স্মৃতি ঘোষ, স্বামী শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় গুরুলাল ঘোষ, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- মঙ্গলপুর, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয়। ২) শ্রী গোপাল চন্দ্র ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সুনীল চন্দ্র ঘোষ, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- উত্তর চকভবানী, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয়। ৩) শ্রী সুজিত ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সুনীল চন্দ্র ঘোষ, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- উত্তর চকভবানী, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয়। ৪) শ্রী সজল ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সুনীল চন্দ্র ঘোষ, জাতি হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- চকুহরিনা, পোষ্ট ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব ভারতীয়। মাতা স্বর্গীয় ভক্তি ঘোষ ওরফে ভক্তিরানী ঘোষ। ৫) কৃষ্ণা ঘোষ, স্বামী শ্রী নৃপেনন্দ্র নাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সুনীল চন্দ্র ঘোষ, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- আসইর, পোষ্ট- রাজুয়া, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয়। ৬) রবিতা ঘোষ, স্বামী স্বর্গীয় সন্তোষ ঘোষ, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- পারপতিরাম, পোষ্ট- আত্রেয়ী, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয়। ৭) সন ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সন্তোষ ঘোষ, জাতি- হিন্দু, পেশা- গৃহস্থি, সাকিন- পারপতিরাম, পোষ্ট- আত্রেয়ী, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয়।

আমরা নিম্নরূপ ঘোষনা করিতেছি যে, আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত হরিহরপুর মৌজায় আমাদের নামীয় এবং ওয়ারীশ সুত্রে প্রাপ্ত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি যাহা আমাদের দেখাশুনা অসুবিধা দরুন আমাদের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি যাহা কিছু আছে তাহা দেখাশুনা, তদবির তত্বাবধান, দান, বিক্রয় সর্ব্ব প্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতাযুক্তে শ্রী অজিত পাল, পিতা স্বর্গীয় অভয় পাল, জাতি- হিন্দু, পেশা- ব্যবসা, সাকিন- নামাবঙ্গী, পোষ্ট ও থানা বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, নাগরীকত্ব- ভারতীয় মহাশয়কে গত ইংরাজী ২৯.০৯.২০২৩ তারিখে বালুরঘাট ডি. এস. আর. অফিসে ১নং বহিঃ ৫৮৫৬ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। পরবর্তীতে আমরা বিসদভাবে জানিতে পারি যে উক্ত আমমোক্তার মহাশয় আমমোক্তার নামার শর্ত লঙ্ঘন করিয়া অসৎ উদ্দেশ্য তার ব্যবহার করেছে। তাই স্পষ্টভাবে সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তার মহাশয়কে আমাদের সম্পত্তি বিক্রয় বা দান বা বিনিময় করিবার আমরা যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা এই দলিল মূলে আজ হইতে রদ্ ও রহিত করা হইল। আমমোক্তার মহাশয় আমাদের নামীয় সম্পত্তি বিক্রয়, দান অথবা অন্য যে কোন প্রকার হস্তান্তরের অধিকার রহিল না। তাহাদের আর কোন সম্পর্ক বা সংশ্রব রহিল না। এই কারন হেতু অদ্য নিম্ন স্বাক্ষর কারীগনের সম্মুখে আমমোক্তার ক্যানসেল নামা দলিল লিখিত পঠিত ও স্বাক্ষর করিয়া স্বীকার ও অঙ্গিকার করিতেছি যে আমাদের উক্ত থানার সম্পত্তির উপর আমমোক্তার গ্রহিতার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। অদ্যকার তারিখ হইতে আমরা আমাদের সম্পত্তি সহস্তে দান বিক্রয় হস্তান্তর ইত্যাদি করিব। তাহাতে আমমোক্তার মহাশয় আর কখনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এতদার্থে অত্র আমমোক্তার রদ রহিত করন দলিলখানি আমাদের নির্দেশ অনুসারে লিখিত পঠিত করিয়া এবং তাহার পাঠ শুনিয়া বুঝিয়া ও সঠিক হইয়াছে জানিয়া স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সরল অন্তকরনে অন্যের বিনা অনুরোধে বিনা প্ররোচনায় অত্র আমমোক্তার রদ রহিত করন পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি ১৪৩০ সালের ১৬ই পৌষ ইংরাজী ০২.০১.২০২৪।

১নং লিখিতং এর তপশীলঃ

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- হরিহরপুর, জে. এল. নং- ৩২, খতিয়ান নং- এল. আর. ১২১৭ যাহা আমার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিয়া মালিক ও দখলিকার আছি। উক্ত জোতজমা মধ্যে ১৬ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ১) সাবেক ও হাল ১১৩১ নং দাগে ডাঙ্গা ৩৪ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০২ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ২) সাবেক ও হাল ১৩২৪ নং দাগে ডাঙ্গা ৮৫ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৮ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ৩) সাবেক ও হাল ১৫৬৬ নং দাগে ডাঙ্গা ৮২ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ৭৬ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। মঃ ১৬ (ষোল) শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম।

২নং হইতে ৫নং লিখিতংগনের তপশীলঃ

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- হরিহরপুর, জে. এল. নং- ৩২, খতিয়ান নং- এল. আর. ১২১৮ যাহা আমাদের মাতা ভক্তি ঘোষ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিয়া মালিক ও দখলিকার ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি আমরা বৈধ ওয়ারীশ সুত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিক ও দখলিকার আছি। উক্ত জোতজমা মধ্যে ১৭ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ১) সাবেক ও হাল ১১৩১ নং দাগে ডাঙ্গা ৩৪ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৩ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ২) সাবেক ও হাল ১৩২৪ নং দাগে ডাঙ্গা ৮৫ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৭ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ৩) সাবেক ও হাল ১৫৬৬ নং দাগে ডাঙ্গা ৮২ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৭ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। মঃ ১৭ (সতেরো) শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম।

৬নং ও ৭নং লিখিতংগনের তপশীলঃ

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- হরিহরপুর, জে. এল. নং- ৩২, খতিয়ান নং- এল. আর. ১২১৯ যাহা আমাদের পিতা সন্তোষ ঘোষ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিয়া মালিক ও দখলিকার ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি আমরা বৈধ ওয়ারীশ সুত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিক ও দখলিকার আছি। উক্ত জোতজমা মধ্যে ১১.৩৩২ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ১) সাবেক ও হাল ১১৩১ নং দাগে ডাঙ্গা ৩৪ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৩ শতক তন্মধ্যে আমাদের নিজাংশে প্রাপ্ত ০২ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ২) সাবেক ও হাল ১৩২৪ নং দাগে ডাঙ্গা ৮৫ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৭ শতক তন্মধ্যে আমাদের নিজাংশে প্রাপ্ত ৪.৬৬৬ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। ৩) সাবেক ও হাল ১৫৬৬ নং দাগে ডাঙ্গা ৮২ শতক মধ্যে রেকর্ডভুক্ত ০৭ শতক তন্মধ্যে আমাদের নিজাংশে প্রাপ্ত ৪.৬৬৬ শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। মঃ ১১.৩৩২ (এগারো দশমিক তিন তিন দুই) শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। **সর্বমোটঃ** ৪৪.৩৩২ (চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন দুই) শতক জমি আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহা বাতিল করিলাম। অত্র দলিলের মর্ম পাঠ করিয়া অবগত করাইলাম। অত্র দলিলে ৩০ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প ও তিনখানা ডেমি রহিল। অত্র দলিলের সঠিক অনুলিপি সহ দাখিল করিলাম।

মুসাবিদাকারক **ইসাদী**

Office of the
Danrra Gram Panchayat
Chandkuri Batitaki :: Sabang :: Paschim Medinipur
NIT No.: WB/PMZP/SBG/DGP/NIET-08/23-24

For and behalf of Danrra Gram Panchayat, the Pradhan invites e-Tender for total 02(Two)Nos. different works. Date & time for Downloading Tender documents (online) from 12.02.2024 at 18.00 Hrs. up to 19.02.2024 at 16.10.Hrs. Date of Opening of technical BID: 21.02.2024 after 16.30 Hrs. For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Danrra Gram Panchayat
Sabang, Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৪ সালের মার্চ মাসের ই-অকশন কর্মসূচীর বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২২-২৩, তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৪। চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং; ডিপো/ডিভিসন; অধিক্ষেত্র** ও **তারিখ** নিম্নরূপ ঃ **১; বিইএসওয়াই;** বিইএসওয়াই ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন; ০৯.০৩.২০২৪, ১৪.০৩.২০২৪, ২০.০৩.২০২৪ ও ২৯.০৩.২০২৪। **২; হালিসহর;** হালিসহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন; ০৭.০৩.২০২৪, ১৩.০৩.২০২৪, ২০.০৩.২০২৪ ও ২৯.০৩.২০২৪। **৩; জামালপুর;** জামালপুর ডিপো ও মালদা ডিভিসন; ০৮.০৩.২০২৪, ১৫.০৩.২০২৪, ২২.০৩.২০২৪ ও ২৯.০৩.২০২৪। **৪; হাওড়া;** হাওড়া ডিভিসন; ০১.০৩.২০২৪, ১৩.০৩.২০২৪, ১৯.০৩.২০২৪ ও ২৭.০৩.২০২৪। **৫; আসানসোল;** আসানসোল ডিভিসন; ০৫.০৩.২০২৪, ১১.০৩.২০২৪, ১৫.০৩.২০২৪ ও ২০.০৩.২০২৪। **৬; শিয়ালদহ;** শিয়ালদহ ডিভিসন; ০৮.০৩.২০২৪, ১৪.০৩.২০২৪, ২২.০৩.২০২৪ ও ২৮.০৩.২০২৪। **৭; মালদা;** মালদা ডিভিসন; ১৩.০৩.২০২৪, ২০.০৩.২০২৪ ও ২৮.০৩.২০২৪।

দ্রষ্টব্য ঃ ই-অকশন অনুসূচি, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (STORES-70/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

চোটে ছিটকে গেলেন পারদো, বদলি হিসেবে এলেন সার্বিয়ান ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ চোটে ছিটকে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার জোসে আন্তোনিও পারদো। সুপার কাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। আইএসএলের বড় ম্যাচেও দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন। ডিফেন্সের পাশাপাশি ব্লকার হিসেবেও পারদোকে ব্যবহার করেছেন লাল-হলুদের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। মরসুমের মাঝপথে সেই পারদোই চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন। ডার্বি ম্যাচে তিনি চোট পেয়েছিলেন। নিশ্চিত বড় ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের। তবে ধাক্কা সামলাতে সময়ও নিল না ইস্টবেঙ্গল। পারদোকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার হিসেবে নেওয়া হল আলেকসান্দার প্যান্টিচকে। পুরনো জায়গাতেই চোট পান পারদো। আর তাতেই সমস্যা। লম্বা সময়ের জন্য তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আইএসএলের দ্বিতীয় পর্বে এক বিদেশি ছিটকে যাওয়া মানে বড় বিপত্তি। তাই পারদোকে ছেড়ে নতুন বিদেশিকে নিল ইস্টবেঙ্গল। ৩১ বছরের সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ভিয়ারিয়ালে খেলেছেন ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। ডায়নামো কিভের হয়েও খেলেছেন ১২ বছরের পেশাদার ফুটবল কেরিয়ারে। তবে গত কয়েক বছর কোনও টিমেই লম্বা সময় কাটাননি। আলেকসান্দার সার্বিয়ার বয়সভিত্তিক টিমেও খেলেছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতার কারণেই কুয়াদ্রাত তাঁকে পছন্দ করেছেন। বাকি মরসুমের জন্য লাল-হলুদ জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। কুয়াদ্রাত বলেছেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলের প্রচুর অভিজ্ঞতা। ভিয়ারিয়াল, ডায়নামো, রেড স্টারের মতো ক্লাবে খেলেছে। ওকে আমি বেশ কিছু ধরেই চিনি। ট্রান্সউইন্ডোর পর্যন্ত খেলেছে ডোয়াক্সের হয়ে। পারদোর চোটের পর কোয়ালিটি ফুটবলার খুঁজে বের করা ছিল কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ক্লাব কর্তারা সেই কাজটা দ্রুত সেরেছেন।’’ ক্লাবে যোগ দেওয়ার আগে আলেকসান্দারও বলেছেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে যোগ দিতে পেরে ভালো লাগছে। ফুটবল ইতিহাসে ক্লাবের বেশ কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত রয়েছে। এই মরসুমেও চমৎকার খেলছে। আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। যাতে করে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি।’’

ইংল্যান্ড বোলারদের উপর ‘জ্বালা’ মেটালেন! বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরি সরফরাজের

রোহিত-জাডেজার দুরন্ত সেঞ্চুরি

রাজকোট, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সময়টা একেবারে ভালো যাচ্ছিল না। বিরাট কোহলি ছুটিতে। লোকেশ রাহুল চোটে। একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার টিমে। কিন্তু অধিনায়ক ভরসা দিতে পারছিলেন না। ২৪, ৩৯, ১৪, আর ১৩ ছিল প্রথম দুটো টেস্টে। চাপের মুখে কি খেলতে পারছেন না? এই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছিলেন কেউ কেউ। হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনমে পারেননি। রাজকোটে রাজকীয় সেঞ্চুরি রোহিত শর্মার। একটা সময় তিনটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল পর পর। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, রজত পাতিদার ফিরেছেন পর পর। ইংলিশ শিবিরে খোঁজ চলছিল তাঁর উইকেটের। কিন্তু রোহিত চাননি ফাঁদে পা দিতে। সাধারণত আগ্রাসী ব্যাটিং করেন। বিপক্ষের উপর চাপ রাখেন। রাজকোটে অন্য রোহিতের দেখা মিলল। চাপ নিলেন নিজের উপরেই। ধৈর্য ধরে সামলালেন মার্ক উড, জেমস অ্যান্ডারসন, টম হার্টলিকে। খারাপ বলের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে কেরিয়ারের ১১তম সেঞ্চুরি করে ফেললেন রোহিত শর্মা। শুরুতে খানিকটা মন্থর থাকলেও যত সময় গড়িয়েছে তত সাবলীল হয়েছেন রোহিত। ১৪টা চার, ৩টো ছয় দিয়ে সাজিয়েছেন সেঞ্চুরির ইনিংস। ১৩১ রান করে মাঠ ছাড়েন হিটম্যান। রোহিত শর্মার পর রাজকোটে রবীন্দ্র জাডেজাও রাজকীয় শতরান করেন। লাঞ্চ বিরতির পর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা শতরান পূর্ণ করেন। রোহিত ও জাডেজার চতুর্থ উইকেটে ২০৪ রান ওঠে। এরপর ১৩১ রান করে মার্ক উডের শিকার হন রোহিত শর্মা। ভারত অধিনায়ক ফিরলে মাঠে নামেন অভিষেক টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামা সরফরাজ খান। দেখতে দেখতে তৃতীয় সেশনে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান জাড্ডু। নিজের পাড়ায় জাডেজা ১৯৮ বলে শতরান পূর্ণ করলেন। এটি জাডেজার কেরিয়ারের চতুর্থ টেস্ট যেমন, ঠিক তেমনই এটি দেশের মাটিতে করা তাঁর তৃতীয় টেস্ট। বিদেশের মাটিতে একটিই শতরান রয়েছে জাডেজার। সেটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, ২০২২ সালে বার্মিংহ্যামে। এদিন রাজকোটে টেস্ট অভিষেক রাজকীয় ভাবেই করলেন সরফরাজ খান। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা অনবদ্য সেঞ্চুরির পর আউট হন। এরপরই ছ’নম্বরে ব্যাটিংয়ে প্রবেশ সরফরাজ খানের। উল্টোদিকে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। যিনি গত কয়েক বছর টেস্টে ব্যাট হাতে অনবদ্য পারফর্ম করেছেন। সাধারণ উল্টোদিকে নতুন ব্যাটার এলে সেট ব্যাটারও সতর্ক হয়ে যান। জাডেজাকে তেমন করতেই হল না। সৌজন্যে সরফরাজের আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং। কে বলবে, কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট ইনিংস তাঁর! মাত্র ৪৮ বলে হাফসেঞ্চুরিতে পৌঁছন। কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট ইনিংসে বেশির ভাগ ব্যাটারই হয়তো একটা হাফসেঞ্চুরি অবধি পৌঁছতে সময় নেবেন। সতর্ক ব্যাটিং করে থাকবেন। সরফরাজ অন্য ধাঁচে গড়া। ৪৮ বলে হাফসেঞ্চুরির মধ্যে ৭টি বাউন্ডারি এবং একটি ছয়। অর্থাৎ বাউন্ডারি থেকেই এসেছে ৩৪ রান। তাঁর দাপট কিন্তু এখনও থামেনি। আরও বড় ইনিংসের দিকেই এগচ্ছিলেন সরফরাজ। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দিল না। রবীন্দ্র জাডেজার ভুল কলে রান আউট হয়ে ফিরলেন। ৬৬ বলে ৬২ রানে ফিরতে হয়। অপেক্ষা এখন দ্বিতীয় ইনিংসের। রোহিতের সেঞ্চুরি, সরফরাজের বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরি ও জাডেজার অপরাজিত ১১০ রানের সৌজন্যে প্রথম দিন ৫ উইকেটে ৩২৬ রান তুলে নিল ভারত। আর এক অভিষেককারী ব্যাটার ধ্রুব জুরেলকে অবশ্য নামানো হয়নি। সরফরাজের আউটের সময় দিনের খেলায় মাত্র কয়েক ওভার বাকি থাকায় নাইটওয়াচম্যান হিসেবে পাঠানো হয়েছিল কুলদীপ যাদবকে। দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করেন কুলদীপ যাদব।

টি২০ বিশ্বকাপেও ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা

রাজকোট, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের মতোই এবার টি ২০ বিশ্বকাপেও রোহিত শর্মা অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। বুধবার সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় বোর্ডের সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, রোহিতই আগামী টি২০ বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। শুধু তাই নয় বোর্ড সচিব আরও বলেছেন, ‘‘গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে আমরা টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে হেরে গিয়েছিলাম। এবার টি২০ বিশ্বকাপে রোহিতের অধিনায়কত্ব আমাদের খেতাব এনে দেবে। এটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।’’ গতবছরের শুরু থেকে হার্দিক টি২০ দলের নেতা হয়ে আসছেন। যদিও এই নামী অলরাউন্ডার চোটের কবলে রয়েছেন।

১০০০তম ম্যাচ, বছরের প্রথম গোল, এবার রোনাল্ডোর নতুন উদযাপন

রিয়াধ, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সৌদি প্রো লিগে দুটো দলের বিপক্ষে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এখনো গোল করতে পারেননি। তাঁর একটি আল ফাইহা। গতকাল এই দলের বিপক্ষেই এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর লড়াইয়ে মাঠে নেমেছিল রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসর। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এ ম্যাচেও বুঝি আল ফাইহা রোনাল্ডোকে রুখে দেবে! তবে শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি। রোনাল্ডো ৮১ মিনিটে গোল করেছেন, ১-০ গোলে জিতিয়েছেন আল নাসরকে। চলতি বছরে এটি রোনাল্ডোর প্রথম গোল। আর রোনাল্ডোর ক্লাব ক্যারিয়ারেও এটা ছিল ১০০০তম ম্যাচ। ২০০২ থেকে ২০২৪-প্রতিবছরেই গোল করেছেন এই পর্তুগিজ তারকা। নতুন বছরে প্রথম গোল করে নতুনভাবে উদযাপনও করেছেন পর্তুগিজ তারকা। সাধারণত বল জালে পাঠিয়ে কিছু দূর দৌড়ে গিয়ে শূন্যে

লাফিয়ে শরীর মুচড়ে উল্টো করে মাটিতে নামার সময় আড়াআড়িভাবে হাত দুটি শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনেন রোনাল্ডো, যা তাঁর ট্রেডমার্ক উদযাপন। তবে গতকাল রাতের ম্যাচে গোল করে উদযাপনে কিছুটা বদল এনেছেন তিনি। এবার আর আড়াআড়িভাবে হাত দুটি শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনেননি। উল্টো বুকের ওপর রেখেছেন হাত। অনেকেই এটাকে শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। লিগ পয়েন্ট তালিকায় ১৪ নম্বর দল ফাইহার বিপক্ষে বেশ কয়েকটি সুযোগ মিস করেন রোনাল্ডো। তবে ৮১ মিনিটে দারুণ এক গোলে পুষিয়ে দেন। মার্সেলো ব্রোজোভিচের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান খেলে ফাইহা গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়ান। ক্যারিয়ারে এটি রোনাল্ডোর ৮৭৪তম গোল। আগামী বুধবার রিয়াধে টুর্নামেন্টের ফিরতি লেগে মাঠে নামবে দুই দল। এর আগে চোট কাটিয়ে সিজন কাপের ফাইনালে মাঠে ফেরেন রোনাল্ডো। সেই ম্যাচে আল হিলালের কাছে তাঁর দল হেরেছিল ২-০ গোলে। গোল করে দলকে জিতিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন রোনাল্ডো। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘শেষ ষোলো শুরু হলো জয় দিয়ে। দারুণ কাজ, দল।’

ফিফার উদ্যোগ

মেয়েদের বিশ্বকাপ ট্রফিও হবে ছেলেদের মতো

জুরিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ১৭ মে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ফিফার ৭৪তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ছেলে ও মেয়েদের বিশ্বকাপ ট্রফি একই রকম করার প্রস্তাব পেশ করবে ফিফা। আকার, ওজন, উপাদান, মূল্য-সব মানদণ্ডেই ট্রফিতে সমতা আনতে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে ছেলেদের বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। পরের বছর মেয়েদের বিশ্বকাপ। মেয়েদের বিশ্ব আসরের আয়োজক দেশ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ফিফার চাওয়া, এই দুই বিশ্বকাপ থেকেই ছেলে ও মেয়েদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে একই ধরনের ট্রফি দেওয়ার প্রচলন শুরু করা। মূলত লিঙ্গবৈষম্য দূর করতেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে চাইছে ফিফা। ২০২২ সালে কাতারে ছেলেদের এবং গত বছর অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে মেয়েদের সর্বশেষ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছেলেদের ২২টি ও মেয়েদের ৯টি বিশ্বকাপ আসর হয়ে গেলেও সব মানদণ্ডেই ট্রফিগুলো ছিল আলাদা। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ছেলেদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হতো জুলে রিমে ট্রফি। ১৯৭০ সালে ব্রাজিল তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রফিটি স্থায়ীভাবে নিজেদের করে নেয়। এর পর থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হাতে বর্তমান নকশার ট্রফিটি দেওয়া হচ্ছে। কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা যে ট্রফি নিয়ে উৎসব করেছে, সেটার বয়স ৫০ বছর পেরিয়েছে। ১৯৭৪ বিশ্বকাপ থেকে নতুন ট্রফি দেওয়ার জন্য নকশা আহ্বান করে ফিফা। ৭ দেশের ৫৩ জন নকশাকার নকশা জমা দেন। চূড়ান্ত করা হয় বিখ্যাত ইতালিয়ান ভাস্কর সিলভিও গাজ্জানিগার নকশা। গাজ্জানিগার বানানো ট্রফিটা ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে এখনো সবচেয়ে ব্যয়বহুল

১৮ ক্যারেট সোনার তৈরি ট্রফিটার বর্তমান দাম ২ কোটি মার্কিন ডলার। এর উচ্চতা ৩৬.৫ সেন্টিমিটার (১৪.৪ ইঞ্চি), ওজন ৬.১৭ কেজি। তবে মেয়েদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল যে ট্রফি পেয়ে থাকে, সেটা রুপার তৈরি যার ওপর ২৩ ক্যারেট সাদা ও হলুদ সোনার প্রলেপ দেওয়া থাকে। এর উচ্চতা ৪৭ সেন্টিমিটার (১৮.৫০ ইঞ্চি), ওজন ৪.৬ কেজি। দামে ছেলেদের ট্রফির ধারেকাছেও নেই-মাত্র ৩৭ হাজার ৪০০ ডলার। মেয়েদের প্রথম বিশ্বকাপ হয় ১৯৯১ সালে। সে বছরই এই ট্রফি বানান লেবাননের ভাস্কর সাওয়াইয়া। ফিফার চাওয়া, পরবর্তী বিশ্বকাপ থেকেই ছেলে-মেয়ে দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকেই একই ধরনের ট্রফি দেওয়া। সেই সঙ্গে অর্থ পুরস্কারেও (প্রাইজ মানি) সমতা নিয়ে আসা। কাতারে ছেলেদের সর্বশেষ বিশ্বকাপে রেকর্ড ৪৪ কোটি ডলার অর্থ পুরস্কার দিয়েছে ফিফা। চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা পেয়েছে ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে মেয়েদের সর্বশেষ বিশ্বকাপেও রেকর্ড পরিমাণ অর্থ পুরস্কার দিয়েছে ফিফা। সব মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ১১ কোটি ডলার। আর চ্যাম্পিয়ন স্পেন পেয়েছে ৪২ লাখ ৯০ হাজার ডলার। অর্থাৎ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বিশ্বকাপে অর্থ পুরস্কার ৪ গুণ বেশি, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ক্ষেত্রে সেটা ৯ গুণেরও বেশি! তবে ফিফার সমতা নীতিতে বাধা হতে পারে টিভি স্বত্ব। ছেলেদের বিশ্বকাপে যে পরিমাণ টিভি দর্শক হয়, মেয়েদের টুর্নামেন্টে তা হয় না। তাই মেয়েদের বিশ্বকাপ থেকে ফিফার আয়ও অনেক কম হয়। যদিও মেয়েদের সর্বশেষ বিশ্বকাপে টিভি দর্শক ও মাঠে দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড হয়েছে। এরপরও বিশাল ব্যবধান রয়েই গেছে। মেয়েদের বিশ্বকাপের টিভি স্বত্ব থেকে পর্যাপ্ত আয় না হওয়ার জন্য সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুষেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তাঁর দাবি, সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলো আকর্ষণীয় অফার না দেওয়ায় প্রত্যাশামাফিক আয় হচ্ছে না। তিনি এ নিয়ে প্রকাশ্যে কয়েকটি টিভি চ্যানেলের সমালোচনাও করেছেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

৯০ মিনিটে লক্ষ্যে শট নেই একটিও, হার বায়ার্নের

মিউনিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বুন্দেসলিগায় শিরোপা-দৌড়ে বড় ধাক্কার পর সপ্তাহও পার হয়নি, এবার চ্যাম্পিয়নস লিগেও বড় বিপদে বায়ান মিউনিখ। ছয়বারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা আজ চলতি আসরের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে লাসিওর কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরেছে। যে হারের ম্যাচে ১৭টি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি হ্যারি কেইন, টমাস মুলার, লেরয় সানে, জামাল মুসিয়ালারা। চ্যাম্পিয়নস লিগের সবশেষ ১২ আসরে একবার ছাড়া প্রতিবারই শেষ ষোলোর গণ্ডি পার হয়েছে বায়ার্ন। এবারও কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করতে হলে জিততেই হবে পরের লেগে। অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে বায়ার্ন সবচেয়ে বড় ভোগান্তিতে পড়ে ৬৭ মিনিটে দায়ত উপামেকানো লাল কার্ড দেখলে। লাসিওর ইসাকসেনকে ফাউল করে উপামেকানো নিজেই মাঠ ছাড়েননি, লাসিওকে দিয়ে যান পেনাল্টিতে গোলের সুযোগ। যা কাজে লাগিয়ে ইতালিয়ান ক্লাবটিকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সিরো ইম্মোবিল। লাসিওর আক্রমণ অবশ্য এটুকুতে সীমাবদ্ধ ছিল না। পুরো ম্যাচ মোট ১১টি শট নিয়ে ৪টি লক্ষ্যেও রাখে তারা। এর মধ্যে ৯০ মিনিটে কিম-মিন-জায়ে এন্দেরসনের শট প্রতিহত না করলে ব্যবধান ২-০ হতে পারত। তবে সেটি না হলেও বায়ার্নকে হারানোর খুশি নিয়েই মাঠ ছেড়েছে লাসিও। ২০০০ সালে ভ্যালেন্সিয়াকে হারানোর পর এই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউটে জয় পেল ইতালিয়ান ক্লাবটি। আর ২০১১ সালে ইন্টার মিলানের পর এই প্রথম ইতালিয়ান ক্লাবের কাছে হারল বায়ার্ন। যে হারে টমাস টুখেলের দল ফিরিয়ে এনেছে ২০১৫ সালকে, সে বারই সর্বশেষ কোনও ম্যাচে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি বায়ার্ন মিউনিখ। দুই দলের ফিরতি লেগ ৫ মার্চ।

এমবাপের গোলের রেকর্ড, জিতল পিএসজিও

প্যারিস, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্রথম ৪৫ মিনিট একপ্রকার ‘বেকার’ই ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। পিএসজির পাস-নির্ভর খেলায় প্রথমার্ধে তারকা ফরোয়ার্ডের বলে স্পর্শ ছিল মাত্র ১৫ বার। গোলকিপার বাদে মাঠে থাকা ২০ জনের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। তবে বিরতির পর পাল্টে গেলেন এমবাপে। পাল্টাল পিএসজির স্কোরলাইনও। রিয়াল সোসিয়েদাদের জমাট রক্ষণ ভাঙলেন দারুণ ফিনিশিংয়ে, যে পথ ধরে পরে পিএসজি পেল আরও গোল। দ্বিতীয়ার্ধের গোলের সুবাদে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর প্রথম রাউন্ডে সোসিয়েদাদকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে পিএসজি। এমবাপের সঙ্গে অপর গোলদাতা ব্রাডলি বারকোলা। এ বছরের গ্রুপ পর্বের খেলায় রক্ষণের দিক থেকে সেরা দল ছিল রিয়াল সোসিয়েদাদ। পিএসজি কিছুতেই ভাঙতে পারছিল না স্প্যানিশ ক্লাবটির দেয়াল। বিরতির আগে মাত্র ৪টি শট নেওয়ার সুযোগ পায় পিএসজি। যদিও গোলমুখ খোলা যায়নি। চোটের কারণে লিগে লিলের বিপক্ষে ম্যাচ মিস করা এমবাপে শুরুর একাদশে ফিরলেও ছিলেন নিস্প্রভ। দলের বাকিরাও ছিলেন অনুজ্জ্বল। বরং প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল সোসিয়েদাদ। বক্সের বেশ বাইরে থেকে নেওয়া মিকেল মেরিনোর শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য আয়োজকেরাই দাপট দেখিয়েছে। ৫৮ মিনিটে মারকিনিওসের হেড থেকে আসা বল ভলি করে জালে পাঠান এমবাপে। চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি তাঁর ৪৪তম গোল। এই গোলে একটি রেকর্ডও হয়েছে ফরাসি তারকার। চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ঘরের মাঠে শুরু করা টানা ১০ ম্যাচে গোল (মোট ১৩) করলেন এমবাপে।

নাদালের চোখে জকোভিচই ‘ইতিহাসের সেরা’

মাদ্রিদ, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ টেনিস ইতিহাসে সেরা খেলোয়াড় কে? প্রশ্নটি করা হয়েছিল এই খেলারই সর্বকালের অন্যতম এক সেরাকে। তাঁর জবাব, নোভাক জকোভিচ। আর উত্তরটি যিনি দিয়েছেন, তাঁর নাম রাফায়েল নাদাল। স্প্যানিশ টিভি ‘লাসেক্সতা’র অনুষ্ঠান ‘এল অবজেকতিভ দে লা সেক্সতা’য় গতকাল এই কথা বলেন নাদাল। ২২ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী স্প্যানিশ কিংবদন্তির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কে সেরা? নাদাল উত্তরে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী জেকোভিচকে ইতিহাসের সেরা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে রায় দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘‘পরিসংখ্যান সেটাই বলছে। আমার কাছে সে-ই (ইতিহাসের সেরা)।’’ সার্বিয়ান কিংবদন্তি জকোভিচ ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। ছেলেদের টেনিসে তাঁর চেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম আর কেউ জিততে পারেননি। আর একটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতলে মার্গারেট কোর্টকে পেছনে ফেলে মহিলা-পুরুষ মিলিয়েই এককভাবে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হবেন জকোভিচ। তবে কোর্টের বাইরে মাঝেমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন জকোভিচ। গত বছর মে মাসে কসোভো নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জয়ের পর ক্যামেরার ওপর একটি বার্তা লিখেছিলেন, ‘সার্বিয়ার হৃদয় কসোভো, সহিংসতা থামাও।’ কসোভোর উত্তরাঞ্চলে আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত একজন মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় জাতিগত দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে বার্তাটি দেন জকোভিচ। ২০২২ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। করোনাভাইরাসের টিকা না নিয়েই মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভিসা বাতিল করে জকোভিচকে ফেরত পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া সরকার। তবে নাদালের যুক্তি, কোর্টের বাইরে জকোভিচের যে ভাবমূর্তি, মানুষ হিসেবে তিনি আসলে এর চেয়েও ভালো, ‘‘সে আসলে যেমন, ভাবমূর্তিটা সে তুলনায় খারাপ আমার মতে সে ভালো মানুষ। হ্যাঁ, হতাশার মুহূর্তও আছে।

নাভাক র‍্যাকেট ভেঙে ফেলে। কিন্তু পরের পয়েন্ট পেতেই সে নিজেকে আবারও শতভাগ নিংড়ে দেবে, এর চেয়ে ভালো কিছু দেখিনি।’’ ৩৭ বছর বয়সী নাদাল চোটের সঙ্গে লড়াই করছেন। গত মাসে চোট পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আর খেলা হয়নি। স্পেনের ২০ বছর বয়সী তরুণ তারকা কার্লোস আলকারাজের প্রশংসাও করেছেন নাদাল, ‘‘কার্লোসের টেনিস খেলার মান অবিশ্বাস্য রকম উচ্চতাসম্পন্ন। সে প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকেই খুব পরিপূর্ণ খেলোয়াড়। এই বয়সে আমার যেসব দুর্বলতা ছিল, সেগুলো ওর মধ্যে নেই। অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের জন্য যা যা দরকার, ওর মধ্যে সবই আছে।’’ সর্বকালের সেরা নিয়ে গত বছর জুনে মুখ খুলেছিলেন টেনিসের আরেক কিংবদন্তি রজার ফেডেরার। ২০টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী প্রাক্তন এই খেলোয়াড় মনে করেন, যত দিন রাফায়েল নাদাল আছেন, মানে নাদাল যত দিন খেলা চালিয়ে যাবেন, তত দিন জকোভিচকে ‘সর্বকালের সেরা’ বলার সুযোগ নেই। জকোভিচ ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম জেতার পর সুইস সংবাদমাধ্যম তাজেস-অ্যানজেইজারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফেডেরার বলেছিলেন, ‘‘জকোভিচের যে অর্জন, সেটি বিশাল। একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারে এর চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করা সম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু আমি তাকে সর্বকালের সেরা এখনই বলতে রাজি নই। যত দিন রাফায়েল নাদাল খেলা চালিয়ে যাবে, তত দিন এ বিষয়ে (সর্বকালের সেরা) কোনও কিছু নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।’’

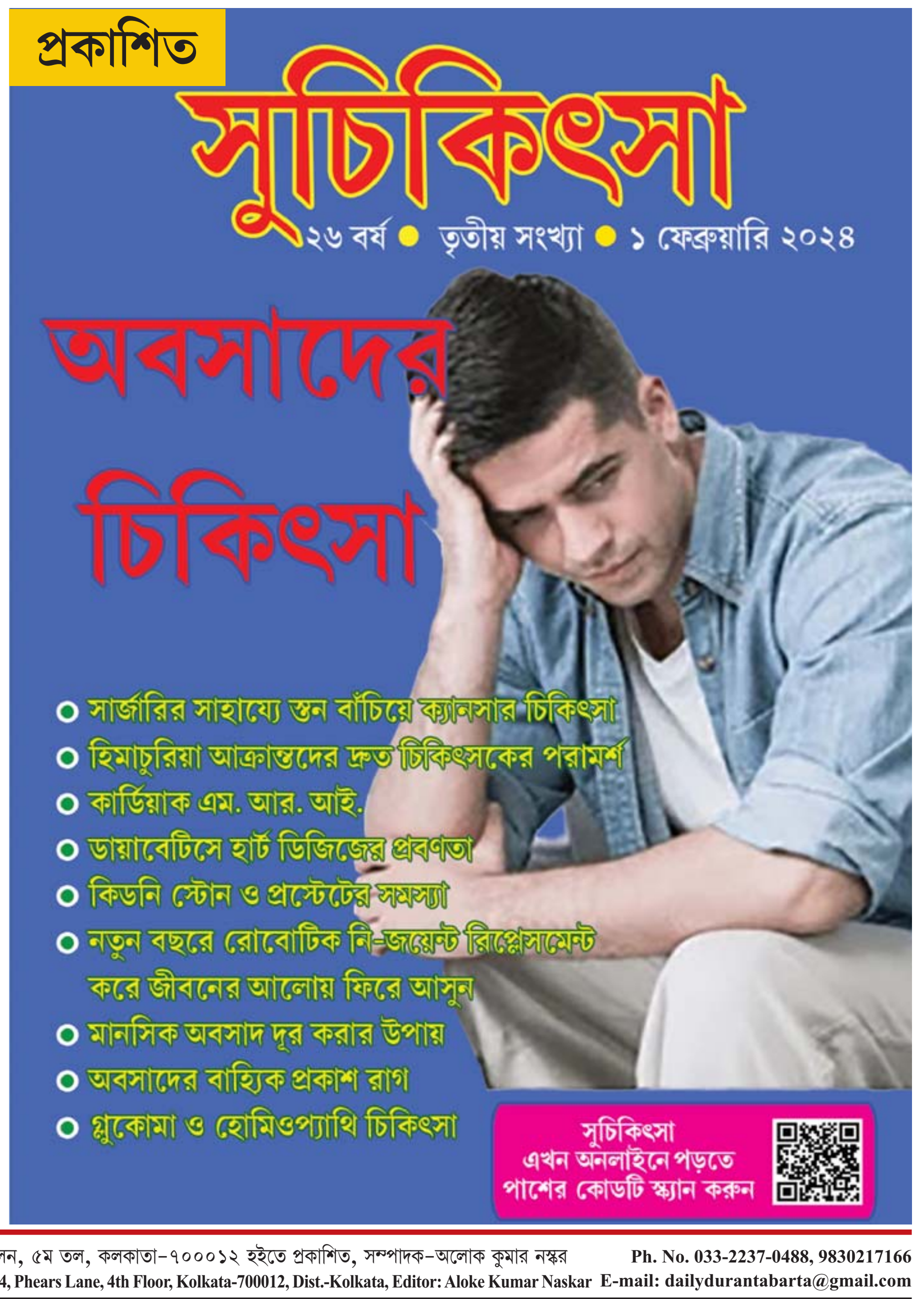

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com